ব্যাংক জব লেকচার শিট

লেকচার ৯

Lecture Contents

☑ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ)
☑ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান, রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য)
☑ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, জীবনানন্দ দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. আহমদ শরীফ, মুনীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হুমায়ূন আহমেদ, সেলিম আল দীন, নির্মলেন্দু গুণ, সুকান্ত ভট্টাচার্য)

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ)

- ৬৫০-১২০০ খ্রি. সময়কে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ বলা হয়।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ।
- চর্যাপদ কবিতা বা গানের সংকলন।
- চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব বা সাধন সঙ্গীত।

চর্যাপদের ভিন্ন নামসমূহ

- আশ্চার্যচর্যাচয়
- চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়
- চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়
- চর্যাগীতিকোষ
- চর্যাগীতি

চর্যাপদ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮২ সালে 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' নামক গ্রন্থে কিছু কথা প্রকাশ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এ গ্রন্থ থেকেই সর্বপ্রথম চর্যাপদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাংলা, বিহার ও আসামের পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা 'রয়েল লাইব্রেরি' থেকে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। চর্যাপদের সাথে আরো তিনটি গ্রন্থ পাওয়া যায়–
১. সরহপাদের দোহা ২. কৃষ্ণপাদের দোহা, ৩. ডাকার্ণব।

চর্যাপদের প্রকাশ

১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে উল্লেখিত চারটি গ্রন্থ চর্যাপদ, ডাকার্ণব, দোহাকোষ, সরহপাদের দোহা একত্রে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

চর্যাপদ নেপালে পাওয়ার কারণ

পাল আমলে চর্যাপদের বিকাশ ঘটলেও সেন আমল ছিল চর্যাপদের জন্য দুঃসময়। সেন বংশ হিন্দু ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর পরে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই বাংলা সাহিত্যের এই আদি নিদর্শন চর্যাপদ বাংলার বাহিরে নেপালে পাওয়া যায়।

চর্যাপদের রচনাকাল

সাধারণভাবে ধরা হয় চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০-১২০০ খ্রি. = ৫৫০ বছর। চর্যাপদের পদগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন।
তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতামত–

ভাষা পণ্ডিতগণ	চর্যাপদের রচনাকাল
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে	৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশের মতে	৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দে।

ভাষা পণ্ডিতগণ	চর্যাপদের রচনাকাল
ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে	খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ।
ড. সুকুমার সেনের মতে	দশম হতে মধ্য চতুর্দশ শতাব্দী।

তবে চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে সুনীতিকুমার ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার মতামত দুইটিই সর্বজনগৃহীত।

চর্যাপদের ভাষা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা কিংবা প্রাচীন বঙ্গকামরূপি। এছাড়াও অপভ্রংশ, হিন্দি, মৈথিলী, অসমিয়া, উড়িয়া ভাষার শব্দের প্রয়োগ আছে। এ কারণে অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলী ভাষাভাষী পণ্ডিতগণ চর্যাপদকে নিজেদের সাহিত্য হিসেবে দাবি করেছেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার History of the Bengali Language গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা না বলে মতামত দেন। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, 'সেকালের বাংলা, অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষার পার্থক্য ছিল সামান্যই'।

এই ভাষাগুলোকে বাংলার সহোদর ভাষাগোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রথম আলোচনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত। চর্যাপদ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য বা আলো-আঁধারি ভাষায় রচিত।

চর্যাপদের পদকর্তা ও পদসংখ্যা

- পদগুলোর পদকর্তাগণ 'সিদ্ধাচার্য' বা 'মহাসিদ্ধা' নামে খ্যাত। তাঁরা গুরুপ্রদত্ত তন্ত্রমতে দীক্ষিত এবং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচয়িতা ২৩ জন।
- সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদের রচয়িতা ২৪ জন।

পদকর্তা	পদসংখ্যা	পদকর্তা	পদসংখ্যা
কাহ্নপা	১৩টি	ভুসুকুপা	৮টি
সরহপা	৪টি	কুক্কুরীপা	৩টি
লুইপা	২টি	শবরপা	২টি
শান্তিপা	২টি		
বিরুপা, গুণ্ডুরীপা, চাটিল্লপা, ডোম্বীপা, আর্যদেবপা, ঢেণ্ডনপা, দারিকপা, ভাদেপা, তাড়কপা, কঙ্কণপা, জয়নন্দীপা, ধর্মপা, তন্ত্রীপা, মহীদরপা, কম্বলরপা, বীণাপা			প্রত্যেকে ১টি করে পদ রচনা করেন।

- লাড়ীডোম্বীপার কোনো পদ পাওয়া যায়নি।
- তন্ত্রীপার ২৫তম পদটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নতুন চর্যাপদ

- নতুন চর্যাপদ মূলত বজ্রযানী দেবদেবীদের আরাধনার গীত।
- নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ শাহেদ (২০০৮ সালে নেপাল থেকে।)
- নতুন চর্যাপদ প্রকাশ পায় ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি বইমেলা।
- নতুন পর্যাপদে মোট পদ সংখ্যা = ৪১৩টি।
- নতুন চর্যাপদের ভূমিকা অংশটি বিভক্ত– ৪টি ভাগে।
- চর্যার নতুন কবি বলা হয়– আবধূ বিনয়শ্রীকে।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কোনটি?
ক. ছোটগল্প খ. নাটক
গ. কাব্য ঘ. উপন্যাস **উ: গ**

২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন কোনটি?
ক. শ্রীকৃষ্ণবিজয় খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ. শূন্যপুরাণ ঘ. চর্যাপদ **উ: ঘ**

৩. বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন–
ক. চর্যাপদ খ. বৈষ্ণব পদাবলি
গ. ঐতরেয় আরণ্যক ঘ. দোহাকোষ **উ: ক**

৪. 'চর্যাপদ' রচনাটি বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের কাব্য নিদর্শন?
ক. আদিযুগ খ. মধ্যযুগ
গ. আধুনিক যুগ ঘ. অতি আধুনিক যুগ **উ: ক**

৫. 'চর্যাপদ' হলো মূলত–
ক. গানের সংকলন খ. কবিতার সংকলন
গ. প্রবন্ধের সংকলন ঘ. কোতানোটিই নয় **উ: ক**

৬. 'চর্যাপদ' হলো–
ক. একগুচ্ছ ধর্মোপদেশ খ. সাধন সংগীত
গ. জীবনাচরণ পদ্ধতি ঘ. দেবী বন্দনা **উ: খ**

৭. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয় কত সালে?
ক. ২০০৭ সালে খ. ১৯০৭ সালে
গ. ১৯১৬ সালে ঘ. ১৯০৯ সালে **উ: খ**

৮. বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন 'চর্যাপদ' এর আবিষ্কারক?
ক. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. ডক্টর সুকুমার সেন **উ: গ**

৯. 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?
ক. আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
খ. বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল থেকে
গ. নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে
ঘ. সুদূর চীন দেশ থেকে **উ: গ**

১০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন–
ক. তিব্বত, নেপাল খ. ভুটান, সিকিম
গ. কাশী, বেনারস ঘ. বোম্বে, জয়পুর **উ: ক**

১১. 'চর্যাপদ'এর প্রাপ্তিস্থান কোথায়?
ক. বাংলাদেশ খ. নেপাল
গ. উড়িষ্যা ঘ. ভুটান **উ: খ**

১২. **'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর অর্থ কী?**
ক. কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয়
খ. কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়
গ. কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয়
ঘ. কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয় **উ: খ**

১৩. **'ডাকার্ণব' কোন ভাষায় রচিত?**
ক. ব্রাহ্মী খ. পালি
গ. সান্ধ্যা ঘ. অপভ্রংশ **উ: ঘ**

১৪. **'চর্যাপদ' প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?**
ক. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ খ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
গ. শ্রীরামপুর মিশন ঘ. এশিয়াটিক সোসাইটি **উ: ক**

১৫. **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'চর্যাপদ' কে সম্পাদনা করেন?**
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ. ড. দীনেশচন্দ্র সেন ঘ. শ্রী হরলাল রায় **উ: খ**

১৬. **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হল–**
ক. চর্যাপদাবলি
খ. হাজার বছরে পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা
গ. চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ঘ. চর্যাগীতিকা **উ: খ**

১৭. **বাংলা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ 'চর্যাপদ' এর রচনাকাল–**
ক. সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক
খ. অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতক
গ. নবম থেকে চতুর্দশ শতক
ঘ. দশম থেকে চতুর্দশ শতক **উ: ক**

১৮. **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস– এ দু'টির মধ্যে কোনটি বেশি পুরাতন?**
ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
খ. ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস
গ. দু'টিই সমসাময়িক
ঘ. বিষয়টি বিতর্কিত ও অমিমাংসিত **উ: খ**
ব্যাখ্যা : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' (৬৫০ খ্রি.)। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যকর্ম 'Beowulf' (৪৫০ খ্রি.)।

১৯. **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি?**
ক. নিরঞ্জনের রুষ্মা খ. দোহাকোষ
গ. গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ঘ. ময়নামতীর গান **উ: খ**

২০. **চর্যাপদের বয়স আনুমানিক কত বছর?**
ক. ৮০০ বছর খ. ১০০০ বছর
গ. ১১০০ বছর ঘ. ১২০০ বছর **উ: খ**

২১. **চর্যাপদের সঙ্গে কোন ধর্মের নাম সংশ্লিষ্ট?**
ক. ইসলাম ধর্ম খ. খ্রিষ্টধর্ম
গ. শিখ ধর্ম ঘ. বৌদ্ধ ধর্ম **উ: ঘ**

২২. **'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?**
ক. সনাতন হিন্দু খ. সহজিয়া বৌদ্ধ
গ. জৈন ঘ. হরিজন **উ: খ**

২৩. **'চর্যাপদ' রচনার উদ্দেশ্য কী ছিল?**
ক. নীতি চর্যা খ. ধর্ম চর্চা
গ. সাহিত্য চর্চা ঘ. অনুবাদ চর্চা **উ: খ**

২৪. **কোন রাজবংশের আমলে 'চর্যাপদ' রচনা শুরু হয়?**
ক. পাল খ. সেন
গ. মোগল ঘ. তুর্কি **উ: ক**

২৫. **প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক পরিচিতি জানা যায় কোন গ্রন্থ থেকে?**
ক. চর্যাপদ খ. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র
গ. রঘুবংশ ঘ. জমিদার দর্পণ **উ: ক**

২৬. **'সন্ধ্যাভাষা' কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত?**
ক. চর্যাপদ খ. বৈষ্ণব পদাবলি
গ. মঙ্গলকাব্য ঘ. রোমান্সকাব্য **উ: ক**

২৭. **চর্যাপদের ভাষাকে 'আলো-আঁধারি' বলে অভিহিত করেছেন কে?**
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. সুকুমার সেন **উ: গ**

২৮. **'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন–**
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন **উ: খ**

২৯. **'চর্যাপদ' যে বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম কে প্রমাণ করেন?**
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. সুকুমার সেন **উ: গ**

৩০. **'চর্যাপদ' কোন ছন্দে লেখা?**
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দ **উ: খ**

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

- ১২০১-১৮০০ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু– কৃষ্ণলীলা।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচিত-ভাগবতের আলোকে এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুসরণে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচনার ৫০০ বছর পর আবিষ্কৃত হয়।
- সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্য– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ/বাংলা ভাষায় রচিত কোনো লেখকের প্রথম একক গ্রন্থ/মধ্যযুগের আদি কাব্য গ্রন্থ/বাংলা সাহিত্যের ২য় গ্রন্থ– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- শ্রী অর্থ সুন্দর/সৌন্দর্য এবং কৃষ্ণ অর্থ কালো এবং কীর্তন অর্থ প্রশংসা।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। এটি মূলত আখ্যানকাব্য।
- বর্তমানে কাব্যটির বয়স– ৭০০ বছর।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য নাম/মূল নাম ছিল– শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

আবিষ্কার

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাংলা ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রি.) বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামে ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক গৃহস্থের গোয়ালঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত পুঁথিখানি তুলট কাগজে লেখা। হাতে লেখা পুঁথিখানির প্রথমে দুটি পাতা, মাঝখানে কয়েকটি পাতা ও শেষে অন্তত একটি পাতা নেই। পুঁথিখানিতে গ্রন্থের নাম, রচনাকাল ও পুঁথি-নকলের তারিখ কিছুই নেই। পুঁথিখানির মধ্যে একটি ছোটো রসিদ পাওয়া গেছে তাতে লেখা আছে- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। এই পুঁথি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রি.) বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন-শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়। বর্তমানে এটি ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় (কলকাতা) রোডের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে।

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি প্রদান করেন– বসন্তরঞ্জন রায়। এর উপাধি 'বিদ্বদ্বল্লভ'। নবদ্বীপের রাজা ভুবনমোহন তাকে এ উপাধি দেয়।
- প্রধান চরিত্র ৩টি।
  ১। রাধা (জীবাত্মা বা প্রাণিকুলের প্রতীক এবং লক্ষ্মীর অবতার)। রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলি।
  ২। কৃষ্ণ (পরমাত্মা বা ঈশ্বর বা নারায়ণের অবতার)।
  ৩। বড়ায়ি (রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতি এবং রাধার একমাত্র সহচরী)।
- অন্যান্য চরিত্র– বাসুদেব, দেবকী, কংশরাজা, নন্দগোপ, যশোদা, পদ্মা, সাগরগোয়ালা, আয়ানঘোষ, বিষ্ণু, মদনদেব, ললীতা, বিশাখা, জটিলা, কুটিলা।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল- ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ।
- গোপাল হালদারের মতে রচনাকাল ১৪৫০-১৫০০ খ্রি.।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মুখবন্ধ লেখেন– রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ: কামান (ধনু), খরমুজা (ফল) গুলাল (ধনুক), বাকী (অবশিষ্ট), মজুর (শ্রমিক), লেম্বু (লেবু)।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যবহৃত ফলের নাম– কদলী (কলা), নারিকেল। প্রাণি– ময়ূর।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আধুনিক যুগোচিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ১৪০টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শ্লোক সংখ্যা ১৬১টি। সংস্কৃত শ্লোক আছে ১২৩টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথির সংখ্যা– ৪৫২। এর মধ্যে শেষের ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পদ সংখ্যা ৪১৮টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ড সংখ্যা– ১৩টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাগ আছে– ৩২টি। সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগ- পাহাড়িয়া বা পাহাড়ি।
- ভাগবতের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনি অনুসরণে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোক সমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে কবি বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন কোনটি?
ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ. চর্যাপদ
গ. শূন্যপুরাণ ঘ. ডাকার্ণব্ **উ: ক**

২. সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. চর্যাপদ খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. পদ্মাবতী **উ: খ**

৩. মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি?
ক. শূন্যপুরাণ খ. ডাকার্ণব
গ. গীতিগোবিন্দ ঘ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন **উ: ঘ**

৪. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন?
ক. প্রাচীণ যুগ খ. মধ্যযুগ
গ. আধুনিক যুগ ঘ. প্রাগৈতিহাসিক যুগ **উ: খ**

৫. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা–
ক. চণ্ডীদাস খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. দ্বিজ চণ্ডীদাস ঘ. দীন চণ্ডীদাস **উ: খ**

৬. মধ্যযুগের প্রথম কবি হচ্ছে–
ক. কাহ্নপা খ. বিদ্যাপতি
গ. বড়ু চণ্ডীদাস ঘ. মালাধর বসু **উ: গ**

৭. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার করেন–
ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ. রামমোহন রায়
গ. বসন্তরঞ্জন রায় ঘ. প্রমথ চৌধুরী **উ: গ**

৮. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি আবিষ্কৃত হয়–
ক. ১৯০৯ খ. ১৮০৯
গ. ১৯০৭ ঘ. ১৯৯০ **উ: ক**

৯. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হয় কোথায়?
ক. রাজপ্রাসাদে খ. গোয়ালঘরে
গ. কুঁড়েঘরে ঘ. গ্রন্থাগারে **উ: খ**

১০. "কানু ছাড়া গীত নাই"। কোন যুগে সত্য ছিল?
ক. প্রাচীন যুগে খ. মধ্যযুগে
গ. অন্ধকার যুগে ঘ. আধুনিক যুগে **উ: খ**

১১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড সংখ্যা–
ক. ১৪ খ. ১৫
গ. ১৩ ঘ. ১২ **উ: গ**

১২. গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত–
ক. পদাবলি খ. ধামালি
গ. প্রেমগীতি ঘ. নাটগীতি **উ: ঘ**

১৩. 'বড়ায়ি' কোন কাব্যের চরিত্র?
ক. চণ্ডমঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ. মনসামঙ্গল **উ: গ**

১৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের 'বড়ায়ি' কী ধরনের চরিত্র?
ক. শ্রী রাধার ননদিনী খ. রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী
গ. শ্রী রাধার শাশুড়ি ঘ. জনৈক গোপবালা **উ: খ**

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি মধ্যযুগের সাহিত্যের সবচাইতে রসোত্তীর্ণ ও সার্থক সাহিত্যকর্ম।

শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রচার করেন বৈষ্ণব ধর্ম এবং এরপর থেকে বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব দর্শন স্থান পেতে থাকে। এর বিষয়বস্তু হলো রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা। এতে মূলত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এতে কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক আর রাধা জীবাত্মার প্রতীক। চেতন্যদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন বাংলা ভাষায়। তার ধর্মে শাস্ত্রের কথাও ছিল সামান্য। বরং জীবে দয়া এবং নামে রুচি অর্থাৎ নাম জপের কথাই তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন।

গীতগোবিন্দ রচয়িতা বারো শতকের কবি জয়দেব প্রথম পদাবলি শব্দটি ব্যবহার করেন। মধ্যযুগের গীতিকবিতার বা গীতিময় রচনার বিশিষ্ট রূপকে পদাবলি বলা হতো। জয়দেব বৈষ্ণব নন এবং তিনি চৈতন্যের তিনশত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নীলাচলে অসুস্থবস্থায় চৈতন্যদেব তিনজন কবির পদ আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন- জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

❑ বৈষ্ণব পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি ৪ জন-

১. বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রি:):

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভা কবি। তার উপাধি ছিল কবি কণ্ঠহার, অভিনব জয়দেব ও মিথিলার কোকিল। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। ব্রজবুলি হল হিন্দি, বাংলা ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ। প্রায় হাজার খানেক বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত, তবে জর্জ গ্রিয়ার্সন বিদ্যাপতির মৈথিলী পদ সংগ্রহের জন্য গিয়ে মাত্র ৭৬টি পদ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে ব্রজবুলিতে সর্বশেষ পদ রচনার নিদর্শন হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। তবে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের এ রচনা ঠিক বৈষ্ণবীয় ব্রজবুলি হয়েছে বলে মনে হয় না। বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহ বিষয়ক পদ-

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর।
শূন্য মন্দির মোর।

২. চণ্ডীদাস:

চণ্ডীদাসের সময়কাল চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ থেকে পনের শতকের প্রথমার্ধ। তিনি পূর্ব বাংলার কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। তিনি খাঁটি বাংলা ভাষার পদ রচনা করেন। তিনি বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে বলেছেন দু:খের কবি। কারণ তার কবিতায় রয়েছে অতলান্ত বেদনার সুর।

চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি

১. শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥

২. সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধূয়া আন বাড়ী যায়।
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥

৩. গোবিন্দ দাস:

বিদ্যাপতির অনুসারী ছিলেন গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাস ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। গোবিন্দ দাস ষোল শতকের কবি। তার বিখ্যাত রাধা রূপ বিষয়ক পদ হলো-

"যাঁহা যাঁহা তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥"

৪. জ্ঞানদাস:

চণ্ডীদাসের অনুসারী ছিলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস ষোল শতকের কবি। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা সৃষ্টিতে তার অবদান অসামান্য। তার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকার কাঁদড়া গ্রামে। কাঁদড়াতে জ্ঞানদাসের মঠও আছে এবং তার তিরোধান উপলক্ষ্যে সেখানে মেলা-উৎসব হয়।

তার বিখ্যাত কৃষ্ণানুরাগ বিষয়ক পদ হলো-

রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়?
ক. লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ বা কবিতাবলী
খ. পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
গ. বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ দৃষ্টি
ঘ. বাউল বা মরমী গীতি
উ: খ

২. নিচের কোনটি মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান একটি ধারা?
ক. মঙ্গলকাব্য
খ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান
গ. অনুবাদ সাহিত্য
ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি
উ: ঘ

৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি?
ক. শ্রীকৃষ্ণকীতন খ. চর্যাপদ
গ. বৈষ্ণব পদাবলি ঘ. নাথসাহিত্য
উ: গ

৪. শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?
ক. ভাবরস খ. মধুররস
গ. প্রেমরস ঘ. লীলারস
উ: খ

৫. বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি কে?
ক. শ্রীচৈতন্য খ. বিদ্যাপতি
গ. চণ্ডীদাস ঘ. জ্ঞানদাস
উ: খ

৬. **কোন উক্তিটি ঠিক?**
ক. বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের বাংলার এক প্রকার কাহিনীকাব্য
খ. বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা
গ. বৈষ্ণব পদাবলি পদ্যে রচিত চৈতন্য দেবের জীবনী বিশেষ
ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি রাধা ও কৃষ্ণের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র অনুভূতি সম্বলিত এক প্রকার গান **উ:** ঘ

৭. **বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?**
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. আলাওল **উ:** ক

৮. **'বিদ্যাপতি' কোন রাজসভার কবি ছিলেন?**
ক. রোসাঙ্গ খ. কৃষ্ণনগর
গ. বিক্রমপুর ঘ. মিথিলা **উ:** ঘ

৯. **বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?**
ক. গোবিন্দদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. বিদ্যাপতি **উ:** ঘ

১০. **কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?**
ক. বিদ্যাপতি খ. জয়দেব
গ. গোবিন্দদাস ঘ. এদের কেউ নয় **উ:** ক

১১. **বিদ্যাপতি কোন ধারার কবি?**
ক. বৈষ্ণব পদাবলি খ. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
গ. চরিত সাহিত্য ঘ. মঙ্গলকাব্য **উ:** ক

১২. **বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেন?**
ক. ফারসি খ. ব্রজবুলি
গ. মারাঠি ঘ. হিন্দি **উ:** খ

১৩. **বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ কোন ভাষায় রচিত?**
ক. মৈথিলি খ. বাংলা
গ. প্রাকৃত ঘ. ব্রজবুলি **উ:** ঘ

১৪. **'ব্রজবুলি' বলতে কী বোঝায়?**
ক. ব্রজধামে কথিত ভাষা
খ. এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা
গ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল
ঘ. মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা **উ:** খ

১৫. **বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কি?**
ক. মাগধী খ. অসমিয়া
গ. ব্রজবুলি ঘ. জগাখিচুড়ি **উ:** গ

১৬. **'ব্রজবুলি'র কোন স্থানের ভাষা?**
ক. আসাম খ. মিথিলি
গ. গৌড় ঘ. পণ্ডিমবঙ্গ **উ:** খ

১৭. **'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক কে?**
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. আলাওল ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ:** খ

১৮. **'ব্রজবুলি'তে কোন কবি পদাবলি রচনা করেন?**
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. গোবিন্দদাস **উ:** গ

১৯. **বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেছেন?**
ক. বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. মৈথিলী ঘ. পালি **উ:** গ

২০. **কাকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়?**
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. গোবিন্দদাস ঘ. কৃষ্ণদাস **উ:** গ

২১. **'গীতগোবিন্দ'-এর রচয়িতা কে?**
ক. কৃত্তিবাস খ. কাশীরাম দাস
গ. জয়দেব ঘ. দ্বিজ বংশীদাস **উ:** গ

২২. **'গীতগোবিন্দ' কোন ভাষায় রচিত?**
ক. প্রাচীন বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. ব্রজবুলি ঘ. অবহট্‌হ **উ:** খ

২৩. **'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর।'– কে লিখেছেন?**
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. রবীন্দ্রনাথ **উ:** খ

২৪. **বৈষ্ণব পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' কত জন?**
ক. ৩ জন খ. ২ জন
গ. ৪ জন ঘ. ৫ জন **উ:** ক

২৫. **'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'– কে বলেছেন?**
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. রামকৃষ্ণ পরমহংস ঘ. বিবেকানন্দ **উ:** ক

২৬. **'সই কে শুনাইল শ্যাম নাম' পদটির রচয়িতা কে?**
ক. চণ্ডীদাস খ. দ্বিজ চণ্ডীদাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. গোবিন্দদাস **উ:** ক

২৭. **"সই কেমনে ধরিব হিয়া/ আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়/ আমরি আঙিনা দিয়া।" কার রচনা?**
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. গোবিন্দদাস **উ:** ক

২৮. **নিচের কোন জন বাংলা ভাষার কবি?**
ক. সুরদাস খ. কালিদাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. জয়দেব **উ:** গ

২৯. **'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' কার রচনা?**
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. লোচনদাস **উ:** খ

৩০. **'সুখের লাগিয়ে এ বছর বান্ধিলুঁ আনলে পুড়িয়া গেল'– পদটির রচয়িতা কে?**
ক. জ্ঞানদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. চণ্ডীদাস ঘ. গোবিন্দদাস **উ:** ক

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য- ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য নামে খ্যাত। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এসব মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। অনেকের মতে, এক মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত পালাকারে গাওয়া হতো বলে এর নাম মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই দেবী হচ্ছেন মনসা ও চণ্ডী।

মঙ্গলকাব্যগুলো গীত হতো পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে। প্রতিটি কাব্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পালায় বিভক্ত- মনসামঙ্গল ৩০ পালায়, চণ্ডীমঙ্গল ১৬ পালায়।

মঙ্গলকাব্য দু-শ্রেণিতে বিভক্ত-

(১) পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য;

(২) লৌকিক মঙ্গলকাব্য। লৌকিক মঙ্গলকাব্যে বণিক ও নিম্নবর্ণের মানুষেরও প্রাধান্য দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্যের প্রথম যুগের ভাষা স্থূল ও গ্রাম্যতাপূর্ণ, মধ্যযুগের ভাষা সহজ ও সাবলীল এবং শেষ যুগের ভাষা অলঙ্কারসমৃদ্ধ।

মনসামঙ্গল কাব্য

সর্পসংকুল ভারতবর্ষে নানা মূর্তিতে সাপের পূজা হয়- উত্তর ভারতে সরীসৃপ মূর্তির, দক্ষিণ ভারতে জীবিত সর্পের পূজা হয়। পূর্বভারতে তথা বঙ্গদেশে মনসার ঘট স্থাপন করে পূজা করা হয়। উত্তর ভারতে সাপের দেবতা বাসুকী পুরুষ, বঙ্গদেশে মনসা নারী। মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন মঙ্গলকাব্য। মনসামঙ্গল কাব্যের নাম চরিত্র লৌকিক দেবী- সর্পদেবী মনসা। মনসা দেবীর অন্য নাম- কেতকা ও পদ্মাবতী। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র- দেবী মনসা, চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা ও লখিন্দর।

মনসামঙ্গল কাব্যের কবি

- মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত। তার পুঁথি পাওয়া যায় নি। বিজয়গুপ্ত হরিদত্তকে মূর্খ ও ছন্দজ্ঞানহীন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মনসা কাহিনির যে কাঠামো তিনি সৃষ্টি করেছেন তা কয়েক শত বছর ধরে অনুসৃত হয়েছে, এটি তার মৌলিকতার পরিচয়।
- সুস্পষ্ট সন তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা কবি বিজয়গুপ্ত। তার কাব্যের নাম পদ্মপুরাণ। কবি বিজয়গুপ্ত বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গৈলা গ্রামের প্রাচীন নাম ফুল্লশ্রী। কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তার কাব্যের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণদেব। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বোর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগের কবি। তার কাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। পদ্মপুরাণের একটি চরণ-

  "বিলিঙ্গ আমি পূঁজি জেই হাতে
  সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিত্তে"।
- কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ১৪৯৫ সালে 'মনসাবিজয়' কাব্য রচনা করেন। চব্বিশ পরগণা জেলার নদুর্ড্যা চট্টগ্রাম (পাঠান্তরে বাদুড্যা) ছিল বিপ্রদাসের নিবাস। তার পিতা মুকুন্দ পণ্ডিত।
- দ্বিজ বংশীদাস রচিত মঙ্গলকাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজ বংশীদাস কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। কবি দ্বিজ বংশীদাস সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও খ্যাত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং বাড়িতে ঢোল চালাতেন।
- আরেক জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের কবি। জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-এর মূল নাম ক্ষেমানন্দ এবং কেতকাদাস তার উপাধি। কেতকা দেবী মনসার অপর নাম। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণ কাহিনির প্রভাব রয়েছে।
- দেব নাগরী অক্ষরে ও আঞ্চলিক শব্দে লিখিত আরও একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে যার রচয়িতা ক্ষেমানন্দ নামে আরেক স্বতন্ত্র কবি।
- বাইশা: বাইশ কবির পদসংকলন বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বা বাইশ কবির মনসা যা বাইশা নামে খ্যাত।
- মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী চরিত্র চাঁদ সওদাগর। চাঁদ সওদাগরের স্ত্রীর নাম সনকা। চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা মনসা ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং ছয় পুত্রকে মেরে ফেলেছিল।
- বেহুলা স্বর্গের দেবতাদের নাচে গানে সন্তুষ্ট করলে মৃত স্বামী লখিন্দরের জীবন ফিরে পায়। চাঁদ সওদাগর অন্যদিকে ফিরে বাম হাতে মনসার মূর্তিতে ফুল ছুঁড়ে দিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হয়।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
কানাহরি দত্ত	'মনসামঙ্গল'	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীদেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য চণ্ডীমঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য দুখণ্ডে বিভক্ত- (ক) আখেটিক খণ্ড; (খ) বণিক খণ্ড। আখেটিক খণ্ডে বর্ণিত অংশের নাম কালকেতু উপাখ্যান। দ্বিতীয়খণ্ডে বণিকখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।

কালকেতু উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী স্বর্ণগোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কালকেতু স্বর্ণগোধিকাকে শিকার করে ঘরে নিয়ে গেলে কালকেতুর ঘরে গিয়ে দেবী নিজ রূপ ধারণ করেন। কালকেতুকে সাত ঘড়া ধান দিয়ে পূঁজা প্রচারের নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশে কালকেতু গুজরাটে বন কেটে নগর পত্তন করে। কালকেতু মর্ত্যে আসার পূর্বে স্বর্গরাজ্যের দেবতা ইন্দ্রের পুত্র ছিল এবং তার নাম ছিল নীলাম্বর।

ফুল্লরা ছিল নীলাম্বর পত্নী, স্বর্গরাজ্যের নাম ছিল ছায়া। অভিশপ্ত হয়ে নীলাম্বর ও ছায়া মর্ত্যে ব্যধের ঘরে জন্ম নেয়। ধনপতি সওদাগরের কাহিনীর প্রধান চরিত্র ধনপতি সওদাগর, লহনা, ফুল্লরা, দেবীচণ্ডী, সিংহল রাজ, শ্রীমন্ত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি

- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত। মানিক দত্ত গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন। তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবী চণ্ডীর দয়ায় তিনি সুস্থ হন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেন।
- দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি। তার কাব্যের নাম সারদামঙ্গল। সারদামঙ্গল কাব্য ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। তার কাব্যে চণ্ডীর নাম 'মঙ্গলচণ্ডী'। 'মঙ্গল' নামে অসুর বধ করে দেবী এই নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে আরো দুটি কাব্য রচনা করেন।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি হলো কবিকঙ্কন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে বর্ধমান জেলার রত্না নদীর কূলে দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের কারণে তিনি দামুন্যা ত্যাগ করে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের অরোরা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার ছেলে রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ জমিদার হলে রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মুকুন্দরাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। জমিদার রঘুনাথ রায় কবি প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি দেন। তবে সুকুমার সেন একে স্বয়ংগৃহীত বলে মনে করেন। মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের নাম 'চণ্ডীমঙ্গল'; এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 'অভয়মঙ্গল', 'আম্বিকামঙ্গল', 'গৌরীমঙ্গল', 'চণ্ডিকামঙ্গল' নামও পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত-
  (১) দেবখণ্ড-সতী ও পার্বতীর কাহিনী;
  (২) আখেটিক খণ্ড-কালকেতুর কাহিনী ও
  (৩) বণিক খণ্ড- ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।
- চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি দ্বিজ রামদেব। তার কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আরও একজন কবি মুক্তারাম সেন। মুক্তারাম সেন চট্টগ্রাম জেলার দেবগ্রামে (বর্তমানে আনোয়ারায়) জন্মগ্রহণ করেন।
- দেবরাম সেন রচিত কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'।
- সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কবি হরিরাম 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন।
- কবি লালা জয়নারায়ণ সেন চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের জপসা অধিবাসী ছিলেন। কবি লালা জয়নারায়ণ সেন এর কাব্যের নাম "হরিলীলা"।
- কবি ভবানীশঙ্কর দাস ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গলচণ্ডী আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করেন। তার কাব্য জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামেও পরিচিত।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শেষ কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী। অকিঞ্চন চক্রবর্তী মেদিনীপুরের ঘটাল মহকুমার বেঙ্গারাম গ্রামে বসবাস করতেন। অকিঞ্চন চক্রবর্তীর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মঠাকুর নামে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজার ঘটনা নিয়ে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য। হিন্দুদের নিচু শ্রেণির (ডোমসমাজ) দেবতা ধর্মঠাকুর। রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুর এখনও জাগ্রত দেবতা। আঞ্চলিক হলেও অন্যান্য মঙ্গল পাচালির চেয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল অধিক। অসংখ্য অব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ রচনা করেন এ কাব্য। ধর্মঠাকুরই একমাত্র দেবতা যাতে সর্বশ্রেণির সর্বজনের অধিকার ও শ্রদ্ধা ছিল। কাহিনীতে রয়েছে ধর্মঠাকুরের আসল পরিচয়: সূর্য তার অনুগত, সন্তানদের তার আয়ত্ত্বে, জলবর্ষণ তার কাজ, চক্ষুরোগ নিরাময় তার কৃপা, তার দেওয়া দণ্ড কুষ্ঠরোগ, ধবল রূপ তার প্রিয়। সাধারণত একটি শিলাখণ্ডই (কূর্মমূর্তি) ধর্ম-প্রতীকরূপে পূজা পায়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুটি- (১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি; (২) লাউসেনের কাহিনী। 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী'র প্রধান চরিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র, বা লুইধর। 'লাউসেনের কাহিনী'র চরিত্র কর্ণসেন, রঞ্জাবতি, ধর্মঠাকুর, লাউসেন, মাহমুদ।

ধর্মমঙ্গলের কবি

- ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ুরভট্ট। তিনি সতের শতকের কবি ছিলেন। ময়ুরভট্ট রচিত কাব্যটি হচ্ছে "শ্রীধর্মপুরাণ"। তবে তার রচনার একটি পদও পাওয়া যায়নি।
- ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কবি আদি রূপরাম। কবি মাণিক গাঙ্গুলিই তাকে স্মরণ করে পদ রচনা করেন। তার কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।
- ধর্মমঙ্গলের আরেক কবি খেলারাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন অন্যতম কবি মানিকরাম গাঙ্গুলি। মানিকরামের সমসাময়িক আরেকজন কবি দ্বিতীয় রূপরাম। কবি দ্বিতীয় রূপরাম ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে তার কাব্য রচনা করেন।

  ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি শ্যামপণ্ডিত। শ্যাম পণ্ডিত রচিত কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন মঙ্গল'।

  রামদাস আদক রচিত কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে তার কাব্য প্রথম গীত হয়।
- কবি ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য রচনা শেষ হয়। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেনের কাহিনীই ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের উপজীব্য।

অন্নদামঙ্গল কাব্য

দেবী অন্নদার গুণকীর্তন নিয়ে রচিত কাব্য অন্নদামঙ্গল কাব্য। এটি রচনা করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত- (১) প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল। (২) দ্বিতীয় খণ্ড- বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল; (৩) তৃতীয় খণ্ড- ভবানন্দ মানসিংহ অন্নদামঙ্গল।

প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্মগ্রহণ, শিবের সাথে বিয়ে, ঘরকন্না ও অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, পূঁজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রধান চরিত্র দেবতা শিব, উমা, হরিহর, ভবানন্দ, ঈশ্বরী পাটনি।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর "কালিকামঙ্গল" উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র সুন্দর, বিদ্যা, দেবী কালি, রাজা বীরসিংহ, হীরা মালিনী। ভাষা, ছন্দ, কাহিনী, উপমার বিচারে তার রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তৃতীয় খণ্ড মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র-মানসিংহ, ভবানন্দ, দেবী অন্নদা, সম্রাট জাহাঙ্গীর।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুটি বিশেষ চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী ও হীরা মালিনী।

অন্নদামঙ্গলের কবি

- অন্নদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাত। মঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বর্ধমান বিভাগের ভুরসুট পরগণার আধুনিক হাওড়া জেলার পেড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের সম্ভাব্য জন্ম ১৭০৫ সালে বলে ধরা হয়। রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম।
- ভারতচন্দ্রের কবিজীবনের সূত্রপাত হয় দেবনান্দপুর গ্রামে অবস্থানকালে। 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনার মধ্যে দিয়ে। চল্লিশ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে কবিকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এ কাব্যে এত মুগ্ধ হন যে, এটি দরবারে গাওয়া হতো এবং এ কাব্য রচনার পর তিনি বর্তমান আকারে কালীপূজা প্রবর্তন করেন।
- ভারতচন্দ্রের প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ হল 'অন্নদামঙ্গল' ও সত্য পীরের পাঁচালী'। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কবি ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের মোট পর্ব সংখ্যা ৮। তাঁর রচিত দুটি বিখ্যাত উক্তি হলো-
  'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এবং 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'।
  আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত পঙক্তি:
  "প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
  যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে"।
- ভারতচন্দ্র রায় মৈথিলী কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জুরী' কাব্যের অনুবাদও করেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অসমাপ্ত রচনা 'চণ্ডীনাটক'।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
ভারতচন্দ্র	'অন্নদামঙ্গল'	ঈশ্বরী পাটনী

কালিকামঙ্গল কাব্য

অপূর্ব রূপ গুণান্বিত রাজকুমার সুন্দর এবং বীরসিংহের অতুলনীয়া সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা বিদ্যার গুপ্ত প্রণয়কাহিনী কালিকামঙ্গল কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। মূল কাহিনী কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিলহন কর্তৃক তার 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্য সংস্কৃতে বিধৃত হয়েছিল। বিলহন একাদশ শতকের কবি। ক্রমে চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনী বাংলায় এসে প্রণয়াকাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কালিকামঙ্গলে স্থান পেয়েছে।

কালিকামঙ্গলের কবিগণ

- কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি হলেন কবি কঙ্ক। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নদীর তীরে বিপ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের করুণ ও বিচিত্র কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকগাথা 'কঙ্ক ও লীলা' নামে ময়মনসিংহ গীতিকোষে স্থান পেয়েছে।
- বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে শ্রীধর নামে একজন হিন্দু লেখকের রচনা প্রথম লেখা বলে অনুমিত। তিনি চট্টগ্রামের কবি। তিনি ষোল শতকের শুরুতে নুসরত শাহের নির্দেশে এ কাব্য রচনা করেন।
- অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় শ্রেষ্ঠমানের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা। তার কালিকামঙ্গলে তিনি অশ্লীলরূপে নারী মিলনের বর্ণনা দিয়েছেন এবং নারীদের সম্পর্কে অনেক স্থূল রসিকতা করেছেন। সুন্দর নামে এক বিদেশি শিক্ষার্থীর সাথে বিদ্যা নামে এক বাঙালি কন্যার প্রণয় ও মিলনের কাহিনী এ কাব্যের উপজীব্য।
- সাবিরিদ খান (শাহ বারিদ খান) ছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি ছিলেন। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন। হযরত মুহম্মদ (সা:) এর রাজ্য জয়, তার মাহাত্ম্য ঘোষণা হচ্ছে 'রসূল বিজয়' গ্রন্থের বক্তব্য।
- কবি গোবিন্দদাস ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।
- রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। কবি রামপ্রসাদ ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার হালি শহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন। কবি রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। রামপ্রসাদ শ্যামসঙ্গীত রচনায়ও অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. 'মঙ্গলকাব্য' কোন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন?
ক. উত্তর আধুনিক খ. আধুনিক
গ. মধ্যযুগ ঘ. প্রাচীন যুগ **উ: গ**

২. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত–
ক. লোকসঙ্গীত খ. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা
গ. ধর্মবিষয়ক আখ্যান ঘ. পীর পাঁচালী **উ: গ**

৩. মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লেখিত কারণ কী?
ক. রাজাদের প্রাপ্তি
খ. স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
গ. রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা
ঘ. রাজকবির দায়িত্ব পালন **উ: খ**

৪. মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশি?
ক. শিবায়ন ও ধর্মঠাকুর খ. মনসা ও শিবমঙ্গল
গ. চণ্ডী ও শিবায়ন ঘ. মনসা ও চণ্ডী **উ: ঘ**

৫. 'মঙ্গলকাব্য'-এ ধর্মীয় আরাধনা মুখ্য হলেও এর অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো–
ক. ব্যক্তির মুক্তি খ. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া
গ. অন্ত্যেবাসী মানুষ ঘ. শ্রেণিদ্বন্দ্ব **উ: খ**

৬. কোনো মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?
ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি **উ: খ**

নোট: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (ড. সৌমিত্র শেখর)

৭. **'চৌতিশা' বাংলা কোন যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য?**
ক. প্রাচীন যুগের খ. মধ্যযুগের
গ. আধুনিক যুগের ঘ. বাংলাদেশি সাহিত্য **উ: খ**

৮. **বারমাস্যা কাকে বলে?**
ক. নায়িকার বারোমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা
খ. বারোমাসের চাষাবাদের বিবরণ
গ. নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক বিন্যাস
ঘ. দেবদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি **উ: ক**

৯. **মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?**
ক. কানাহরি দত্ত খ. মাণিক দত্ত
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. দাশুরায় **উ: ঘ**

১০. **কোনটি আধুনিকযুগের কাব্য?**
ক. মনসামঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. কালিকামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল **উ: ঘ**

১১. **নিচের কোনটি লৌকিক শ্রেণির মঙ্গলকাব্য?**
ক. গৌরীমঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. মনসামঙ্গল ঘ. চণ্ডীমঙ্গল **উ: গ, ঘ**

১২. **মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা–**
ক. মনসামঙ্গল খ. চণ্ডীমঙ্গল
গ. কাব্যমঙ্গল ঘ. গীতিমাল্য **উ: ক**

১৩. **কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত?**
ক. লখিন্দর দেবী খ. পদ্মাবতী দেবী
গ. মনসা দেবী ঘ. বেহুলা ও চাঁদসুন্দর **উ: খ,গ**

১৪. **'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদিকবি কে?**
ক. কৃত্তিবাস খ. মালাধর বসু
গ. মাণিক দত্ত ঘ. কানাহরি দত্ত **উ: ঘ**

১৫. **মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী?**
ক. মনসামঙ্গল খ. মনসাবিজয়
গ. পদ্মাপুরাণ ঘ. পদ্মাবতী **উ: গ**

১৬. **মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?**
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. অন্নদামঙ্গল ঘ. ধর্মমঙ্গল **উ: ক**

১৭. **"মূর্খে রচিত গীত না জানে বৃত্তান্ত।
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত"। কে বলেছেন?**
ক. বিজয় গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. চণ্ডীদাস ঘ. রামাই পণ্ডিত **উ: ক**

১৮. **'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কোন কবি?**
ক. বিজয় গুপ্ত খ. লোচন দাস
গ. রায় বিনোদ ঘ. রামাই পণ্ডিত **উ: ক**

১৯. **'চাঁদ সওদাগর' বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র?**
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. ধর্মমঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল **উ: খ**

২০. **মঙ্গলকাব্যের কোন চরিত্রটি 'দেবতা-বিরোধী' বলে পরিচিত?**
ক. ধনপতি সাদরগ খ. লাউ সেন
গ. কালকেতু ঘ. চাঁদ সদাগর **উ: ঘ**

২১. **'বেহুলা-লখিন্দরের' কাহিনি পাওয়া যায় কোন মঙ্গলকাব্যে?**
ক. মনসামঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. শীতলামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল **উ: ক**

২২. **'মনসামঙ্গল' কাব্যের চরিত্র–**
ক. ফুল্লরা খ. কালকেতু
গ. বেহুলা, লখিন্দর ঘ. রাজা হরিশ্চন্দ্র **উ: গ**

২৩. **'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা–**
ক. চণ্ডীদাস খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. বিপ্রদাস পিপিলাই **উ: খ**

২৪. **'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান (শ্রেষ্ঠ) কবি কে?**
ক. কানাহরি দত্ত খ. শাহ মুহাম্মদ সগীর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর **উ: গ**

২৫. **'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উপাস্য 'চণ্ডী' কার স্ত্রী?**
ক. জগন্নাথ খ. বিষ্ণু
গ. প্রজাপতি ঘ. শিব **উ: ঘ**

২৬. **'ধনপতি সওদাগর' কোন নগরের অধিবাসী ছিলেন?**
ক. বিজয় নগর খ. উজানীনগর
গ. সিংহল ঘ. আরাকান **উ: খ**

২৭. **'ভাড়ুদত্ত' কোন কাব্যের চরিত্র?**
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ. অন্নদামঙ্গল **উ: ক**

২৮. **'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কোন চরিত্রটি পাওয়া যায়?**
ক. বড়াই খ. বেহুলা
গ. ঈশ্বরী ঘ. ফুল্লরা **উ: ঘ**

২৯. **'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে নিচের কোন কবিতাটি নেওয়া হয়েছে?**
ক. লোক-লোকান্তর খ. কালকেতুর ভোজন
গ. ঐকতান ঘ. সেই অস্ত্র **উ: খ**

৩০. **'শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
গ্রাসগুলি তোলে যেন তে আটিয়া তাল।' কবিতাংশটি রচয়িতা কে?**
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. আল মাহমুদ ঘ. আবু হেনা মোস্তফা **উ: ক**

৩১. **ময়ূরভট্ট, রূপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত, সীতারাম দাস প্রমুখ কবিদের সৃষ্টি কোন কাব্য?**
ক. অন্নদামঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. ধর্মমঙ্গল **উ: ঘ**

৩২. **ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন–**
ক. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর খ. কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ. ময়ূর ভট্ট ঘ. কানাহরি দত্ত **উ: ক**

৩৩. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?**
ক. দরিদত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস **উ: খ**

৩৪. **'অন্নমঙ্গল' কাব্য কে রচনা করেন?**
ক. কানাহরি দত্ত খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. রূপরাম চক্রবর্তী ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর **উ: ঘ**

৩৫. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি?
ক. আরাকান রাজসভা খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ. রাজা গণেশের রাজসভা ঘ. লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা **উ: খ**

৩৬. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
ক. কানাহরি দত্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মুকুন্দরাম ঘ. বিজয় গুপ্ত **উ: খ**

৩৭. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া–
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়
গ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঘ. কামিনী রায় **উ: খ**

৩৮. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' এ প্রার্থনাটি করেছেন–
ক. ভাঁড়ুদত্ত খ. চাঁদ সদাগর
গ. ঈশ্বরী পাটনী ঘ. নলকুবের **উ: গ**

৩৯. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির এ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. পদ্মাবতী
গ. অশ্রুমালা ঘ. লায়লী-মজনু **উ: ক**

**৪০. "বড়র পিরীত বালির বাঁধ!
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ" চরণ দু'টি কার রচনা?**
ক. আলাওল খ. ভারতচন্দ্র রায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. শেখ ফজলল করিম **উ: খ**

রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান

মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের সবচেয়ে বড় অবদান কাহিনিকাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রবর্তন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু বৌদ্ধ রচিত বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীরাই প্রধান ছিল, মানুষ ছিল অপ্রধান। মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যেই প্রথম মানুষ প্রাধান্য পায়। মুসলিম কবিরা হিন্দি ও আরবি-ফারসি ভাষার সাহিত্য উৎস হতে উপকরণ নিয়ে যে প্রেমমূলক কাব্য রচনা করেছিলেন তাই 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' নামে পরিচিত।

- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর।
- চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের শুরুর দিকে তিনি 'ইউসুফ জোলেখা' রচনার মধ্য দিয়ে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সূচনা করেন।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোতে স্থান পেয়েছে মানবীয় প্রণয়কাহিনি। তবে এর বাহ্যিক ভাব মানবপ্রেম হলেও অন্তর্নিহিত ভাবে ফুটে উঠেছে সূফী প্রেমসাধনার পরিণতি।

❑ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্য

কাব্য	কবি	সময় কাল
ইউসুফ-জোলেখা	শাহ মুহাম্মদ সগীর	পনের শতক
রসুল বিজয়	জয়েন উদ্দিন	
সায়াৎনামা	মুজাম্মিল	ষোড়শ শতক
লায়লী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	
মধুমালতী	মুহাম্মদ কবির	
হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	
বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান	
সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান	দোনা গাজী চৌধুরী	
সতীময়না-লোরচন্দ্রানী	দৌলত কাজী	সতের শতক
পদ্মাবতী	আলাওল	
হপ্তপয়কর	আলাওল	
লালমতী সয়ফুলমুলুক	আবদুল হাকিম	
গুলে বকাওলী	নাওয়াজিশ খান	
শাহজালাল-মধুমালা	মঙ্গল চাঁদ	
জেবলমুলুক শামারোখা	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	
মৃগাবতী	মুহম্মদ মুকীম	অষ্টাদশ শতক
গদামল্লিকা	শেখ সাদী (ত্রিপুরার অধিবাসী)	

❑ শাহ মুহম্মদ সগীর

পনের শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। তিনি ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'ইউসুফ ওয়া জুলেখা' অবলম্বনে রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। মধ্যযুগের প্রথম মুসলিম কবি হলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকের কবি ছিলেন।

❑ দৌলত উজির বাহরাম খান

ষোল শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'লায়লা ওয়া মজনুন' অবলম্বনে রচনা করেন 'লায়লী মজনু' কাব্য। এ কাহিনীর মূল উৎস আরবি লোকগাঁথা। বাহরাম খানের কাব্যে সুফীতত্ত্বের প্রচ্ছন্ন অবদান রয়েছে।

❑ মুহম্মদ কবীর

ষোল শতকের কবি মুহম্মদ কবীর হিন্দি কবি মনঝন রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'মধুমালত' অবলম্বনে রচনা করেন 'মধুমালতী' কাব্য।

❑ সাবিরিদ খান

সাবিরিদ খান চট্টগ্রামের একজন কবি। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'হানিফ ও কয়রাপরী' নামক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেন। হযরত আলীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হনুফার গর্ভজাত সন্তান বীর হানিফা হলো এ কাব্যের নায়ক। হানিফা ও জয়গুণের দাম্পত্য প্রেম এবং হানিফা ও কয়রাপরীর রোমান্টিক প্রেম- এ দু'ধারার কাহিনী নিয়ে 'হানিফা ও কয়রাপরী' রচিত হয়েছে। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন।

❑ সৈয়দ সুলতান

সৈয়দ সুলতানের খ্যাতি নবীবংশের মতো একটি মহাকাব্যিক রচনা প্রণয়নের জন্য। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা। তার অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'শবে মিরাজ', রসূল বিজয়', 'ওফাতে রসূল', 'জয়কুম রাজার লড়াই', 'ইবলিশ নামা' 'জ্ঞান চৌতিশা', 'জ্ঞান প্রদীপ'। সৈয়দ সুলতান তার সমসাময়িক চট্টগ্রামবাসী কবিদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। অনেক কবি তাদের রচনায় ভক্তি সহকারে তার নাম দিয়েছেন। তার জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়ার চক্রশালা গ্রামে। তিনি দীর্ঘজীবী, প্রায় জীবনকাল আনুমানিক ১৫৫০-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে।

সৈয়দ সুলতানের প্রথম ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'নবীবংশ'। এর উৎস আরবি-ফারসি সাহিত্য। 'শবে মিরাজ' পৃথক কোন কাব্য নয়, 'নবীবংশ'র একটি পর্বমাত্র। আবার, 'ইবলিশনামা' স্বতন্ত্র কোন কাব্য বা কাব্যের পর্ব নয়, 'শবে মিরাজ' কাহিনির অন্তর্গত একটি উপকাহিনী। 'নবীবংশ' কাব্যে রাসূলের অপূর্ব মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি আমীর হামজা, হযরত আলী প্রমূখের বীরত্ব ও বিক্রমের ছবি এঁকেছেন। তারা যুদ্ধে অজেয়, কেননা তারা আল্লাহর অনুগৃহীত।

❑ আবদুল হাকিম

কবি আবদুল হাকিমের প্রণয়োপাখ্যানগুলো হলো- **'ইউসুফ জোলেখা'** এবং **'লালমতি' সয়ফুলমুলুক'**। কবি আব্দুল হাকিম নিজেকে বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন। তিনি রচনা করেছিলেন বিখ্যাত পঙক্তি-

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি"

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?
ক. প্রাচীন যুগ খ. মধ্যযুগ
গ. অন্তমধ্য যুগ ঘ. আধুনিক যুগ **উ: খ**

২. প্রাচীনতম সাহিত্যকর্ম–
ক. শকুন্তলা খ. হংসদূত
গ. রামায়ণ ঘ. মহাভারত **উ: গ**

৩. 'রামায়ণ' রচয়িতার নাম কী?
ক. বাল্মীকি খ. ভিয়াস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. এদের কেউ নন **উ: ক**

৪. 'রামায়ণ' রচিত হয়–
ক. হিন্দি ভাষায় খ. সংস্কৃত ভাষায়
গ. উর্দু ভাষায় ঘ. বাংলা ভাষা **উ: খ**

৫. সীতা কোন মহাকাব্যের চরিত্র?
ক. ইলিয়ডাড খ. রামায়ণ
গ. মহাভারত ঘ. ওডিসি **উ: খ**

৬. পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য বাংলায় অনূদিত হয়, এটির নাম কী?
ক. রামায়ণ খ. মহাভারত
গ. ইলিয়াড ঘ. গিলগামেশ **উ: ক**

৭. বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ' কে প্রথম রচনা করেন?
ক. জয়দেব খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ. ভুসুকু ঘ. কৃত্তিবাস **উ: ঘ**

৮. বাংলায় কৃত্তিবাসকে রামায়ণ অনুবাদের অনুরোধ জানান–
ক. নাসিরউদ্দীন শাহ খ. গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ
গ. আলাউদ্দীন খলজী ঘ. শাহ মোহাম্মদ সগীর **উ: ক**

৯. রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদকের নাম কী?
ক. চন্দ্রাকলাবতী খ. চন্দ্রাবতী
গ. পদ্মাবতী ঘ. কামিনী রায় **উ: খ**

১০. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে?
ক. সারদা দেবী খ. চন্দ্রাবতী
গ. স্বর্ণকুমারী দেবী ঘ. সুফিয়া কামাল **উ: খ**

১১. মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতার নাম কী?
ক. বিদ্যাপতি খ. মুকুন্দরাম
গ. দ্বিজ বংশীদাস ঘ. দ্বিজ চণ্ডীদাস **উ: গ**

১২. কবি চন্দ্রাবতী কোন অঞ্চলের মানুষ ছিলেন?
ক. হবিগঞ্জ খ. নেত্রকোনা
গ. সুনামগঞ্জ ঘ. কিশোরগঞ্জ **উ: ঘ**

১৩. কোন বাক্যটি শুদ্ধ তা নির্দেশ করুন?
ক. কীর্তিবাস বাঙলা রামায়ন লিখিছেন
খ. কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখিয়াছেন
গ. কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন
ঘ. কৃত্তিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন **উ: গ**

১৪. 'মহাভারত' এর রচয়িতা–
ক. বাল্মীকি খ. শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দেবব্যাস
গ. ভদ্রবাহু ঘ. মনু **উ: খ**

১৫. 'মহাভারত' এর শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
ক. কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ. কাশীরাম দাস
গ. শ্রীকরণ নন্দী ঘ. সঞ্জয় **উ: খ**

১৬. 'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী?
ক. সঞ্চয় খ. কবীন্দ্র পরমেশ্বর
গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. কাশীরাম দাস **উ: খ**

১৭. মহাভারতের মূলে রয়েছে–
ক. রাম-সীতার কাহিনি খ. বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনি
গ. কুরু-পাণ্ডবের কাহিনি ঘ. রাধাকৃষ্ণের কাহিনি **উ: গ**

১৮. দ্রোপদী কে?
ক. রামায়ণে সীতার সহচরী
খ. মহাভারতে দুর্যোধনের স্ত্রী
গ. রামায়ণে লক্ষণের প্রণয়প্রার্থী নারী
ঘ. মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী **উ: ঘ**

১৯. গান্ধারী চরিত্রটি পাওয়া যায়–
ক. মহাভারতে খ. রামায়ণে
গ. অর্থশাস্ত্রে ঘ. গীতায় **উ: ক**

২০. **কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কত সময় ব্যাপি চলেছিল?**
ক. ১৮ দিন খ. ১৮ সপ্তাহ
গ. ১৮ মাস ঘ. ১৮ বছর **উ: ক**

২১. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান কোনটি?**
ক. নাথসাহিত্য খ. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
গ. জীবনীকাব্য ঘ. মঙ্গলকাব্য **উ: খ**

২২. **হিন্দি ও ফারসি কাব্য থেকে কোন কাব্য ধারার প্রচলন হয়েছে?**
ক. নাথসাহিত্য খ. প্রণয়োপাখ্যান
গ. পদাবলি ঘ. মঙ্গলকাব্য **উ: খ**

২৩. **প্রণয়োপাখ্যান গুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–**
ক. অনুকরণপ্রিয়তা খ. মানবিক প্রেম
গ. মুসলীমদের রচনা ঘ. রাজাদের কাহিনি **উ: খ**

২৪. **বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রণয়োপাখ্যান কোনটি**
ক. লায়লী-মজনু খ. ইউসুফ জোলেখা
গ. চন্দ্রাবতী ঘ. পদ্মাবতী **উ: খ**

২৫. **মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য–**
ক. পদ্মাবতী খ. চন্দ্রাবতী
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. লায়লী-মজনু **উ: গ**

২৬. **বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটে কোন যুগে?**
ক. প্রাচীন যুগের শুরুতে খ. প্রাচীন যুগের শেষ দিকের
গ. মধ্যযুগে ঘ. আধুনিক যুগে **উ: গ**

২৭. **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি–**
ক. দৌলত কাজী খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. মুহম্মদ কবির ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর **উ: ঘ**

২৮. **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম মুসলমান কবি–**
ক. মুহম্মদ কবির খ. সাবিরিদ খান
গ. শেখ ফয়জুল্লাহ ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর **উ: ঘ**

২৯. **মহাভারতে সংঘটিত যুদ্ধ কী নামে পরিচিত?**
ক. রণক্ষেত্র খ. কুরুক্ষেত্র
গ. কুবের ক্ষেত্র ঘ. পাণ্ডরণ **উ: খ**

৩০. **সবচেয়ে প্রাচীন রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানের রচয়িতা–**
ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. আলাওল ঘ. জৈনুদ্দিন **উ: ক**

৩১. **কোন কবি গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন?**
ক. ঈশ্বর গুপ্ত খ. শাহ মুহম্মদ সগীর
গ. সৈয়দ হামজা ঘ. জয়েনউদ্দিন **উ: খ**

৩২. **কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের 'শাহ' উপাধি থেকে অনুমান করা যায় যে, ...**
ক. তিনি সুলতানি আমলে কবি
খ. তিনি দরবেশ-বংশ জাত
গ. তিনি রাজকর্মচারী ছিলেন
ঘ. তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন **উ: খ**

৩৩. **'ইউসুফ জোলেখা' কী জাতীয় রচনা?**
ক. নাথ খ. উপন্যাস
গ. রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ঘ. রম্য রচনা **উ: গ**

৩৪. **'ইউসুফ জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছেন–**
ক. মাগন ঠাকুর খ. দৌরত উজির বাহরাম খান
গ. আলাওল ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর **উ: ঘ**

৩৫. **'ইউসুফ জোলেখা' মর্সিয়া সাহিত্যের লেখক কে?**
ক. শেখ ফয়জুল্লাহ খ. দৌলত খাঁ
গ. আবদুল হাকিম ঘ. আবদুল করিম **উ: গ**

৩৬. **'লায়লী-মজনু' কাব্যের অনুবাদক হলেন–**
ক. সাবিরিদ খান খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. সৈয়দ সুলতান ঘ. আলাওল **উ: খ**

৩৭. **'লায়লী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যান কোন দেশের?**
ক. সৌদি আরব খ. ইরাক
গ. ইরান ঘ. মিশর **উ: গ**

৩৮. **দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্য সৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন?**
ক. সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
খ. কোরেশী মাগন ঠাকুর
গ. সুলতান বরবক শাহ
ঘ. জমিদার নিজাম শাহ **উ: ঘ**

৩৯. **'গুলে বকাওলী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ক. মুহাম্মদ মুকীম খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. ফকীর গরীবুল্লাহ ঘ. সাবিরিদ খান **উ: ক**

রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকানকে বাংলা সাহিত্য রোসাঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। আরাকান রাজসভায় কবিগণের মধ্যে দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল, আবদুল করিম খন্দকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের কবিগণের পুরোধা দৌলত কাজী বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারায় পথিকৃৎ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

❑ দৌলত কাজী

কবি দৌলত কাজী হিন্দু কবি সাধন রচিত প্রেমাখ্যান 'মৈনাসত' অবলম্বনে রচনা করেন সতীময়না-লোরচন্দ্রানী কাব্য। তিনি কাব্য রচনা করেন রোসাঙ্গের আশরাফ খানের অনুরোধে ১৬৩৮ সালে। তার সতীময়না গল্পের মূলে ছিল পণ্ডিমা ভোজপুরী ভাষায় প্রচলিত একটি কাহিনি। তার কাব্যের নায়ক গোহারি দেশের রাজা, লোর। এতে লোরের দুই বিবাহ এবং প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের শেষ অংশ রচনা করার পূর্বেই দৌলত কাজী মারা যান। তার অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন আলাওল, ১৬৫৯ সালে।

❑ আলাওল

সতের শতকের কবি আলাওল হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' কাব্য। 'পদ্মাবতী' কাব্যের নায়ক ও নায়িকা হলেন চিতোরের রাজা রত্নসেন ও অন্যতম রানী পদ্মাবতী। এ কাব্যে শুক পাখি নামক একটি পাখির অনেক ভূমিকা আছে। তার অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান', 'তোহফা', 'হপ্তপয়কর', 'সেকেন্দারনামা'। এগুলো ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ। 'তোহফা' রোমান্টিকধর্মী নয়, নীতিধর্মী ধর্মীয় গ্রন্থ।

আলাওল রোসাঙ্গ রাজসভার কবি। তার জীবনে মাগন ঠাকুরের প্রভাব অপরিসীম। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিনি পদ্মাবতী রচনা করেন।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
আলাওল	'পদ্মাবতী'	পদ্মাবতী

❑ কোরেশী মাগন ঠাকুর

সতের শতকের কবি ছিলেন কোরেশী মাগন ঠাকুর। তিনি ছিলেন রোসাঙ্গ রাজসভার প্রধান উজির। তার রচিত কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'। এ কাব্যের নায়ক ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান এবং নায়িকা সিংহলের রাজকুমারী চন্দ্রাবতী। এতে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত নায়ক নায়িকার মিলন হয়েছিল।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. আরাকানে কখন সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল?
ক. ষোড়শ শতাব্দী খ. সপ্তদশ শতক
গ. পঞ্চদশ শতক ঘ. অষ্টাদশ শতক **উ: খ**

২. 'আরাকানের' পূর্ব নাম কী?
ক. কাচিন খ. ইরাবতী
গ. রাখাইন ঘ. রোসাং **উ: ঘ**

৩. কোন দু'জন আরাকান রাজসভার কবি?
ক. সৈয়দ সুলতান ও মুহাম্মদ কবির
খ. মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজী
গ. কাশীরাম দাস ও মহাকবি আলাওল
ঘ. মহাকবি আলাওল ও সৈয়দ সুলতান **উ: খ**

৪. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙ্গালি কবি–
ক. কোরেশী মাগন ঠাকুর খ. দৌলত কাজী
গ. আলাওল ঘ. মরদন **উ: খ**

৫. 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যটির রচয়িতা–
ক. আলাওল খ. দৌলত কাজী
গ. মাগন ঠাকুর ঘ. মরদন **উ: খ**

৬. লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা কে?
ক. আলাওল খ. কোরেশী মাগন
গ. দৌলত কাজী ঘ. সৈয়দ সুলতান **উ: গ**

৭. 'নসীরানামা' কাব্যগ্রন্থ কার রচনা?
ক. দৌলত কাজী খ. কবি মরদন
গ. কোরেশী মাগন ঠাকুর ঘ. আলাওল **উ: খ**

৮. 'চন্দ্রাবতী' কী?
ক. নাটক খ. কাব্য
গ. পদাবলি ঘ. পালাগান **উ: খ**

৯. আলাওল কোন রাজসভার কবি ছিলেন?
ক. লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা
খ. আরাকান রাজসভা
গ. সম্রাট আকবরের রাজসভা
ঘ. সম্রাট শাহজাহানের রাজসভা **উ: খ**

১০. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে?
অথবা,
আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন–
ক. নাসির মাহমুদ খ. আলাওল
গ. সৈয়দ সুলতান ঘ. শাহ গরীবুল্লাহ **উ: খ**

১১. কবি আলাওল কোন রাজ দরবারের কবি ছিলেন?
ক. ত্রিপুরা খ. দিল্লী
গ. রোসাঙ্গ ঘ. মুর্শিদাবাদ **উ: গ**

১২. মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি?
ক. সর্বাধুনিক যুগের খ. আধুনিক যুগের
গ. প্রাচীন যুগের ঘ. মধ্যযুগের **উ: ঘ**

১৩. কবি আলাওলের জন্মস্থান কোনটি?
ক. ফরিদপুরের সুরেশ্বর খ. চট্টগ্রামের জোবরা
গ. চট্টগ্রামের পটিয়া ঘ. বার্মার আরাকান **উ: খ**

১৪. কবি আলাওলের সময়কাল–
ক. ষোড়শ শতক খ. সপ্তদশ শতক
গ. পঞ্চদশ শতক ঘ. অষ্টাদশ শতক **উ: খ**

১৫. কবি আলাওলের প্রথম রচনা–
ক. সপ্ত পয়কর খ. সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামান
গ. পদ্মাবতী ঘ. গুলে বকাওলী **উ: গ**

১৬. 'তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে', পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা–
ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. আলাওল
গ. কোরেশী মাগান ঠাকুর ঘ. মুহম্মদ কবির **উ: খ**

১৭. 'তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।'.... অর্থ কী?
ক. ঠোঁটের পরশে পান লাল হল
খ. অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল
গ. পানের পরশে ঠোঁট লাল হল
ঘ. অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল **উ: ক**

১৮. 'তাম্বুল' শব্দের অর্থ–
ক. পান খ. ঠোঁট
গ. কপাল ঘ. গাল **উ: ক**

১৯. 'নবীন খঞ্জন দেখি বড়হি কৌতুক।
উপজিত যামিনী দম্পতি মনে সুখ।' কাবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?
ক. জীবন-বন্দনা খ. তাহারেই পড়ে মনে
গ. ঋতুবর্ণন ঘ. সুখ **উ: গ**

২০. 'পুষ্প শয্যা ভেদ ভুলি বিচিত্র বসন' এর পরের লাইন–
ক. কাফুর কস্তুরী চুয়া যাবক সৌরভ
খ. দম্পতি চিত্তেত চেতন অনুভব
গ. অতি দীর্ঘ সুখ নিশি পলকে পোহাএ
ঘ. উরে উরে এক হৈল শীত নিবারণ **উ: ঘ**

প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে বিগত সালের প্রশ্নাবলি

১. **'মহুয়া' কে রচনা করেন?** [Combined 9 Banks Officer (General)-2022]
a) মনসুর বয়াতি b) দ্বিজ কানাই
c) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র d) দীনেশচন্দ্র সেন **উ: B**

২. **খনার বচন এর মূল ভাব কী?** [Combined 9 Bank Senior Officer (General)-2023]
a. সামাজিক মঙ্গলবোধ b. রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি
c. শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি d. কোনটিই নয় **উ: c**

৩. **'কবিকঙ্কণ' কোন কবির উপাধি?** [Combined 9 Banks Officer (General)- 2022]
a) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী b) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
c) হরিদত্ত d) মানিক দত্ত **উ: A**

৪. **কোনটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়?** [Bangladesh Bank (AD): 28-10-2022]
a) বান খন্ড b) তাম্বুল খন্ড
c) কালিদমন কন্ড d) নৌকা খন্ড **উ: C**

৫. **চর্যাপদ হলো–** [Karmasangsthan Bank (AO)- 2021]
a) একগুচ্ছ ধর্মোপদেশ b) সাধন সংগীত
c) জীবনাচরণ পদ্ধতি d) দেবী বন্দনা **উ: B**

৬. **নিচের যেটি মধ্যযুগের সাহিত্যধারার অন্তর্ভুক্ত–** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]
a) পত্রসাহিত্য b) প্রহসন
c) পাঁচালি d) গীতিকাব্য **উ: C**

৭. **চর্যাপদের অধ্যাত্মভাবনা ও সাহিত্যিক উৎকর্ষের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটেছে যার মাধ্যমে–** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]
a) সমাজচিত্র b) জীবনভাবনা
c) ভাষা d) কাব্যিকতা **উ: A**

৮. **'পদ্মাবতী' একটি–** [Karmasangsthan Bank (AO)- 2021]
a) মৌলিক রচনা b) অনুবাদ গ্রন্থ
c) ভ্রমণকাহিনী d) কোনোটিই নয় **উ: B**

৯. **ডাক ও খনার বচনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো-** [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
a) ছন্দ বৈচিত্র্য b) হাস্যরস
c) বিদেশি শব্দের আধিক্য d) ভণিতার উপস্থিতি **উ: A**

১০. **বাংলা লোকসাহিত্য সংশ্লিষ্ট 'আলকাপ' হলো এক প্রকার–** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer)- 2021]
a) কর্মসংগীত b) পালাগান
c) সারিগান d) বিবেকের গান **উ: B**

১১. **বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?** [Probashi Kallayan Bank (Senior Officer)- 2021]
a) সন্ধ্যাভাষা b) অধিভাষা
c) ব্রজবুলি d) সংস্কৃত ভাষা **উ: C**

১২. **বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি?** [Probashi Kallayan Bank (Senior Officer)- 2021]
a) যিশুর বাণী b) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
c) ফুলমণি ও করুণার বিবরণ d) মিশনারি জীবন **উ: B**

১৩. **'গীতগোবিন্দ' এর রচয়িতা কে?** [Sonali Bank Officer FF-2019]
a) কৃত্তিবাস b) কাশীরাম দাস
c) জয়দেব d) দ্বিজ বংশী দাস **উ: C**

১৪. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইউসুফ-জুলেখা একটি–** [Janata Bank Senior Officer (Engineering Textile)- 2020]
a) মঙ্গলকাব্য b) প্রণয়োপাখ্যান
c) জীবনীকাব্য d) লোক-উপখ্যান **উ: B**

১৫. **বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা হলেন–** [Janata Bank Senior Officer (Engineering Textile)- 2020]
a) বসন্তরঞ্জন রায়
b) শাহ মুহম্মদ সগীর
c) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
d) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী **উ: D**

১৬. **'মঙ্গলকাব্য' এ ধর্মীয় আরাধনা মুখ্য হলেও এর অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো-** [Bangladesh Bank Officer General-2019]
a) ব্যক্তির মুক্তি b) সামাজিক মিথস্ক্রিয়া
c) অন্ত্যেবাসী মানুষ d) শ্রেণিদ্বন্দ্ব **Ans: b**

১৭. **বাংলা সাহিত্যের যুগ বিচারে নিচের কোনটি অন্যগুলো থেকে আলাদা?** [Joint Recritment for 2 Banks Senior Officer (IT)- 2020]
a) শূন্যপুরাণ b) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
c) সতীময়না d) পদ্মাবতী **উ: A**

১৮. **'কড়চা' কী?** [Pubali Bank Ltd. TAJO Cash-2019]
a) শ্রীচৈতন্য দেব এর জীবনীগ্রন্থ
b) জয়নুল আবেদীন এর শিল্পকর্ম
c) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর জীবনীগ্রন্থ
d) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এর জীবনীগ্রন্থ **উ: a**

১৯. **বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে?** [Janata Bank Ltd. AE (Teller)- 19]
a) লুইপা b) কাহ্নপা
c) ঢেণ্ডনপা d) ভুসুকুপা **উ: a**

২০. **কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন?** [Rupali Bank Ltd. SO-2019]
a) ভুসুকুপা b) গোবিন্দ দাস
c) কাহ্নপা d) কায়কোবাদ **উ: a**

২১. **কাকে যুগসন্ধির কবি বলা হয়?**[Combined 5 Bank Officer Cash-2019]
a) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত b) বিহারীলাল চক্রবর্তী
c) ভারতচন্দ্র d) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: a**

২২. **কোন ব্যক্তি সম্প্রতি নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন?** [Pubali Bank Ltd. JO-2019]
a) সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ b) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
c) ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ d) আনিসুজ্জামান **উ: a**

২৩. **চর্যাপদের আদি কবি কে?** [Combined 2 Bank IT/ICT-2019]
a) কাহ্নপা b) শবরপা
c) ঢেণ্ডনপা d) লুইপা **উ: d**

২৪. **লাইলী-মজনু প্রণয়োপাখ্যান সম্পাদন করেন-**[Argani bank Ltd. Officer Cash -2017]
a) মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ b) মুহাম্মদ এনামুল হক
c) আনোয়ার পাশা d) আহমদ শরীফ **উ: d**

২৫. **পুথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে?** [Argani bank Ltd. Senior Officer -2017]
a) দৌলত কাজী b) আমীর হামজা
c) ফকির গরিবুল্লাহ d) আলাওল **উ: c**

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলা সাহিত্যে শিল্পসম্মত গদ্যের জনক বলা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (১৮২০-১৮৯২)। বিদ্যাসাগরের পারিবারিক উপাধি 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ খ্রি. মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। বাংলা গদ্যে যতি চিহ্ন বা বিরাম চিহ্ন প্রবর্তন করেন বিদ্যাসাগর। এটি ইংরেজি ভাষা থেকে সংগৃহীত। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিরাম চিহ্নের সংখ্যা মোট তেরটি। (নোট: বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী বাংলা যতিচিহ্ন ১৬টি) বিদ্যাসাগর প্রথম 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) রচনায় সার্থক বিরামচিহ্নের প্রয়োগ করেছেন। বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করেন (১৮৪১-১৮৪৬) ৬ বছর। তিনি ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন, ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগর একাধারে লেখক, সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ। তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলন নামে সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন করা হয়। ১৮৭০ খ্রি. বিদ্যাসাগর তার পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে এক বিধবা মহিলার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিধবা বিবাহ আইনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।

বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম গ্রন্থ- 'বাসুদেব চরিত' (১৮৪৭ পূর্ববর্তী রচনা), এটি অনুবাদমূলক গ্রন্থ। মহাভারতের কৃষ্ণলীলার একটি অংশের অনুবাদ এটি। তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭)। হিন্দিভাষার সাহিত্যিক লালুজী রচিত 'বৈতাল পৈচ্চিসীর' আলোকে বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেছেন।

'শকুন্তলা' রচনাটি বিদ্যাসাগর মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের আলোকে রচনা করেছেন। শেক্সপিয়রের Comedy of Errors নাটক অবলম্বনে বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনা করেন। বিদ্যাসাগর রচিত উপাখ্যানধর্মী মৌলিক রচনা 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৯২)। বন্ধুর কন্যা 'প্রভাবতী'র মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ করে এটি রচিত। বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত পত্রিকার নাম "সর্বশুভকরী", প্রকাশকাল ১৮৫০ সালে। ১৮৫৫ সালে স্কুলগামী শিশুদের জন্য লিখেন "বর্ণপরিচয়" বইটি, যা ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করে।

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারকমূলক গ্রন্থগুলো- বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), বাল্যবিবাহের দোষ।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. বাংলা লিপি সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন–
[Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
a) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
c) রামমোহন রায় d) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: A**

২. কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী?
[Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) স্মৃতি কথামালা b) আত্মচরিত
c) আত্মকথা d) আমার কথা **উ: B**

৩. নিচের যে মন্তব্যটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়-
[Rupali Bank Ltd. Officer-2019]
a) অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবদ্ধ গদ্য-ব্যবহার
b) ভাষায় নতুন যতি-চিহ্নের প্রয়োগ
c) বর্ণমালার সুপরিকল্পিত বিন্যাস
d) সমৃদ্ধ অনুবাদ-সাহিত্য সৃজন **উ: a**

৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. মেদিনীপুর খ. বর্ধমান
গ. চব্বিশ পরগণা ঘ. নদীয়া **উ: ক**

৫. ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন প্রতিষ্ঠান 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করে?
ক. প্রেসিডেন্সি কলেজ খ. সংস্কৃত কলেজ
গ. বিদ্যাসাগর কলেজ ঘ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় **উ: খ**

৬. 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়-
ক. উইলিয়াম কেরীকে খ. রাজা রামমোহন রায়কে
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্রকে **উ: গ**

৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা-
ক. প্রভাবতী সম্ভাষণ খ. জীবন চরিত
গ. বেতালপঞ্চবিংশতি ঘ. সীতার বনবাস **উ: ক**

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

◻ তাঁর জীবন থেকে নেয়া:

- ❖ জন্ম: ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ খ্রি.।
- ❖ মৃত্যু: ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন বেলা ২ টায়।
- ❖ জন্মস্থান: যশোর জেলার কেশবপুর থানায় সাগরদাঁড়ি গ্রামে।
- ❖ মৃত্যুস্থান: কলকাতার আলিপুর হসপিটালে মারা যান।
- ❖ পিতার নাম: মহামতি মুনশী রাজনারায়ণ দত্ত।
- ❖ মাতার নাম: জাহ্নবী দেবী।

মাইকেলের উপাধি ও ছদ্মনাম:

- **উপাধি:** মাইকেল, বাংলা সাহিত্যের সনেটের প্রবর্তক, দত্তকুলোদ্ভব কবি, বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী বা বিপ্লবের কবি, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, মহাকবি।
- **ছদ্মনাম:** টিমোথি পেনপয়েম, By a Native –এ নামে নীল দর্পণ নাটক অনুবাদ করেন।

মাইকেল কিসে এবং কোথায় প্রথম:

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী বা বিপ্লবী লেখক মাইকেল।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাট্যকার মাইকেল।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক রচয়িতা মাইকেল।
- প্রথম (প্রবর্তক) অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচয়িতা মাইকেল।
- প্রথম প্রহসন রচয়িতা মাইকেল।
- তিনিই প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারার সংমিশ্রণে সার্থক মহাকাব্য রচনা করেন।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা মাইকেল।
- তিনিই প্রথম পৌরাণিক কাহিনির বিপরীতে সাহিত্যরস সৃষ্টি করে শিল্প সৃজনশীলতার পরিচয় দেন।
- তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যের সার্থক সনেট রচনা করেন।
- তিনিই সর্বপ্রথম নাটকে অমিত্রাক্ষার ছন্দের প্রয়োগ ঘটান।
- তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য পোশাক তথা প্যান্ট, টাই-কোর্ট পরিধান করেন।

মাইকেলের প্রথম রচনা:

- মাইকেলের রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– Captive Lady (Ladie) (১৮৪৯)।
- তাঁর বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)।
- মাইকেলের প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যগ্রন্থ– তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০)।
- মাইকেলের প্রথম সনেট– বঙ্গভাষা।

মাইকেল ও মহাকাব্য–

- তাঁর একমাত্র মহাকাব্য– 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১ খ্রি)।
- এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও একমাত্র সার্থক মহাকাব্য।
- এ কাব্যের সর্গসংখ্যা (পর্ব) ৯টি–
  প্রথম সর্গ- অভিষেক, দ্বিতীয় সর্গ– অস্ত্রলাভ, তৃতীয় সর্গ– সমাগম, চতুর্থ সর্গ– অশোক বন, পঞ্চম সর্গ– উদ্যোগ, ষষ্ঠ সর্গ– বধ, সপ্তম সর্গ– শক্তিনির্ভেদ, অষ্টম সর্গ– প্রেতপুরী, নবম সর্গ– সংস্ক্রিয়া।
- কাব্যটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।
- এ কাব্যের বিষয়বস্তু– রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণ পুত্র মেঘনাদের বধ।
- এ কাব্যে বীররসের প্রাধান্য রয়েছে এবং শেষে করুণ রসে পরিণত হয়েছে।

মাইকেল ও তাঁর কাব্য:

- ★ **তিলোত্তমাসম্ভব (প্রকাশকাল– ১৮৬০ খ্রি.)**
- এটি বাংলা ভাষায় রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- এ কাব্যে সর্গ সংখ্যা ৪টি। এটি কাহিনি কাব্য।
- তিলোত্তমাকে ঘিরে সুন্দ উপসুন্দের দ্বন্দ্বই হচ্ছে এ কাব্যের প্রতিপাদ্য।
- পদ্মাবতী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটানো হলেও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণতা দেখা যায়।

- ★ **ব্রজাঙ্গনা** (প্রকাশকাল– ১৮৬১ খ্রি.)
- ★ **বীরাঙ্গনা** (প্রকাশকাল– ১৮৬২ খ্রি.)
- ★ **চতুর্দশপদী কবিতাবলী (প্রকাশকাল– ১৮৬৬ খ্রি.)**
- ★ **হেক্টরবধ** (মাইকেল রচনাটি ১৮৬৭ সালে শুরু করে কিন্তু ১৮৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অসমাপ্ত অবস্থাতেই এটি প্রকাশিত হয়)
- ★ **The Captive Lady** (প্রকাশকাল– ১৮৪৯ খ্রি.)
- এটি মাইকেলের ইংরেজিতে লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

মাইকেল ও তাঁর প্রহসন:

- **'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'** (প্রহসনটি রচিত হয় ১৮৫৯ সালে এবং প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে)
- এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন।
- **'একেই কি বলে সভ্যতা'** (প্রকাশকাল– ১৮৬০ খ্রি.)

মাইকেল ও তাঁর নাটক:

- **'শর্মিষ্ঠা'** (রচনাকাল– ১৮৫৯ খ্রি.)
- প্রথম প্রকাশিত বাংলা নাটক।
- প্রথম সার্থক নাটক।

নাটক সম্পর্কিত প্রথম–

প্রথম নাটক/প্রথম মৌলিক নাটক	ভদ্রার্জুন (১৯৫২)	তারাচরণ শিকদার
প্রথম সার্থক নাটক	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)	মধুসূদন দত্ত
প্রথম ট্রাজেডি/ মৌলিক ট্রাজেডি	কীর্তিবিলাস (১৮৫২)	যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত
প্রথম সার্থক ট্রাজেডি (শ্রেষ্ঠ নাটক)	কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)	মধুসূদন দত্ত
প্রথম কমেডি নাটক	ভদ্রার্জুন (১৮৫২)	তারাচরণ শিকদার

- **পদ্মাবতী** (প্রকাশকাল– ১৮৬০ খ্রি.)
- **কৃষ্ণকুমারী** (প্রকাশকাল– ১৮৬১ খ্রি.)
- এটি মাইকেলের শ্রেষ্ঠ নাটক।
- এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক।
- নাটকটির উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে– কৃষ্ণকুমারী, জগৎসিংহ, মদনীকা, ধনদাস, ভীমসিংহ।

মাইকেল ও তাঁর অনূদিত নাটক:

- **NIL DARPAN (নীলদর্পণ) :**
- মাইকেল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং এর নাম দেন (Nil Darpan or The Indigo Planting Mirror (1861)।
- নাটকটির ভূমিকা লেখেন রেভারেন্ড জেমস লং।
- By A Native ছদ্মনামে এটি প্রকাশ করেন।

RATNAVALI (রত্নাবলি) (প্রকাশকাল– ১৮৫৮ খ্রি.)

মাইকেল ও তাঁর বিখ্যাত কবিতা:

- **বঙ্গভাষা, কপোতাক্ষ নদ, বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ।**

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. **বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক কমেডি নাটক কোনটি?**
[Combined 9 Bank Senior Officer (General)-2023]
a. ভদ্রার্জুন b. পদ্মাবতী
c. শর্মিষ্ঠা d. কৃষ্ণকুমারী **উ: b**

২. **"নীল দর্পণ" নাটকটির মূল বিষয়বস্তু কী?**
[Combined 9 Bank Senior Officer (General)-2023]
a. ভাষা আন্দোলন b. নীলকরদের অত্যাচার
c. অসহযোগ আন্দোলন c. তে-ভাগা আন্দোলন **উ: b**

৩. **সনেটের বৈশিষ্ট্য– i) চৌদ্দ চরণবিশিষ্ট ii) প্রতি চরণে চৌদ্দ মাত্রা iii) তিন পর্ব; নিচের কোনটি সঠিক?** [Bangladesh Bank AD- 2021]
a) i, ii, iii b) i
c) i ও ii d) ii ও iii **উ: C**

৪. **'মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম, তার চেয়ে রত্ন নাই আর'। এই কবিতাংশের ভাব নিচের কোন কবিতার প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে?**
[Bangladesh Bank AD- 2021]
a) জীবন-সঙ্গতি b) আমার পরিচয়
c) তাহারেই পড়ে মনে d) কপোতাক্ষ নদ **উ: D**

৫. **বাংলা সাহিত্যের সনেট রচনার প্রবর্তক কে?**
[Probashi Kallayan Bank (Senior Officer)- 2021]
a) মাইকেল মধুসূদন দত্ত b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
c) দেবেন্দ্রনাথ সেন d) মোতিলাল মজুমদার **উ: A**

৬. **একই সনে জন্মগ্রহণ করেছেন যে দুই কবি-**
[Rupali Bank Ltd. Officer-2019]
a) মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
c) কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ
d) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও জসীমউদ্দীন **উ: c**

৭. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনকাল কোনটি?**
ক. ১৮২২-১৯৭৩ খ. ১৯২৪-১৮৭৫
গ. ১৮২৪-১৮৭৩ ঘ. ১৮২৫-১৮৮০ **উ: গ**

৮. **'বীরাঙ্গনা কাব্য' গ্রন্থে মোট কয়টি পত্র সংকলিত আছে?**
[Probashi Kallayan Bank (Officer)- 2021]
a) ৯টি b) ১১টি
c) ১৩টি d) ১০৪টি **উ: B**

৯. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন?**
ক. অষ্টাদশ শতাব্দী খ. উনবিংশ শতাব্দী
গ. বিংশ শতাব্দী ঘ. একবিংশ শতাব্দী **উ: খ**

১০. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন-**
ক. বরুদিয়া খ. সাগরদাঁড়ি
গ. দেওয়াটখালি ঘ. নারুচি **উ: খ**

১১. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান কোনটি?**
ক. মাগুরা খ. যশোর
গ. খুলনা ঘ. সাতক্ষীরা **উ: খ**

১২. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি যশোর জেলার কোন উপজেলায়?**
ক. মণিরামপুর খ. চৌগাছা
গ. কেশবপুর ঘ. অভয়নগর **উ: গ**

১৩. **মধুসূদন খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন-**
ক. ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে খ. ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে
গ. ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে **উ: খ**

১৪. **মধুসূদনের মৃত্যু হয় কোথায়?**
ক. ভার্সাই নগরে
খ. কলকাতা মেডিকেল কলেজে
গ. অলিপুর হাসপাতালে
ঘ. সাগদাঁড়ি নিজ বাসভবনে **উ: গ**

১৫. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান অবদান কোনটি?**
ক. মহাকাব্য রচনা খ. দেশপ্রেম বিষয়ক রচনা
গ. সনেটের প্রবর্তন ঘ. প্রহসন রচয়িতা **উ: ক**

১৬. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকবি-**
ক. কায়কোবাদ খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. আলাওল **উ: খ**

১৭. **বাংলা সাহিত্যের সার্থক মহাকাব্যের রচয়িতা-**
ক. নবীনচন্দ্র খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. কায়কোবাদ **উ: খ**

১৮. **মধুসূদন দত্ত যে সাহিত্য রচনা করে অমর হয়ে রয়েছেন তা হলো-**
ক. বিষাদ-সিন্ধু খ. তিলোত্তমা
গ. মেঘনাদবধ ঘ. দত্তা **উ: গ**

১৯. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য-**
ক. মহাভারত খ. মহাশ্মশান
গ. মেঘনাদবধ ঘ. অশ্রুমালা **উ: গ**

২০. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য কী ধরনের রচনা?**
ক. পত্রকাব্য খ. নাট্যকাব্য
গ. গীতিকাব্য ঘ. মহাকাব্য **উ: ঘ**

২১. **'মেঘনাদবধ কাব্য' কত সালে প্রকাশিত হয়?**
ক. ১৮৫২ খ. ১৮৫৩
গ. ১৮৬১ ঘ. ১৮৬৪ **উ: গ**

২২. **মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উৎস কি?**
ক. রামায়ণ খ. মহাভারত
গ. ভগবৎ ঘ. কুমারসম্ভব **উ: ক**

২৩. **'মেঘনাদবধ' কাব্যে সর্গ সংখ্যা কয়টি?**
ক. ১৫টি খ. ৮টি
গ. ১২টি ঘ. ৯টি **উ: ঘ**

২৪. **'মেঘনাদবধ' কোন ছন্দে রচিয়ত?**
ক. পয়ার ছন্দে খ. মুক্তক ছন্দে
গ. ছড়ার ছন্দে ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দে **উ: ঘ**

২৫. **মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকৃতপক্ষে কোন রসের কাব্য?**
ক. বীর রস খ. করুণ রস
গ. শান্ত রস ঘ. মধুর রস **উ: ক**

২৬. 'মেঘনাদবধ' কাব্যে কোনটির প্রবল প্রকাশ ঘটেছে?
ক. জাতিসত্তা খ. দেশপ্রেম
গ. স্বজনপ্রীতি ঘ. আত্মপ্রীতি উ: খ

২৭. 'যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!' উক্তিটি কোন কবিতার অংশ?
ক. বঙ্গভাষা খ. সমুদ্রের প্রতি রাবণ
গ. মানব বন্দনা ঘ. নিবেদন উ: খ

২৮. "আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?"– 'ভিখারী রাঘব' কে?
ক. রাবণ খ. মেঘনাদ
গ. রাম ঘ. বিভীষণ উ: গ

২৯. বিভীষণের স্ত্রীর নাম কী?
ক. উর্মিলা খ. মন্দোদরী
গ. চিত্রাঙ্গদা ঘ. সরমা উ: ঘ

৩০. অরিন্দম কে?
ক. বিভীষণ খ. মেঘনাদ
গ. রাম ঘ. লক্ষণ উ: খ

৩১. 'এত ক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে।'– 'অরিন্দম' কে?
ক. শত্রু খ. মিত্র
গ.শত্রু পক্ষের দূত ঘ. মিত্র পক্ষের দূত উ:
ব্যাখ্যা: অরিন্দম বলতে 'মেঘনাদবধ কাব্য'- এর রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে বোঝায়।

৩২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ করেন কে?
ক. দীনবন্ধু মিত্র খ. রাজনারায়ণ বসু
গ. সজনীকান্ত দাস ঘ. ডি. এল. রায় উ: খ

৩৩. 'হেক্টরবধ' কোন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত?
ক. হোমারের ইলিয়াড খ. দান্তের ডিভাইন কমেডি
গ. হোমারের ওদিসি ঘ. ভার্জিনের ইনিদ উ: ক

৩৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি কে?
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: ক

৩৫. 'দি ক্যাপটিভ লেডি' (The Captive Ladie) কাব্যটি লিখেছেন-
ক. উলিয়াম কেরী খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. মাইকেল মধুসূদন ঘ. প্রেমেন্দ্র মিত্র উ: গ

৩৬. অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য কোনটি?
ক. ব্রজাঙ্গনা কাব্য খ. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
গ. বীরাঙ্গনা কাব্য ঘ. মেঘনাদবধ কাব্য উ: খ

৩৭. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' একটি–
ক. পত্রকাব্য খ. খণ্ড কবিতার সংকলন
গ. কাহিনীকাব্য ঘ. মহাকাব্য উ: গ

৩৮. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কার রচনা?
ক. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খ. নবীনচন্দ্র সেন
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উ: গ

৩৯. 'বঙ্গভাষা' কবিতা রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. শামসুর রাহমান
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. অমিয় চক্রবর্তী উ: গ

৪০. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. মুক্তক ছন্দ উ: ক

৪১. কোন কবিতাটি অষ্টক ও ষটকে বিভক্ত?
ক. কবর খ. সোনার তরী
গ. ধন্যবাদ ঘ. বঙ্গভাষা উ: ঘ

৪২. 'বঙ্গভাষা সনেটে ষটকের মিলবিন্যাস-
ক. কখখকগগ খ. কখকখগগ
গ. ককখখগগ ঘ. গঘঘগঙঙ উ: ঘ

৪৩. 'হে বঙ্গ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন-
ক. বাংলা ভাষা খ. বাংলাদেশ
গ. বাংলা সাহিত্য ঘ. বাংলা কবিতা উ: ক

৪৪. "ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি"– এ পঙক্তিদ্বয় কোন কবিতার অন্তর্গত?
ক. বলাকা খ. ক্রন্দসী
গ. বঙ্গভাষা ঘ. দারিদ্র্য উ: গ

৪৫. "ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি"– 'বাছা' শব্দটি-
ক. তৎসম খ. তদ্ভব
গ. দেশি ঘ. বিদেশি উ: ক

৪৬. বঙ্গভাষা কবিতায় কুললক্ষ্মী বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. বঙ্গলক্ষ্মী খ. ভাষাদেবী
গ. সরস্বতী ঘ. দেবী উ: খ

৪৭. 'কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।' 'শৈবালে' বলতে বোঝানো হয়েছে-
ক. নিজভাষাকে খ. অনাহারক্লিষ্ট জীবনকে
গ. পরভাষাকে ঘ. শেওলারদামকে উ: গ

৪৮. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির বক্তব্য-
ক. মাতৃভাষার প্রতি কবির দরদ
খ. বাংলা কবিতার প্রতি আকর্ষণ
গ. স্বপ্নে বাংলা ভাষার প্রতি দরদের নির্দেশ
ঘ. মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষার অনুতাপ উ: ঘ

৪৯. 'কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।' এখানে কমল-কানন শব্দের ব্যঞ্জনার্থে-
ক. পদ্মবন খ. বাংলা ভাষা
গ. বিদেশি ভাষা ঘ. ফুলের বাগান উ: খ

৫০. "মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি"– এ চরণের 'বিফল তপে' বলতে প্রকৃত অর্থে বোঝানো হয়েছে-
ক. ব্যর্থ তপস্যায়
খ. বিদেশি ভাষা চর্চায়
গ. বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলায়
ঘ. বাংলাদেশের প্রতি অনুরাগহীনতায় উ: ক

৫১. 'একেই কি বলে সভ্যতা' এটি মধুসূদন দত্তের কী জাতীয় রচনা?
ক. কাব্য খ. প্রহসন
গ. মহাকাব্য ঘ. উপন্যাস উ: খ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬ জুন, ১৮৩৮ - ৮ এপ্রিল, ১৮৯৪)। তাঁর উপাধি 'সাহিত্য সম্রাট' এবং ছদ্মনাম 'কমলাকান্ত'। তাকে 'বাংলার ওয়াল্টার স্কট' ও 'নবজাগরণের অগ্রদূত' বলা হয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা পুরাকালিন গল্প তথা মানস' (১৮৫৬)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম গ্রাজুয়েট। তার প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)।

উপন্যাস :

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৪টি। এগুলো হলো-দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮২), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনী (১৮৭৭), ইন্দিরা (১৮৭৩), দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৪) রাধা-রাণী (১৮৮৬), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), আনন্দমঠ (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।

তার প্রথম ও সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)। প্রথম রোমান্টিক সংলাপ 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ!' এটি কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের। নবকুমার, কাপালিক, কপালকুণ্ডলা এ উপন্যাসের চরিত্র। উপন্যাসটির আরেকটি বিখ্যাত লাইন হল- 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো দুর্গেশনন্দিনী (১৯৬৫), রাজসিংহ (১৮৮২), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলো বিষবৃক্ষ (১৮৬৬), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের চরিত্র হলো রোহিনী, গোবিন্দলাল, ভ্রমর। নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রয়ী' উপন্যাসগুলো 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল দেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসে। এতে হিন্দু ধর্মের জাগরণের কথা ফুটে উঠেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়ায় স্বদেশভক্তি, স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি বঙ্কিমের নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'বন্দে মাতরম' গানটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সম্প্রদায় প্রীতির উদ্দীপক গান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গোঁড়া হিন্দুগণ তাকে ঋষি আখ্যায়িত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে তুর্কি আক্রমণের পটভূমি এতে ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমের দেশাত্ববোধ এতে উন্মোচিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস 'রজনী' (১৮৭৭)। কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫) বঙ্কিমের রসরচনা। এতে লেখক নিজে কমলাকান্তের ছদ্মাবরণে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপের মাধ্যমে নানা অসঙ্গতি ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সাম্য' বঙ্কিমের একটি প্রবন্ধগ্রন্থ। এ গ্রন্থে সমাজে সাম্যপ্রতিষ্ঠায় তার চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্র তার 'সাম্য' গ্রন্থ বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	'দুর্গেশনন্দিনী'	আয়েশা, তিলোত্তমা
	'কপালকুণ্ডলা'	কপালকুণ্ডলা, নবকুমার
	'বিষবৃক্ষ'	কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্রনাথ
	'কৃষ্ণকান্তের উইল'	রোহিণী, গোবিন্দলাল

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. **'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়?** [Combined 9 Bank Senior Officer (General)-2023]
a. ১৯৬২ সালে b. ১৮৭২ সালে
c. ১৯৮২ সালে d. কোনটিই নয় **উ: b**

২. **বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' এর রচয়িতা কে?** [Sonali Bank Ltd. DAE (Electric)-2019]
a) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় b) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
c) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর d) মধুসূদন দত্ত **উ: b**

৩. **'কাঁঠালপাড়া'য় জন্মগ্রহণ করেন কোন লেখক?**
ক. সুভাষ মুখোপাধ্যায় খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. কাজী ইমদাদুল হক ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ. ঘ**

৪. **বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার শুরু কোন পত্রিকার মাধ্যমে?**
ক. সম্বাদ প্রভাকর খ. তত্ত্ববোধিনী
গ. বঙ্গদর্শন ঘ. সবুজপত্র **উ. ক**

৫. **বঙ্কিমচন্দ্র পেশাজীবন শুরু করেন কী হিসেবে?**
ক. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
গ. উকিল ঘ. দলিল লেখক **উ. ক**

৬. **বঙ্কিমচন্দ্র কত সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন?**
ক. ১৮৯১ খ. ১৮৯৪
গ. ১৮৯২ ঘ. ১৮৯৩ **উ. ক**

৭. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস কোনটি?**
ক. বিষবৃক্ষ খ. রাজসিংহ
গ. কপালকুণ্ডলা ঘ. দুর্গেশনন্দিনী **উ. ঘ**

৮. **বাংলা আধুনিক উপন্যাস এর প্রবর্তক ছিলেন-**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র **উ. খ**

৯. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
ক. Rajmohan's Wife খ. বিষবৃক্ষ
গ. ইন্দিরা ঘ. দুর্গেশনন্দিনী **উ. ক**

১০. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাস কোনটি?
ক. মৃণালিনী খ. বনফুল
গ. দেবীচৌধুরাণী ঘ. দুর্গেশনন্দিনী **উ. ঘ**

১১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ. খ**

১২. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?
ক. সীতার বনবাস খ. আলালের ঘরের দুলাল
গ. দুর্গেশনন্দিনী ঘ. শকুন্তলা **উ. গ**

১৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক. ১৮৫৯ সালে খ. ১৮৬০ সালে
গ. ১৮৬১ সালে ঘ. ১৮৬৫ সালে **উ. ঘ**

১৪. 'দুর্গেশনন্দিনী' শব্দের অর্থ কী?
ক. দুর্গা দেবীর কন্যা খ. দুর্গের অধিবাসী
গ. দুর্গাধিপতি ঘ. দুর্গ প্রধানের কন্যা **উ. ঘ**

১৫. বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' এর রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মধুসূদন দত্ত **উ. খ**

১৬. 'কপালকুণ্ডলা' কোন প্রকৃতির রচনা?
ক. ঐতিহাসিক উপন্যাস খ. রোমান্সমূলক উপন্যাস
গ. বিয়োগান্তক নাটক ঘ. সামাজিক উপন্যাস **উ. খ**

১৭. "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ"।- কথাটি কার?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মীর মোশারফ হোসেন
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ. গ**

১৮. "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ"- কে কাকে বলেছিল?
ক. সীমার হোসেন (রা.) কে
খ. আলেয়া সিরাজকে
গ. কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে
ঘ. উপরের কোনোটিই নয় **উ. গ**

১৯. "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন"? কোন উপন্যাস থেকে উৎকলিত?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মেজদিদি'
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা'
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা'
ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' **উ. গ**

২০. "প্রদীপ নিভিয়া গেল!"- এ বিখ্যাত বর্ণনা কোন উপন্যাসের?
ক. বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'
খ. রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'
গ. বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'
ঘ. রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' **উ.গ**

২১. নিচের কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস?
ক. ঘরে-বাইরে খ. কৃষ্ণকান্তের উইল
গ. কাশবনের কন্যা ঘ. নৌকাডুবি **উ. খ**

২২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম-
ক. নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী
খ. মধুসূদন ও কমুদিনী
গ. গোবিন্দলাল ও রোহিণী
ঘ. সুরেশ ও অচলা **উ. গ**

২৩. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ রোহিণী আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল কেন?
ক. উইলচুরি জনিত আত্মগ্লানি
খ. হরলালকে বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়ে
গ. ভ্রমরের সুখী জীবন প্রত্যক্ষ করে
ঘ. স্বীয় ব্যর্থ জীবনের হাহাকারে **উ. ঘ**

২৪. 'রোহিণী-বিনোদিনী-কিরণময়ী' কোন গ্রন্থগুচ্ছের চরিত্র?
ক. বিষবৃক্ষ-চতুরঙ্গ-চরিত্রহীন
খ. কৃষ্ণকান্তের উইল-যোগাযোগ-পথের দাবী
গ. দুর্গেশনন্দিনী-চোখের বালি-গৃহদাহ
ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল-চোখের বালি-চরিত্রহীন **উ. ঘ**

২৫. 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়কের নাম কী?
ক. শাহজাদা সেলিম খ. আওরঙ্গজেব
গ. চন্দ্রশেখর ঘ. নবকুমার **উ. ঘ**

২৬. 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. কাজী ইমদাদুল হক **উ. গ**

২৭. নিচের কোনটি বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস?
ক. সাম্য খ. বঙ্গদর্শন
গ. কৃষ্ণচরিত্র ঘ. সীতারাম **উ. ঘ**

২৮. নিচের যে উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ জীবনের চিত্র প্রাধান্য লাভ করেনি-
ক. গণদেবতা খ. পদ্মানদীর মাঝি
গ. সীতারাম ঘ. পথের পাঁচালী **উ. গ**

২৯. 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি কার লেখা?
ক. ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. অক্ষয়কুমার দত্ত **উ. খ**

৩০. ঐতিহাসিক উপন্যাস হল-
ক. রাজসিংহ খ. পথের দাবী
গ. জননী ঘ. হাজার বছর ধরে **উ. ক**

৩১. 'রাজসিংহ' উপন্যাস কার রচনা?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ. গ**

৩২. 'কিন্তু মনুষ্য কখনো পাষাণ হয় না' উক্তিটি কোন উপন্যাসের?
ক. রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'
খ. শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'
গ. বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'
ঘ. শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' **উ. গ**

৩৩. 'কেহ মরে বিল ছেঁচে কেহ খায় কই।' এ প্রবচনটি কোন প্রবন্ধ থেকে উদ্বৃত?
ক. জীবন ও বৃক্ষ খ. মাসি-পিসি
গ. বিড়াল ঘ. জাদুঘরে কেন যাব **উ. গ**

মীর মশাররফ হোসেন

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন (১৩ নভেম্বর, ১৮৪৭-১৯ ডিসেম্বর, ১৯১৯)।

তাঁর ছদ্মনাম 'গাজী মিয়াঁ'। তিনি কুষ্টিয়ার লাহিনী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন (১৩ নভেম্বর, ১৯৪৭)। তাঁর জীবনের অধিকাংশ ব্যয় হয় ফরিদপুর নবাব এস্টেটে চাকরি করে। ১৮৮৫-তে দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে টাঙ্গাইল আগমন করেন। দেলদুয়ার এস্টেট ছিল করিমুন্নেসার (বেগম রোকেয়ার বড় বোন) স্বামীর জমিদারি। তিনি কলকাতায় সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) ও কুমারখালির গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩) পত্রিকায় মফস্বল সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি আজিজননেহার (১৮৭৪) ও হিতকারী (১৮৯০) নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কাঙাল হরিনাথ তার সাহিত্যগুরু।

উপন্যাস: 'রত্নবতী' (১৮৬৯), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৮৫-১৮৯১), গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯), রাজিয়া খাতুন, বাধা খাতা (১৮৯৯), নিয়তি কি অবনতি (১৮৯৯)।

তার প্রথম গ্রন্থ রত্নবতী (১৮৬৯)। এটি একটি উপন্যাস। এটি বাঙালি মুসলমান রচিত প্রথম গ্রন্থ। লেখক একে 'কৌতুকাবহ উপন্যাস' বলেছেন। এর বিষয়বস্তু 'ধন বড় না বিদ্যা বড়' বিষয় নিয়ে বিতর্ক। মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষাদ সিন্ধু' (১৮৯১)। এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য কারবালার বিষাদময় কাহিনী। উপন্যাসটি তিন খণ্ডে বিভক্ত- মহররম পর্ব, উদ্ধার পর্ব, এজিদবধ পর্ব। গ্রন্থটিতে নায়ককে মূল চরিত্রে ফুটিয়ে তোলার ছায়াপাত ঘটেছে মাইকেলের মেঘনাদ বধ মহাকাব্যের আদলে।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' তার আত্মজীবনীমূলক রচনা। এতে লেখক নিজেকে 'ভেড়াকান্ত' নামে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর'- এর ছায়াপাত এতে দেখা যায়।

নাটক: মীর মশাররফ হোসেন রচিত নাটকগুলো হলো 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯)।

মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রহসনগুলো হলো- 'এর উপায় কি' (১৮৭৫), 'ভাই ভাই এই তো চাই' (১৮৯৯)।

কাব্যগ্রন্থ: গোরাই ব্রিজ (১৮৭৩), সঙ্গিত লহরী (১৮৮৭), পঞ্চনারী (১৯০৭), মোসলেম বীরত্ব (১৯০৭), প্রেম পারিজাত (১৮৯৯), মদিনার গৌরব, বাজীমাৎ।

প্রবন্ধ: গো জীবন (১৮৮৯), বিবি কুলসুম (১৮৯০), আমার জীবনী। গো জীবন গ্রন্থে হত্যা অনুচিত মত প্রকাশ করায় মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং পরে ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রবল চাপের মুখে তিনি গ্রন্থটি প্রত্যাহার করেন।

সম্পাদিত পত্রিকা: আজিজন নেহার (১৮৭৪), হিতকারী (১৮৯০)।

উল্লেখযোগ্য নাটক

◈ বসন্তকুমারী, জমিদার দর্পণ, বেহুলা গীতাভিনয়।

১. বসন্তকুমারী (১৮৭৩) :

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) রচিত 'বসন্তকুমারী নাটক' লেখকের প্রথম নাটক এবং তৃতীয় গ্রন্থ। এটি ১৮৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বসন্তকুমারী নাটক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান নাট্যকার কর্তৃক রচিত প্রথম সার্থক নাটক।

বৈশিষ্ট্য: এটি প্রচলিত লোককাহিনীর উপাদানে সমৃদ্ধ নাটক। যুবতী-বিমাতার যুবক সতীনপুত্রের প্রতি সমাজনিষিদ্ধ আকর্ষণ, প্রত্যাখ্যান এবং প্রত্যাখ্যাত চিত্রের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বিমাতার নিষ্ঠুরতা নাটকের কাহিনী। নাটকের পরিসমাপ্তি বিয়োগাত্মক। তিন অঙ্কবিশিষ্ট ও এগারো দৃশ্যসম্বলিত নাটকে রয়েছে প্রস্তাবনাসহ মোট ৮টি সঙ্গীত।

প্রধান চরিত্র: বিমাতা রেবতী, সতীনপুত্র নরেন্দ্র, নরেন্দ্রর স্ত্রী বসন্তকুমারী ও পিতা বীরেন্দ্র সিংহ এই চারটি প্রধান চরিত্র আশ্রয়ে নাটকটি বিকশিত। বিমাতা রেবতী চরিত্রটি বাংলা নাটকে সামন্ত মূল্যবোধ-লালিত বঙ্গীয় সমাজে নারীর স্বাধীন চিত্তের প্রথম রুদ্র প্রকাশ। আর 'বসন্তকুমারী' নাটক অবহেলিত নারী হৃদয়ে ভারাক্রান্ত সামন্ত সমাজের অভ্যন্তরে প্রথম বিদ্রোহ। নামকরণে বঙ্কিমের কৃষ্ণকুমারী নাটকের ছোয়া রয়েছে।

২. জমিদার দর্পণ (১৮৭৩) : মুসলমান চরিত্র অবলম্বনে রচিত প্রথম নাটক 'জমিদার দর্পণ'। কৃষকদের জীবনে জমিদার যে কতটুকু অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে তারই প্রামাণ্য চিত্র এ নাটকে অঙ্কিত হয়েছে। অত্যাচারী ও চরিত্রহীন জমিদার হাওয়ান আলীর অত্যাচার এবং কৃষক আবু মোল্লার গর্ভবতী স্ত্রী নুরুন্নেহারকে ধর্ষণ ও হত্যার কাহিনি এতে ফুটে উঠেছে। নাট্যকার একে সমাজের অবিকল ছবি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের নামকরণের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও বিষয়বস্তু, ঘটনা সংস্থাপন ও চিত্রসৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. **মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয় যে ধরনের সাহিত্যকর্ম-** [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
a) প্রহসন b) উপন্যাস
c) ট্রাজেডি d) প্রবন্ধ **উ: C**

২. **'মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে' কার উক্তি?** [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) মীর মশাররফ হোসেনের b) ইসমাইল হোসেন সিরাজীর
c) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের d) কাজী নজরুল ইসলামের **উ: A**

৩. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিকের নাম কী?**
ক. মোতাহের হোসেন খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. ফররুখ আহমদ **উ: গ**

৪. **মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থ হচ্ছে-**
ক. আলালের ঘরের দুলাল খ. হুতোম প্যাঁচার নকশা
গ. কলিকাতা কমলালয় ঘ. গাজী মিয়াঁর বস্তানী **উ: ঘ**

৫. **'গাজী মিয়া' ছদ্মনাম-** [Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer -2017]
a) মীর মশাররফ হোসেনের b) মোতাহের হোসেন চৌধুরীর
c) আবু জাফর শামসুদ্দিনের d) শামসুদ্দীন আবুল কালামের **উ: a**

৬. **'বিষাদসিন্ধু' একটি-**
ক. গবেষণা গ্রন্থ খ. ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ
গ. ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস ঘ. আত্মজীবনী **উ: গ**

৭. **'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কোন জাতীয় রচনা?**
ক. নাটক খ. আত্মজৈবনিক উপন্যাস
গ. কাব্য ঘ. গীতি কবিতার সংকলন **উ: খ**

৮. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নাট্যকার রচিত নাট্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক. জগৎ মোহিনী খ. বসন্তকুমারী
গ. আয়না ঘ. মোহনী প্রেমদাস **উ: খ**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের জনক বলা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম- ১৮৬১ সালের ৭ মে, (২৫ বৈশাখ- ১২৬৮), মৃত্যু- ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮)

তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী।

তিনি ১৮৮৪ সালে ব্রাহ্ম সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০১ সালে কলকাতার বোলপুরে শান্তি নিকেতন গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯২১ সালে এটিকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপদান করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব সম্মানে ভূষিত করেন মহাত্মা গান্ধী; 'বিশ্বকবি' বলে প্রথম সম্মানিত করেন রোমান ক্যাথলিক পণ্ডিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়; 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দেন তৎকালীন ত্রিপুরার রাজা; এবং 'নাইট উপাধি' দেন ১৯১৫ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকার।

১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে 'বসন্ত' নামক গীতিনাট্য উৎসর্গ করেন। আর নজরুল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন 'সঞ্চিতা'। 'তাসের দেশ' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম 'ভানুসিংহ'। এই ছদ্মনামে তিনি ব্রজবুলি ভাষায় রচনা করেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'।

কাব্য ও কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার'। এটি ১৮৭৪ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'কবি কাহিনী'। এটি ১৮৭৪ খ্রি. প্রকাশিত হয়। তবে দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল' (১৮৮০) এর কবিতাগুলো ১৮৭৬ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মোট ৫৬টি। তাঁর হাতে বাংলা গীতিকবিতার পূর্ণবিকাশ ঘটে। তিনি প্রথম টিএস এলিয়টের কবিতার বাংলা অনুবাদ করেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্য ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings' নামে ১৯১২ সালে ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে এ কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ভূমিকা লেখেন WB Yeats। গীতাঞ্জলির ১৫৭টি গীতিকবিতার ভেতরে ৫৩টি গান নেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনূদিত বই 'Song Offerings' এ। গ্রন্থের বাকি ৫০টি গীতিকবিতা রবীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছেন গীতিমালা, নৈবেদ্য, খেয়া, শিশু, কল্পনা, চৈতালী, উৎসর্গ, স্মরণ ও অচলায়তন থেকে।

তাঁর 'বলাকা' কাব্যে গতিতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি 'পূরবী' কাব্য উৎসর্গ করেন আর্জেন্টাইন কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে।

তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিকে তাঁর সমস্ত কাব্যের ভূমিকা বলে উল্লেখ করেছেন। এ কবিতার মূল সুর হল ভবিষ্যৎ বিচিত্র ও বিপুল সম্ভাবনাময়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'শেষলেখা'। তিনি 'দি চাইল্ড' কবিতাটি প্রথমে ইংরেজিতে লিখে পরে বাংলায় অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলনের নাম 'সঞ্চয়িতা'।

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতা হলো 'সোনার তরী' এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

নাটক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত নাটক 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১)। তবে এই নাটকে নাটকীয় গুণাবলি কম থাকায় এটিকে প্রকৃত নাটক বলে আখ্যায়িত করা হয় না। 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক হলো - ডাকঘর, অচলায়তন, বিসর্জন, চিরকুমার সভা, কালের যাত্রা প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'রক্তকরবী' (চরিত্র: নন্দিনী), চিত্রনাটক 'চিত্রাঙ্গদা', গীতিনাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা', সাংকেতিক নাটক 'ডাকঘর'।

উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩)। যদিও (১৮৭৭-৭৮) ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'করুণা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় কিন্তু তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ১২টি। তাঁর অপ্রকাশিত উপন্যাস 'করুণা'। 'গোরা' (১৯১০) রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাস। 'শেষের কবিতা' কাব্যধর্মী উপন্যাস (উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হলো অমিত, লাবণ্য, কেতকী, শোভন লাল)। সামাজিক উপন্যাস হলো 'চোখের বালি' (১৯০৩) (চরিত্র : মহেন্দ্র, আশা, বিনোদিনী), 'নৌকাডুবি (১৯০৬), 'দুইবোন' (শর্মিলা, উর্মিলা) (১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাসগুলো হলো 'শেষের কবিতা' (১৯১৯) 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)। শেষের কবিতা উপন্যাসে ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে।

ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'ভিখারিণী'। এটি ১৮৭৭ সালে ভারতী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গল্পসংকলনের নাম 'গল্পগুচ্ছ'। এটি ৩ খণ্ডে বিভক্ত। গল্পগুচ্ছে মোট গল্পের সংখ্যা ১১৯টি।

অতিপ্রাকৃত গল্প : ক্ষুধিত পাষাণ, কঙ্কাল, জীবিত ও মৃত (চরিত্র : কাদম্বিনী)। রোমান্টিক প্রেমের গল্প- একরাত্রি (চরিত্র : সুরবালা), সমাপ্তি (চরিত্র : মৃন্ময়ী), মধ্যবর্তিনী, স্ত্রীরপত্র।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প- দেনাপাওনা, ছুটি (চরিত্র : ফটিক মাখনলাল), কাবুলিওয়ালা, পোস্টমাস্টার (চরিত্র : রতন), হৈমন্তী, শাস্তি (চরিত্র : ছিদাম, চন্দরা)। সর্বশেষ ছোটগল্পের নাম 'ল্যাবরেটরী'। ছোটগল্পের সংজ্ঞা সম্বলিত কাব্যের নাম 'সোনার তরী' এবং কবিতার নাম 'বর্ষাযাপন'।

অন্যান্য : 'ছিন্নপত্র' রবি ঠাকুরের আত্মকথনমূলক পত্র সংকলন।

ভ্রমণকাহিনী : রাশিয়ার চিঠি (১৯১৯), জাপান যাত্রী (১৯৩১)

প্রবন্ধগ্রন্থ : 'কালান্তর, 'সভ্যতার সংকট'।

সম্পাদিত পত্রিকা : সাধনা, ভারতী।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'ছুটি'	ফটিক
	'কাবুলিওয়ালা'	রহমত, খুকি
	'শাস্তি'	চন্দ্ররা
	'পোস্টমাস্টার'	রতন
	'সমাপ্তি'	মৃন্ময়ী
	'হৈমন্তী'	হৈমন্তী, অপু, গৌরীশঙ্কর
	'নষ্টনীড়'	চারুলতা
	'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'	রাইচরণ
	'একরাত্রি'	সুরবালা (নায়িকা)
	'জীবিত ও মৃত'	কাদম্বিনী
	'বিসর্জন'	জয়সিংহ, রঘুপতি, অপর্ণা
	'ডাকঘর'	অমল
	'গোরা'	গোরা, ললিতা, বিনয়
	'শেষের কবিতা'	অমিত, লাবণ্য, শোভনলাল
	'চোখের বালি'	মহেন্দ্র, বিনোদিনী
	'যোগাযোগ'	মধুসূদন, কুমুদিনী
	'দুইবোন'	শর্মিলা, উর্মিলা
	'ঘরে-বাইরে'	নিখিলেশ, বিমলা

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. বাংলাদেশের কোন স্মৃতি বিজড়িত এলাকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির জন্য ঘুরে বেড়ান?
[Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) কালিগ্রাম b) সখিপুর
c) টুনিরহাট d) ব্যারিস্টার বাজার **উ: A**

২. 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ধরনের গ্রন্থ?
[Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) নাটক b) উপন্যাস
c) প্রবন্ধ d) কাব্য **উ: B**

৩. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উপন্যাস? [Combined 8 Banks & Financial Institution Officer (General)- 2022]
a) পঞ্চগ্রাম b) চার ইয়ারী কথা
c) চতুষ্কোণ d) চতুরঙ্গ **উ: D**

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয় কত সনে?
[Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) ১৯১০ b) ১৯১১
c) ১৯১২ d) ১৯১৩ **উ: A**

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নৃত্যনাট্য কোনটি?
[Janata Bank Officer (Cash)- 2020]
a) তাসের দেশ b) চণ্ডালিকা
c) রক্তকরবী d) ডাকঘর **উ: B**

৬. T.S Eliot এর 'The journey of the Magi' কবিতার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত অনূদিত রূপ হলো:
[Bangladesh Bank Officer General-2019]
a) পুনশ্চ b) তীর্থযাত্রা
c) বাঁশী d) জীবনদেবতা **Ans: b**

৭. **'পঞ্চভূত' কার লেখা?** [Combined 2 Bank IT/ICT-2019]
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর b) কাজী নজরুল ইসলাম
c) জহির রায়হান d) কোনোটিই নয় **উ: a**

৮. **'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম' সে কখনো করে না বঞ্চনা কবিতাংশটি কার?** [Combined 8 Bank SO-2018]
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর b) শামসুর রাহমান
c) কাজী নজরুল ইসলাম d) জীবনানন্দ দাশ **উ: a**

৯. **রবীন্দ্রনাথ রচিত নিচের যে গল্পটির পরিণতি বেদনাবিধুর হয়?**
[Bangladesh Development Bank Ltd. Senior Officer-2017]
a) অতিথি b) পোস্টমাস্টার
c) কঙ্কাল d) ছুটি **উ: c**

১০. **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডি-লিট উপাধি প্রদান করে-**
[Bangladesh Krishi Bank Ltd. Officer Cash-2017]
a) ১৯৩৫ সালে b) ১৯৩৬ সালে
c) ১৯৩৭ সালে d) ১৯৩৮ সালে **উ: b**

১১. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতি হলো-** [Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer -2017]
a) তুমি মোরে ভিক্ষা দাও তব
b) চিহ্ন তব পড়ে আছে তুমি হেথা নাই
c) শ্যামতৃণ হয়ে লুটাইয়া র'ব ধরণীর ধূলিপর
d) অমর বিহঙ্গ শিশু চলে অসীম কুয়াশা হেরি **উ: b**

১২. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম–**
ক. ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ মে খ. ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ জুন
গ. ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ৫ মে ঘ. ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ জুন **উ: ক**

১৩. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা–**
ক. ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে
খ. ৭ বৈশাখ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দে
গ. ২৭ বৈশাখ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে
ঘ. ২৪ বৈশাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে **উ: ক**

১৪. **কোন সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী পালিত হয়?**
ক. ১৯৫১ খ. ১৯৬১
গ. ১৯৭১ ঘ. ১৯৮১ **উ: খ**
ব্যাখ্যা : ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ + ১০০ বছর = ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ।

১৫. **২০১১ সালে সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পালিত হয়–**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
গ. মীর মশাররফ হোসেনের ঘ. প্রমথ চৌধুরীর **উ: ক**
ব্যাখ্যা : ১৮৬১ খ্রি. + ১৫০ বছর (সার্ধশত) = ২০১১ খ্রি.

১৬. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদিবসতি কোথায় ছিল?**
ক. খুলনার দক্ষিণ ডিহি
খ. ছোটনাগপুর মালভূমি
গ. যশোরের কেশবপুর ঘ. কুষ্টিয়ার শিলাইদহ **উ: ক**

১৭. **কোন বাঙালি কবি 'নাইট' উপাধি পেয়েছিলেন?**
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সুকুমার রায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত **উ: গ**

১৮. **রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন কোন সালে?**
ক. ১৯১৩ খ. ১৯১৫
গ. ১৯১৭ ঘ. ১৯১৯ **উ: ঘ**

১৯. **কবি রবিঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ কোন জেলায়?**
ক. রাজশাহী খ. কুমিল্লা
গ. কুষ্টিয়া ঘ. ঢাকা **উ: গ**

২০. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতবার ঢাকায় এসেছিলেন?**
ক. এক খ. দুই
গ. তিন ঘ. চার **উ: খ**

২১. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় ছিলেন না?**
ক. শাহজাদপুর খ. শিলাইদহ
গ. মনপুরা ঘ. পতিশ্বর **উ: গ**

২২. **রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন–**
ক. ১৯০০ সালে খ. ১৯০১ সালে
গ. ১৯০২ সালে ঘ. ১৯০৩ সালে **উ: খ**

২৩. **'বিশ্বভারতী' কে প্রতিষ্ঠা করেন?**
ক. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: খ**

২৪. **রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন কত সালে?**
ক. ১৯২২ খ. ১৯২৫
গ. ১৯২৬ ঘ. ১৯২৮ **উ: গ**

২৫. **বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব বিজ্ঞানী এর সাথে দর্শন, মানুষ ও বিজ্ঞান নিয়ে আলাপচারিতা করেছিলেন–**
ক. নিউটন খ. আইনস্টাইন
গ. শ্রডিঞ্জার ঘ. ম্যাক্স প্লাংক **উ: খ**

২৬. **ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছেন?**
ক. নজরুল খ. রবীন্দ্রনাথ
গ. আবুল হোসেন ঘ. শামসুর রাহমান **উ: খ**

২৭. **এশিয়া তথা উপমহাদেশের প্রথম নোবেল জয়ী কে?**
ক. সি ভি রমন খ. আব্দুল সালাম
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মাদার তেরেসা **উ: গ**

২৮. **সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান প্রথম ভারতীয়–**
ক. স্যার ইকবাল খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কৃষণ চন্দর ঘ. নীরোদ চৌধুরী **উ: খ**

২৯. **কোন বাঙালি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?**
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত **উ: খ**

৩০. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন–**
ক. আগস্ট, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে
খ. সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে
গ. অক্টোবর, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে
ঘ. নভেম্বর, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে **উ: ঘ**

৩১. **রবীন্দ্রনাথ যে রচনাটির জন্য সর্বাধিক বিখ্যাত, সেটি কোনটি?**
ক. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত
খ. গল্পগুচ্ছ
গ. সঞ্চয়িতা ঘ. গীতাঞ্জলি **উ: ঘ**

৩২. **কোনটি শুদ্ধ বানান?**
ক. গীতাঞ্জলি খ. গিতাঞ্জলী
গ. গীতাঞ্জলি ঘ. গিতাঞ্জলি **উ: গ**

৩৩. **'গীতাঞ্জলি' কী ধরনের রচনা?**
ক. নাটক খ. কাব্যগ্রন্থ
গ. গল্প ঘ. প্রবন্ধ **উ: খ**

৩৪. **Rabindranath Tagore translated Gitanjali as-**
Or,
গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের নাম কি?
ক. Gitanjuli খ. Song of Myself
গ. Song Offierings ঘ. Gitabitan **উ: গ**

৩৫. **'Gitanjali' of Rabindranath Tagore was translated by-**
অথবা,
গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ সম্পাদনা করেছেন–
ক. W. B. Yeats খ. Robertt Frost
গ. John Keats ঘ. Rudyard Kipling **উ: ক**

৩৬. **বাংলায় টি.এস. এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক–**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিষ্ণু দে
গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. বুদ্ধদেব বসু **উ: ক**

৩৭. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস–**
ক. চোখের বালি খ. বৌঠাকুরানীর হাট
গ. শেষের কবিতা ঘ. গোরা **উ: খ**

৩৮. **'শেষের কবিতা' উপন্যাসটির নায়ক কে?**
ক. শোভনলাল খ. অমিত রায়
গ. নরেন ঘ. অভিক **উ: খ**

৩৯. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে কোন ভাষাবিদের নাম পাওয়া যায়?**
ক. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
খ. সুকুমার সেন
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. পবিত্র সরকার **উ: ক**

৪০. **"যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি, এবার পূঁজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।" চরণটির রচয়িতা–**
ক. অমিত রায় খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কবি কালিদাস **উ: গ**

৪১. **কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা?**
ক. চতুরঙ্গ খ. চতুর্দশী
গ. চতুষ্কোণ ঘ. চতুষ্পাঠী **উ: ক**

৪২. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা–**
ক. চতুর্দশী খ. চতুষ্পঠী
গ. চতুর্দশপদী ঘ. চার অধ্যায় **উ: ঘ**

৪৩. **'নৌকাডুবি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি–**
ক. গল্প খ. নাটক
গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ **উ: গ**

৪৪. **'যোগাযোগ' উপন্যাসের রচয়িতা কে?**
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. বনফুল ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ঘ**

৪৫. **'মধুসূদন' নিচের যে উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র–**
ক. গৃহদাহ খ. যোগাযোগ
গ. শর্মিষ্ঠা ঘ. নদীবক্ষে **উ: খ**

৪৬. **"কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে।**
সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালার আগে
সকাল বেলায় সলতে পাকানো"– বাক্যদ্বয় কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত?
ক. নৌকাডুবি খ. চোখের বালি
গ. যোগাযোগ ঘ. শেষের কবিতা **উ: গ**

৪৭. **'কুমুদিনী' কোন উপন্যাসের নায়িকা?**
ক. যোগাযোগ খ. ঘরে-বাইরে
গ. নৌকাডুবি ঘ. শেষের কবিতা **উ: ক**

৪৮. **'শর্মিলা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কোন উপন্যাসের নায়িকা?**
ক. দুইবোন খ. মালঞ্চ
গ. শেষের কবিতা ঘ. বৌঠাকুরানীর হাট **উ: ক**

৪৯. **'চোখের বালি' উপন্যাসের রচয়িতা কে?**
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: খ**

৫০. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম ছোটগল্প কোনটি?**
ক. ভিখারিণী খ. ছুটি
গ. সমাপ্তি ঘ. অপরিচিতা **উ: ক**

৫১. **নিচের কোন গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লেখা?**
ক. ক্ষুধিত পাষাণ খ. পদ্মগোখরা
গ. মাস্টারমশাই ঘ. একটি তুলসী গাছের কাহিনী **উ: ক,গ**

৫২. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্প কোনটি?**
ক. একরাত্রি খ. নষ্টনীড়
গ. ক্ষুধিত পাষাণ ঘ. মধ্যবর্তিনী **উ: গ**

৫৩. **যৌতুক প্রথা প্রাধান্য পেয়েছে কোন গল্পে?**
ক. হৈমন্তী খ. বিলাসী
গ. কোরবানী ঘ. মহেশ **উ: ক**

৫৪. **"বুকের রক্তে দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখতে হইবে সে কথা কে জানিত"–এ বাক্যটি কোন লেখায় আছে?**
ক. যৌবনের গান খ. বিলাসী
গ. হৈমন্তী ঘ. পোস্টমাস্টার **উ: গ**

৫৫. **"যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম।**
এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হবে।"– উক্তিটি কোনটির অন্তর্গত?
ক. বিলাসী খ. হৈমন্তী
গ. অর্ধাঙ্গিনী ঘ. বৈকালী
ঙ. সৌদামিনী মালো **উ: খ**

৫৬. **"এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে?" এই উক্তিটি কার?**
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: খ**

৫৭. **'রতন' কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের চরিত্র?**
ক. গিন্নি খ. পোস্টমাস্টার
গ. সুভা ঘ. ছুটি **উ: খ**

৫৮. **"একবার মনে হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি– নদীবক্ষে ভাসমান পথিকের হৃদয়ে এই তথ্যের উদয় হইল? ফিরিয়া ফল কি–এ পৃথিবীতে কে কাহার?" কার লেখা?**
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বঙ্কিমচন্দ্র
গ. তারাশঙ্কর ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ঘ**

৫৯. **'দেনা-পাওনা' গল্পটির রচয়িতা কে?**
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী **উ: খ**

৬০. **'মৃন্ময়ী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোট গল্পের নায়িকা?**
ক. সমাপ্তি খ. দেনা-পাওনা
গ. পোস্টমাস্টার ঘ. মধ্যবর্তিনী **উ: ক**

৬১. 'চারু' ও 'অমল' চরিত্রদ্বয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোট গল্পের চরিত্র?
ক. একরাত্রি খ. জীবিত ও মৃত
গ. সমাপ্তি ঘ. নষ্টনীড়
ঙ. হৈমন্তী উ: ঘ

৬২. 'দেনা পাওনা' উপন্যাস ও 'দেনা-পাওনা' ছোটগল্পের লেখক যথাক্রমে–
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

৬৩. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প নয়?
ক. ল্যাবরেটরি খ. মুসলমানীর গল্প
গ. প্রাগৈতিহাসিক ঘ. অপরিচিতা উ: গ

৬৪. কোনটি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নয়?
ক. একরাত্রি খ. দুরাশা
গ. দুরবস্থা ঘ. মাস্টারমশায় উ: গ

৬৫. "শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের সংলাপ?
ক. একরাত্রি খ. শুভা
গ. সমাপ্তি ঘ. পোস্টমাস্টার উ: গ

৬৬. "কিন্তু মঙ্গল আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল"– উদ্ধৃতাংশটুকু রবি ঠাকুরের কোন গল্প থেকে নেয়া হয়েছে?
ক. শেষের কথা খ. করুণা
গ. কাবুলিওয়ালা ঘ. হৈমন্তী উ: গ

৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নোক্ত কোন তিনটি গল্পেই মুসলমান চরিত্র রয়েছে?
ক. মুকুট, ছুটি ও মুসলমানীর গল্প
খ. কাবুলিওয়ালা, মুসলমানীর গল্প ও সমাপ্তি
গ. ক্ষুধিত পাষাণ, মুকুট ও সুভা
ঘ. সমস্যা পূরণ, মুকুট ও সুভা উ: খ,গ

৬৮. রবীন্দ্রনাথের কোনটি গল্পটিতে মুসলমান চরিত্র আছে?
ক. সমাপ্তি খ. হৈমন্তী
গ. একরাত্রি ঘ. কাবুলিওয়ালা উ: ঘ

৬৯. 'মা, আমার ছুটি হয়েছে, আমি বাড়ি যাচ্ছি'– কোন গল্পের উদ্ধৃতি?
ক. শাস্তি খ. মহেষ
গ. ফটিক ঘ. ছুটি
ঙ. কোনোটিই নয় উ: ঘ

৭০. রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থটি নাটক?
ক. চোখের বালি খ. বলাকা
গ. ঘরে-বাইরে ঘ. রক্তকরবী উ: ঘ

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত কোন নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন?
ক. বিসর্জন খ. ডাকঘর
গ. বসন্ত ঘ. অচলায়তন উ: গ

৭২. 'বিসর্জন' নাটকটি কে রচনা করেছেন?
ক. দীনবন্ধু মিত্র খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: খ

৭৩. 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত–
ক. কাব্যনাটক খ. উপন্যাস
গ. আত্মজীবনী ঘ. ছোটগল্প উ: ক

৭৪. 'কালের যাত্রা' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. অমৃতলাল বসু
গ. নবীনচন্দ্র সেন ঘ. মনোমোহন বসু উ: ক

৭৫. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কালের যাত্রা' নাটকটি নিচের কাকে উৎসর্গ করেন?
ক. সুভাষচন্দ্র বসু খ. লোকেন্দ্রনাথ পালিত
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: গ

৭৬. 'চিরকুমার সভা' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. নুরুল মোমেন খ. মীর মশাররফ হোসেন
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

৭৭. 'ডাকঘর' কোন ধরনের রচনা?
ক. নাটক খ. কবিতা
গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ উ: ক

৭৮. রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক হলো–
ক. রাজা ও রানী খ. ডাকঘর
গ. তাসের ঘর ঘ. প্রায়শ্চিত্ত উ: খ

৭৯. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটক নয়?
ক. রাজা খ. চিরকুমার সভা
গ. দুইবোন ঘ. তাসের দেশ উ: গ

৮০. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নয়?
ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. রাজা
গ. কল্পনা ঘ. ডাকঘর
ঙ. চিরকুমার সভা উ: ক

৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. সোনার তরী খ. সন্ধ্যাসঙ্গীত
গ. কবি-কাহিনী ঘ. জন্মদিনে উ: গ

৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. গীতাঞ্জলি খ. বলাকা
গ. বনফুল ঘ. পূরবী উ: গ

৮৩. কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বনফুল' প্রকাশিত হয়?
ক. পঁচিশ খ. একুশ
গ. পনের ঘ. উনিশ উ: গ

৮৪. কোন কবিতা হতে রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতিতে কবিতা লেখা শুরু করেন?
ক. বলাকা খ. পুনশ্চ
গ. খাপছাড়া ঘ. সেঁজুতি উ: খ

৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পূরবী' কাব্য কাকে উৎসর্গ করেছিলেন?
ক. মৈত্রেয়ী দেবী খ. হেমন্তবালা দেবী
গ. ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ঘ. কাদম্বরী দেবী উ: গ

৮৬. রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা কোন ছন্দে রচিত?
ক. স্বরবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত
গ. মন্দাক্রান্তা ঘ. মাত্রাবৃত্ত উ: ঘ

৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কোথায় রচনা করেন?
ক. শাহজাদপুর খ. শিলাইদহ
গ. পতিসর ঘ. জোড়াসাঁকো উ: খ

৮৮. "গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।"– এ উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. নবীনচন্দ্র সেন
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. সুফী মোতাহার হোসেন উ: ক

৮৯. "একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা"– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার চরণ?
ক. সোনার তরী খ. চিত্রা
গ. মানসী ঘ. বলাকা উ: ক

৯০. ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী/ আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি। এটি কোন কবির কোন কবিতার অংশ?
ক. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সোনার তরী
খ. কবি জসীমউদ্‌দীন : কবর
গ. কবি কাজী নজরুল ইসলাম : সর্বহারা
ঘ. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হিং টিং ছট
ঙ. কবি কাজী নজরুল ইসলাম : বিদ্রোহ উ: ক

৯১. "কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী!"– কোন কবির কবিতা?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উ: গ

৯২. "এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ চাহিনা করিতে বাদ প্রতিবাদ।"– কোন কবির উক্তি?
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. শামসুর রাহমান উ: খ

৯৩. "খাঁচার পাখি ছিল
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।"
পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিহারীরাল চক্রবর্তী
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. কবি সুফিয়া কামাল উ: ক

৯৪. 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে ..... সুন্দরী?' –শূন্যস্থানে কী বসবে?
ক. আমাকে খ. তুমি
গ. মোরে ঘ. ওগো উ: গ

৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যে গতিতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে?
ক. ক্ষণিকা খ. বলাকা
গ. মানসী ঘ. পূরবী উ: খ

৯৬. 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'– রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা?
ক. বলাকা খ. সোনার তরী
গ. চিত্রা ঘ. পুনশ্চ উ: ক

৯৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা কোনটি?
ক. আদুরে খ. আমাদের ছোট নদী
গ. জননী ঘ. কবর উ: খ

৯৮. স্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন–
ক. স্মরণ খ. উৎসর্গ
গ. নৈবদ্য ঘ. খেয়া উ: ক

৯৯. রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'শা-জাহান' কবিতাটি তার কোন কাব্যে স্থান পেয়েছে?
ক. ক্ষণিকা খ. বলাকা
গ. চিত্রা ঘ. পূরবী উ: খ

১০০. 'চিত্রা' রবীন্দ্রনাথের একটি–
ক. উপন্যাস খ. প্রবন্ধ
গ. কাব্যগ্রন্থ ঘ. নাটক উ: গ

১০১. বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত কবিতা '১৪০০ সাল' এর রচয়িতা কে?
ক. নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. গোলাম মোস্তফা উ: খ

১০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উর্বশী' কবিতাটি কোন কাব্যে অন্তর্গত?
ক. ক্ষণিকা খ. চিত্রা
গ. সোনার তরী ঘ. বলাকা উ: খ

১০৩. "ধরণীর কোন এক দীনতম গৃহে যদি জন্মে প্রেয়সী"– কার লেখা?
ক. মোহিতলাল মজুমদার
খ. দীননাথ সেন
গ. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. কবি কাজী নজরুল ইসলাম উ: গ

১০৪. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় 'ধাম' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক. তীর্থস্থান খ. পাত্র বিশেষ
গ. জমি ঘ. আনন্দ উ: ক

১০৫. "আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।"– পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. মোজাম্মেল হক ঘ. মোতিলাল মজুমদার উ: ক

১০৬. "পরে মাস-দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ের বাহির হইনু পথে–
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।"
–পঙ্‌ক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কোন কবিতার অংশ?
ক. পুরাতন ভৃত্য খ. চিত্রা
গ. দুই বিঘা জমি ঘ. দিন শেষে উ: গ

১০৭. "নমোনমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি" উদ্ধৃতাংশের লেখক–
[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক: ৯৯]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. সুফিয়া কামাল
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. রবীন্দ্রনাথ উ: ঘ

১০৮. "যে তোমার পুত্র নহে তারো ..... আছে।" শূন্যস্থানে প্রচলিত শব্দটি চিহ্নিত করুন?
ক. পিতা খ. পুত্র
গ. দাবি ঘ. অধিকার উ: ক

১০৯. "নীল নবঘনে আষাঢ় ..... ঠাঁই আর নাহিরে।"
ক. তিল খ. এতটুকু
গ. বিন্দু ঘ. সামান্য উ: ক

১১০. "নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে"– পঙ্‌ক্তিটি কার লেখা?
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. সিকান্দার আবু জাফর ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

১১১. "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"– চরণটি কার রচনা?
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. সুফিয়া কামাল
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

১১২. মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।' চরণ দুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতা উল্লেখ আছে?
ক. সোনার রতী খ. নূতন
গ. প্রাণ ঘ. পুরাতন উ: গ

১১৩. "কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা।"– পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. সুকুমার রায়
গ. শেখ ফজলল করিম ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উ: ক

১১৪. "শৈবাল দীঘিরে কহে উচ্চ করি শির, লিখে রেখ, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।"– এ অংশটুকুর মূল প্রতিপাদ্য?
ক. প্রতিদান খ. প্রত্যুপকার
গ. অকৃতজ্ঞতা ঘ. অসহিষ্ণুতা উ: গ

১১৫. শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো, ... দিলেম শিশির।
ক. এক বিন্দু খ. এক ফোঁটা
গ. দুই বিন্দু ঘ. এতটুকু
ঙ. কোনোটিই নয় উ: খ

১১৬. "হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে–এই ভারতের মহানমানবের
সাগরতীরে।" চরণগুলো কার রচিত?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. প্রফুল্লচন্দ্র রায় উ: গ
ব্যাখ্যা : গীতাঞ্জলি'র ভারততীর্থ কবিতার পঙ্‌ক্তি।

১১৭. 'সঞ্চয়িতা' কোন কবির কাব্য সংকলন?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. বিষ্ণু দে উ: গ

১১৮. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা?
ক. গীতালি খ. মরীচিকা
গ. কনকাঞ্জলি ঘ. হোমশিখা উ: ক

১১৯. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ?
ক. শেষ লেখা খ. শেষ প্রশ্ন
গ. শেষকথা ঘ. শেষদিন উ: ক

১২০. রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. পরিশেষ খ. শেষ লেখা
গ. জন্মদিনে ঘ. পুনশ্চ উ: খ

১২১. "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি"– রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা?
ক. পূরবী খ. শেষ লেখা
গ. আকাশ প্রদীপ ঘ. সেঁজুতি উ: খ

১২২. সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম–সে কখনো করে না বঞ্চনা। কবিতাংশটি কার?
ক. শামসুর রাহমান খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. জীবনানন্দ দাশ উ: খ

১২৩. পদাবলী লিখেছেন–
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. কায়কোবাদ উ: ক

১২৪. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এর রচয়িতা কে?
ক. ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় খ. চণ্ডীদাস
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. ভারতচন্দ্র উ: গ

১২৫. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভাষা–
ক. সৌরসেনী অপভ্রংশ খ. বঙ্গকামরূপী ভাষা
গ. ব্রজবুলি ঘ. বঙ্গভাষা উ: গ

১২৬. 'বিদায় অভিশাপ' কবিতাটি কার লেখা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. বিহারী লাল চক্রবর্তী উ: গ

১২৭. 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সনেটটি কার রচনা?
ক. অতুলপ্রসাদ সেন খ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: গ

১২৮. নিচের কোনটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত কবিতার নাম?
ক. কবি খ. ছবি
গ. জীবনের জলছবি ঘ. কাঠ কয়লার ছবি উ: খ

১২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবজীবনের সাথে কোনটির তুলনা করেছেন?
ক. নদী খ. বৃক্ষ
গ. পথ ঘ. পাহাড় উ: ক

১৩০. "মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না"– কার কথা?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. শেক্সপীয়র ঘ. কবি কায়কোবাদ উ: খ

১৩১. নিচের কবিতাংশটি কোন কবির রচনা?
"যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

কাজী নজরুল ইসলাম

তাঁর জীবন থেকে নেয়া:

- জন্ম: ২৪ মে, ১৮৯৯ খ্রি. (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)।
- জন্মস্থান: ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।
- মৃত্যু: ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রি. (১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, ৭৭ বছর বয়সে)।
- মৃত্যুস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ।
- মৃত্যুর কারণ: পিক্স ডিজিজ নামক মস্তিষ্ক রোগ (১৯৪২)।
- বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন ৪৩ বছর বয়সে।
- তাঁর পিতা: কাজী ফকির আহমদ এবং মা হলেন জাহেদা খাতুন। তাঁর পিতা ছিলেন স্থানীয় এক মসজিদের ইমাম।
- সমাধি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ।
- তিনি ছিলেন 'বাংলার নবজাগরণ' আন্দোলনের পথিকৃৎ।
- তিনি ছিলেন একাধারে– কবি, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, সম্পাদক।
- ডাক নাম: দুখু মিয়া, নজর আলী, তারা ক্ষেপা, হৈ হৈ কাজী, ব্যাঙ্গাচি।
- তিনি মোট ঢাকায় আসেন ১৩ বার। প্রথম আসেন ১৯২৬ সালের জুন মাসে।
- নজরুলকে স্থায়ীভাবে ঢাকা আনা হয় ১৯৭২ সালে।

তাঁর উপাধি ও ছদ্মনাম:

- উপাধি: বিদ্রোহী কবি, বাংলাদেশের জাতীয় কবি (১৯৭৪)।
- ছদ্মনাম: ধূমকেতু, কলহন মিশ্র, রূপকার, বুলবুল।

তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা:

পত্রিকার নাম	প্রকাশকার
নবযুগ (সান্ধ্য দৈনিক, যুগ্ম সম্পাদক)	১২ জুলাই, ১৯২০ খ্রি.
ধূমকেতু (অর্ধসাপ্তাহিক)	১২ আগষ্ট, ১৯২২ খ্রি.
লাঙ্গল (প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল)	১৯২৫ খ্রি.

পুরুস্কার, পদক ও উপাধি

- ★ **পুরস্কার:** স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৭)।
- ★ **পদক:** একুশে পদক: ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক।
  জগত্তারিনী স্বর্ণপদক: ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক।
  'পদ্মভূষণ পদক': ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক।

তাঁর কর্ম জীবন:

- ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সালে তাঁর কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হলে ধূমকেতু প্রবন্ধ নিষিদ্ধ হয়। একই বছর ২৩ জানুয়ারি 'যুগবাণী' প্রবন্ধগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়। ঐ দিনই তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়।
- ১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি নজরুল বিচারাধীন বন্দি হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে এক জবানবন্দি প্রদান করে। ঐ বছরের ১৬ জানুয়ারি বিচারের পর নজরুলকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
- পরবর্তীতে তাঁর সেই জবানবন্দি বাংলা সাহিত্যের 'রাজবন্দির জবানবন্দি' এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।
- তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সঞ্চিতা' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।
- 'বাঁধনহারা' উপন্যাসটি সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকারকে উৎসর্গ করেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলের বন্দী অবস্থায় উৎসর্গ করেন। এই আনন্দে জেলে বসে নজরুল 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি রচনা করেন।

নজরুল ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ

অগ্নিবীণা :

- অগ্নিবীণা প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে (কার্তিক, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)।
- এটি নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাস'।
- 'বিদ্রোহী' এ কাব্যের দ্বিতীয় ও প্রধান কবিতা, যা ১৯২২ সালের সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- এ গ্রন্থে বিদ্রোহী কবিতাসহ মোট ১২টি কবিতা রয়েছে।
- কবিতাগুলো হলো– প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু, কামালপাশা, আনোয়ার, রণভেরী, সাত-ইল-আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবানী, মোহররম।
- 'ধূমকেতু' ও 'রক্তাম্বারধারিণী মা' রাজনৈতিক কবিতা।
- কাব্যটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়।

'দোলন-চাঁপা':

- প্রকাশকাল– অক্টোবর, ১৯২৩ খ্রি. (আশ্বিন, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ)।
- নজরুলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ।
- তিনি জেলে রাজবন্দী থাকা অবস্থায় এটি প্রকাশিত হয়।
- এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা– 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'।

'বিষের বাঁশি':

- প্রকাশকাল– ১৯২৪ খ্রি. (শ্রাবণ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)।
- এটি বিদ্রোহী প্রধান কাব্য যা তিনি নিজেই প্রকাশ করেন।
- এটি নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ।
- ১৯২৪ সালেই এটি নিষিদ্ধ করা হয়।

'ভাঙ্গার গান':

- প্রকাশকাল– ১৯২৪ খ্রি. (শ্রাবণ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)।
- এ বছরের ১১ নভেম্বর গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়।

'ছায়ানট':

- প্রকাশকাল– ১৯২৪ খ্রি.।
- এটি প্রেমপ্রধানমূলক কাব্য।
- উল্লেখযোগ্য কবিতা– চৈতী হাওয়া, বিদায় বেলায়।

'পুবের হাওয়া':

- প্রকাশকাল– ১৯২৫ খ্রি.
- এটিও প্রেমপ্রধান কাব্য।

'চিত্তনামা':

- প্রকাশকাল– ১৯২৫ খ্রি. (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

- **'সাম্যবাদী':**
  - প্রকাশকাল– ডিসেম্বর, ১৯২৫ খ্রি. ।
  - এটি নজরুলের অসাধারণ ও মানবতাবাদী কাব্যগ্রন্থ ।
- **'সর্বহারা'** (প্রকাশকাল– ১৯২৬ খ্রি.)
- **'ঝিঙেফুল':** (এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে)
- **'সিন্ধু হিন্দোল':** (প্রকাশকাল– ১৯২৭ খ্রি)
  - কাব্যটি প্রেমপ্রধান ।
  - উল্লেখযোগ্য কবিতা– সিন্ধু দারিদ্র্য, অভিযান ।
- **'ফণিমনসা':** (প্রকাশকাল– ১৯২৭খ্রি.)
- **'সঞ্চিতা':** (প্রকাশকাল– ১৯২৮ খ্রি.)
  - ৭৮টি কবিতা ও গান এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ।
  - কবি নজরুল গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন 'বিশ্বকবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু' লিখে ।
- **'জিঞ্জিরা':** (প্রকাশকাল– ১৯২৮ খ্রি.)
- **'সন্ধ্যা':** (প্রকাশকাল– ১৯২৯ খ্রি.)
- **'চক্রবাক':** (প্রকাশকাল– ১৯২৯ খ্রি.)
- **'প্রলয় শিখা':** (প্রকাশকাল– ১৯৩০ খ্রি.)
- **'মরু ভাস্কর':** (রচনাকাল– ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে)
  - গ্রন্থকারে ছাপা হয় ১৯৫০ সালে (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) ।
  - এ কাব্যের ৪টি সর্গে ১৮টি খণ্ড কবিতা স্থান পেয়েছে ।
  - গ্রন্থটি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী নিয়ে রচিত ।
- **'সাতভাই চম্পা':** (প্রকাশকাল– ১৯৩১ খ্রি.)
  - এটি একটি শিশুতোষ কাব্য ।
- **'নতুন চাঁদ':** (প্রকাশকাল– ১৯৪৫ খ্রি.)
  - এটি একটি জীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থ ।
- **'ঝড়':** (প্রকাশকাল– ১৯৬০ খ্রি.)
  - এটি একটি জীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থ ।
- **'ইসলামী কবিতা':**
  - নজরুল ইসলামের 'ইসলামী' কবিতা । প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে ।

নজরুলের কবিতা

- **'মুক্তি':**
  - এটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা ।
  - ১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।
- **'প্রলয়োল্লাস':**
  - এটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ।
- **'বিদ্রোহী':**
  - এটি 'অগ্নিবীণা'র দ্বিতীয় কবিতা ।
  - ১৯২২ সালে 'সাপ্তাহিক বিজলী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ।
- **'রক্তাম্বরধারিণী মা':**
  - 'অগ্নিবীণা' কাব্যের অন্তর্গত ।
- **'সাম্যবাদী':**
  - কবিতাটি 'লাঙ্গল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।
- **'আনন্দময়ীর আগমনে':**
  - কবিতাটি রচনার কারণে কবির কারাদণ্ড হয়েছিল ।
- **'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার':**
  - কবিতাটি 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ।
- **'খেয়াপারের তরণী':**
  - ঢাকার নবাব পরিবারের এক মহিলার অঙ্কিত ছবি দেখে কবিতাটি রচনা করেছিলেন ।
- **'পূজারিণী':**
  - কবিতাটি 'দোলন চাঁপা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ।
- **'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি':**
  - **কবিতাটি 'চক্রবাক' কাব্যের অন্তর্গত।**
  - এখানে 'গুবাক' শব্দের অর্থ সুপারি ।
- **'প্রেমমূলক কবিতা':** বেদনা, অভিমান, মরমী, আকরুণ প্রিয়া, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, সাজিয়াছি মৃত্যুর উৎসবে, চিরজনমের প্রিয়া ।

কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ
সিন্ধু	সিন্ধু-হিন্দোল	চল্ চল্ চল্	সন্ধ্যা
অগ্রপথিক	জিঞ্জিরা	জীবন বন্দনা	সন্ধ্যা
সব্যসাচী	ফণি-মনসা	গাহি তাহাদেরই গান	সন্ধ্যা
মানুষ	সাম্যবাদী	মহররম	অগ্নিবীণা
আমি সৈনিক	যৌবনের গান	সংকল্প	তোষামোদ

নজরুলের নাটকসমূহ

- **ঝিলিমিলি:**
  - প্রকাশকাল– ১৯৩০ খ্রি. (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)
  - এটি নজরুলের প্রথম নাটক ।
  - তিনটি ছোট নাটকের সমন্বয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । নাটক তিনটি হলো– ঝিলিমিলি, সেতুবন্ধ, শিল্পী ।

নাটকের নাম	প্রকাশকাল
পুতুলের বিয়ে	১৯৩৩ খ্রি.
আলেয়া	১৯৩১ খ্রি.
ঝড়	১৯৬০ খ্রি.
মধুমালা	১৯৬০ খ্রি.
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	১৯৬৪ খ্রি.

নজরুলের উপন্যাস

- **বাঁধনহারা (১৯২৭ খ্রি./১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) :**
  - 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯২১ খ্রি. ।
  - এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস ।
  - উপন্যাসে পত্র সংখ্যা ১৮টি ।
  - প্রধান চরিত্র হলো– নরুল হুদা, রাবেয়া, মাহবুবা, সাহসিকা ।

☐ মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩১ খ্রি./১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) :

- ❖ এটি 'সওগাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় ১৩৩৪-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত।
- ❖ এটি একটি সামাজিক উপন্যাস।
- ❖ এটি নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।
- ❖ ময়মনসিংহের ত্রিশাল অঞ্চলের ক্ষুধা-পীড়িত সাধারণ মানুষের জীবন এবং অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত।
- ❖ প্রধান চরিত্রগুলো– রুবি, আনসার, মোয়াজ্জেম, মেজ বৌ।
- ❖ নারী জীবনের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা এবং সমাজের বাস্তবচিত্র এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে।

☐ কুহেলিকা (১৯৩১ খ্রি./১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) :

- ❖ এই উপন্যাসটি সশস্ত্র বিপ্লবের পটভূমিতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গে রচিত।
- ❖ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি সশস্ত্র বিপ্লবের উপর লিখিত দ্বিতীয় উপন্যাস (প্রথমটি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী)।

নজরুল ও তাঁর ছোটগল্প

☐ ব্যথার দান (ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ খ্রি.):

- ❖ এটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রথম গল্পগ্রন্থ।

☐ রিক্তের বেদন (ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রি.):

- ❖ এটি নজরুলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ।
- ❖ এ গ্রন্থে নারীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চিত্রায়ণ করা হয়েছে।

☐ শিউলিমালা (ডিসেম্বর, ১৯৩১ খ্রি./১৩৩৮ বঙ্গাব্দ):

- ❖ গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত গল্পসমূহ– পদ্ম-গোখরো, জিনের বাদশা, অগ্নি-গিরি, শিউলিমালা, প্রভৃতি।

☐ নজরুল ও তাঁর রণসঙ্গীত:

- ❖ তিনি বাংলাদেশের জাতীয় রণসঙ্গীতের রচয়িতা।
- ❖ ১৯২৮ সালে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- ❖ গানটি প্রকাশিত হয় 'নতুনের গান' শিরোনামে। এটি তাঁর 'সন্ধ্যা' কাব্যের অন্তর্গত। পরে এর নাম হয় 'চল্ চল্ চল্'।

নজরুল ও তাঁর চলচ্চিত্র

☐ নজরুল:

- ❖ এটি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কানাডায় নির্মিত একটি চলচ্চিত্র।
- ❖ নজরুল চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন ফিলিপ স্পারেল।

☐ ধূপছায়া:

- ❖ ১৯৩১ সালে নির্মিত নজরুল পরিচালক চলচিত্র।
- ❖ প্রথম বাঙালি মুসলমান চলচ্চিত্রকার কাজী নজরুল ইসলাম।

☐ ধ্রুব:

- ❖ 'ধ্রুব' চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৩৪ সালে।
- ❖ তিনি পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী ছিলেন।
- ❖ তিনি এই চলচ্চিত্রের নারীদের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

পাতালপুরী, গ্রহের ফের, গোরা, নন্দিনী, চৌরঙ্গী : এ সকল চলচ্চিত্রে নজরুল সুরকার, গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে জড়িত ছিলেন।

বিদ্যাপতি (বাংলা ও হিন্দি), সাপুড়ে : এই চলচ্চিত্রগুলোর কাহিনি গীত ও সুর রচনা করেন।

খুকি ও কাঠবিড়ালি এবং লিচু চোর : নজরুলের এই দুটি কবিতা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

প্রেমমূলক : খুকী ও কাঠ বিড়ালী, প্রভাতী, লিচুচোর, ঝুমকো লতার জোনাকী, ঘুমপাড়ানি গান, আমি যদি বাবা হতাম বাবা হত খোকা, মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়।

তাঁর প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

☐ যুগবাণী (অক্টোবর, ১৯২২ খ্রি.):

- ❖ এটি নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ।
- ❖ প্রকাশের পরপরই ২৩ নভেম্বর, ১৯২২ সালে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নিষেধাজ্ঞা ওঠে যায়।
- ❖ নবযুগ, ধর্মঘট, সত্য-শিক্ষা, ভাব ও কাজ, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাগরণী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলোতে স্বদেশী চিন্তাচেতনা ও ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রকাশিত হয়।

রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩ খ্রি.), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬ খ্রি.), রুদ্রমঙ্গল।

তাঁর অনুবাদ ও বিবিধ

দিওয়ান হাফিজ (১৯৩০)	কাব্যে আমপারা (১৯৩৩)
মক্তব সাহিত্য (১৯৩৫)	রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম

তাঁর বাজেয়াপ্ত হওয়া রচনা–

গ্রন্থের নাম	প্রকৃতি	রচয়িতা	বাজেয়াপ্তকারী
বিষের বাঁশি	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম	ব্রিটিশ সরকার
ভাঙ্গার গান	কাব্যগ্রন্থ		ব্রিটিশ সরকার
প্রলয় শিখা	কাব্যগ্রন্থ		৬ মাসের জেল
চন্দ্রবিন্দু	সংগীতগ্রন্থ		৬ মাসের জেল
যুগবাণী	প্রবন্ধগ্রন্থ		ব্রিটিশ সরকার
আনন্দময়ীর আগমনে	কবিতা		১ বছরের কারাদণ্ড
বিদ্রোহীর কৈফিয়ত	কবিতা		ব্রিটিশ সরকার

তাঁর সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য–

- ❖ নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়– ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬।
- ❖ যে প্রেক্ষাপটে 'নবযুগ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়– অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের।
- ❖ 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন– শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।
- ❖ 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বাণী– 'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু/আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু।
- ❖ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়– কাজী নজরুল ইসলামকে।
- ❖ আধুনিক বাংলা গানের জগতে নজরুল যে নামে পরিচিত– বুলবুল।
- ❖ নজরুলকে ভারত থেকে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে আনা হয়– ২৪ মে, ১৯৭২ সালে।
- ❖ নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়– ১৯৭৪ সালে।
- ❖ ২০০৪ সালের বিসিসির বাংলা বিভাগ কর্তৃক জরিপকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় নজরুলের স্থান– তৃতীয়।
- ❖ তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়– দুই দিনের।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প? [Combined 9 Bank Senior Officer (General)-2023]
a. পদ্মরাগ b. পদ্মপুরান
c. পদ্মগোখরা d. সবকটি **উ: c**

২. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) আজাদ b) সবুজপত্র
c) বিজলী d) দৈনিক পূর্বকোণ **উ: C**

৩. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস নয় কোনটি? [Combined 9 Banks Officer (General)- 2022]
a) শিউলিমালা b) বাঁধন-হারা
c) মৃত্যু-ক্ষুধা d) কুহেলিকা **উ: A**

৪. নীচের যেটি কাজী নজরুল ইসলামের প্রাপ্ত পুরস্কার বা উপাধি নয়– [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]
a) মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পদক b) জগত্তারিনী পদক
c) একুশে পদক d) পদ্মভূষণ **উ: A**

৫. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা নয় যেটি- [Bangladesh Bank Officer General-2019]
a) লাঙ্গল b) ধূমকেতু
c) নবযুগ d) বিজলী **উ: D**

৬. 'রুদ্র-মঙ্গল' কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি- [Rupali Bank Ltd. Officer-2019]
a) কাব্যগ্রন্থ b) গল্পগ্রন্থ
c) প্রবন্ধগ্রন্থ d) উপন্যাস **উ: c**

৭. 'শিউলিমালা' কে লিখেছেন? [Pubali Bank Ltd. TAJO Cash-2019]
a) কাজী নজরুল ইসলাম b) আল মাহমুদ
c) ফররুখ ইসলাম d) শামসুর রাহমান **উ: a**

৮. 'আজি সৃষ্টি সুখের উলাসে' কবিতাটি কোন কাব্যের? [Palli Sanchay Bank Ltd. ACO-2018]
a) বিষের বাঁশি b) অগ্নিবীণা
c) দোলনচাঁপা d) ফণিমনসা **উ: c**

৯. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত নিচের কোনটি? [Combined 8 Bank SO-2018]
a) মাল্যবান b) কুহেলিকা
c) তোহ্ফা d) চিত্রা **উ: b**

১০. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস নয়- [Bangladesh Krishi Bank Ltd. Officer Cash-2017]
a) বাঁধন-হারা b) মৃত্যু-ক্ষুধা
c) ব্যাথার দান d) কুহেলিকা **উ: c**

১১. 'দাঁড়ি-মুখে সারি গান-লা শরীক আল্লাহ!' 'দাঁড়ি-মুখে' বলতে বোঝানো হয়েছে- [Bangladesh Krishi Bank Ltd. Officer Cash-2017]
a) শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখে b) দ্বার রক্ষকদের মুখে
c) দাঁড়িপাল্লাওয়ালাদের মুখে d) মাঝিদের মুখে **উ: d**

১২. কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম তারিখ কোনটি?
ক. ১১ জ্যৈষ্ঠ খ. ২২ শ্রাবণ
গ. ১২ ভাদ্র ঘ. ২৩৫ বৈশাখ **উ: ক**

১৩. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বাংলা কোন সালে?
ক. ১৩০৬ খ. ১৩০৮
গ. ১৩০৯ ঘ. ১৩১১ **উ: ক**

১৪. কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকাল কোনটি?
ক. ১৮২৪ – ১৮৭৩ খ্রি. খ. ১৮৫৬ – ১৯৩৭ খ্রি.
গ. ১৮৬১ – ১৯৪১ খ্রি. ঘ. ১৮৯৯ – ১৯৭৬ খ্রি. **উ: ঘ**

১৫. কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
ক. রাখাকুড়া খ. মাধবপুর
গ. আঁধারিয়া ঘ. চুরুলিয়া **উ: ঘ**

১৬. বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোন সালের কত তারিখে পরলোকগমন করেন?
ক. ১৯৭২ সালের ১৪ আগস্ট
খ. ১৯৭৪ সালের ০২ জানুয়ারি
গ. ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট
ঘ. ১৯৭৭ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি **উ: গ**

১৭. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পরলোক গমনের বাংলা সন কোনটি?
ক. ১৩৮১ বঙ্গাব্দ খ. ১৮৩২ বঙ্গাব্দ
গ. ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ঘ. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ **উ: গ**

১৮. কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর কোথায় অবস্থিত?
ক. আজিমপুরের কবরস্থানে
খ. মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে
গ. বনানীতে
ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে **উ: ঘ**

১৯. কোন সালে কাজী নজরুল ইসলাম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি রহিত হয়?
ক. ১৯২৯ খ. ১৯৩০
গ. ১৯৪১ ঘ. ১৯২৮ **উ: গ**
ব্যাখ্যা : কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৪২ সালে তেতাল্লিশ বছর 'পিকস্ ডিজিজ' নামক মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

২০. কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম কবে ঢাকায় আসেন?
ক. ১৯৭৬ সালে খ. ১৯৭৪ সালে
গ. ১৯২৬ সালে ঘ. ১৯৬২ সালে **উ: গ**

২১. কবি নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়–
ক. ১৯৭৩ সনে খ. ১৮৭৪ সনে
গ. ১৯৭৫ সনে ঘ. ১৯৭৬ সনে **উ: ঘ**

২২. কোন তারিখে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ সরকার কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্বপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন?
ক. ১৯৭২ সালের ১৪ মে খ. ১৯৭২ সালের ২৪ মে
গ. ১৯৭৪ সালের ১২ মে ঘ. ১৯৭৪ সালের ২২ মে **উ: খ**

২৩. কোন কবিকে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উ: ক

২৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজী নজরুল ইসলামকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে–
ক. ১৯৭৫ সালে খ. ১৯৭৪ সালে
গ. ১৯৭৩ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে উ: খ

২৫. কোথায় কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবনের সূচনা ঘটে?
ক. লেটোর দলে খ. সেনাবাহিনীতে
গ. রুটির দোকানে ঘ. স্কুলে উ: ক

২৬. 'সৈনিক কবি' কে?
ক. সৈয়দ আলী আহসান খ. আল মাহমুদ
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত উ: গ

২৭. কল্লোল যুগের কবি কে ছিলেন?
ক. জসীমউদ্দীন খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য উ: ক,খ

২৮. কাজী নজরুল ইসলাম কোন পত্রিকায় লিখতেন?
ক. ধূমকেতু খ. আজাদ
গ. সংবাদ ঘ. আনন্দ বাজার উ: ক

২৯. কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি ঘোষণা করা হয় কোন সনে?
ক. ১৯৭১ খ. ১৯৭৩
গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৮০ উ: গ

৩০. কাজী নজরুল ইসলাম কোন সালে সাহিত্যে একুশে পদক পান?
ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৭
গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৭৯ উ: ক

৩১. কাজী নজরুল ইসলামের পিতা ছিলেন–
ক. দরিদ্র কৃষক খ. যাত্রাদলের ম্যানেজার
গ. মাজারের খাদেম ঘ. রুটির দোকানদার উ: গ

৩২. কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কোন দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়?
ক. যুক্তরাজ্য খ. কানাডা
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. ভারত উ: খ

৩৩. কাজী নজরুল ইসলাম অভিনীত চলচ্চিত্রের নাম নির্দেশ করুন?
ক. পাতালপুরী খ. গোরা
গ. ধ্রুব ঘ. গ্রহের ফের উ: গ

৩৪. কবে, কোথায় প্রথম আন্তর্জাতিক নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
ক. ৮ জুন, ২০০৫, ঢাকা
খ. ১১ জুন, ২০০৫, কলকাতা
গ. ১৫ জুন, ২০০৫, কলকাতা
ঘ. ১২ জুন, ২০০৫, ঢাকা উ: ঘ

৩৫. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ–
ক. বিষের বাঁশি খ. বিদ্রোহী
গ. অগ্নিবীণা ঘ. রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ উ: গ

৩৬. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক. অগ্নিবীণা খ. অগ্নীবিণা
গ. অগ্নীবীণা ঘ. অগ্নিবিণা
ঙ. কোনোটিই নয় উ: ক

৩৭. কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যটি প্রকাশিত হয়–
ক. ১৯২০ সালে খ. ১৯২১ সালে
গ. ১৯২২ সালে ঘ. ১৯২৩ সালে উ: গ

৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম 'অগ্নিবীণা' কাব্য কাকে উৎসর্গ করেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. চিত্তরঞ্জন দাশ
গ. সুভাষচন্দ্র বসু ঘ. বারীন্দ্রকুমার ঘোষ উ: ঘ

৩৯. 'অগ্নিবীণা' কাব্যের কবিতা সংখ্যা–
ক. ১২ খ. ১৪
গ. ১৯ ঘ. ১৭ উ: ক

৪০. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত প্রথম কবিতা–
ক. অগ্রপথিক খ. বিদ্রোহী
গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. ধূমকেতু উ: গ

৪১. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতার নাম কী?
ক. আনোয়ার পাশা খ. শাত-ইল-আরব
গ. কোরবানী ঘ. মোহররম উ: ঘ

৪২. কোন কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যের নয়?
ক. প্রলয়োল্লাস খ. ধূমকেতু
গ. রণভেরী ঘ. যৌবনের গান উ: ঘ

৪৩. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কার রচনা?
ক. মোহিতলাল মজুমদার খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: ঘ

৪৪. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯২৬ খ. ১৯২৫
গ. ১৯২২ ঘ. ১৯২১ উ: ঘ

৪৫. নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?
ক. সাপ্তাহিক বিজলীতে খ. মাসিক মোসলেম ভারতে
গ. দৈনিক ছোলতানে ঘ. দৈনিক নবযুগে উ: ক

৪৬. কোন পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়?
ক. লাঙ্গল খ. নবযুগ
গ. ধূমকেতু ঘ. বিজলী উ: ঘ

৪৭. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশি
গ. দোলন চাঁপা ঘ. বাঁধন-হারা উ: ক

৪৮. "আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।"
– পঙ্‌ক্তিটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতার অংশ?
ক. বিদ্রোহী খ. আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
গ. কাণ্ডারী হুশিয়া ঘ. সাম্যবাদী উ: ক

৪৯. 'আমি ভরা তরী করি -----।' শূন্যস্থানে কোনটি বসবে?
ক. উদ্ধার খ. নিমজ্জিত
গ. রক্ষা ঘ. ভরাডুবি উ: ঘ

৫০. "মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য"– এটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতার চরণ–
ক. বিদ্রোহী খ. শাত-ইল-আরব
গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. খেয়াপারের তরণী উ: ক

৫১. "আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।"–
পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. ফররুখ আহমদ উ: খ

৫২. 'আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি'। চরণটি কোন কবিতার?
ক. ধূমকেতু খ. বীরাঙ্গনা
গ. শিখা ঘ. বিদ্রোহী উ: ঘ

৫৩. "যাত্রীরা রাত্তিরে হতে এল খেয়া পার,
বাজ্রেরি তুর্যে এ গর্জেছে কে আবার?– চরণ দু'টি কার লেখা?
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. ফররুখ আহমদ
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: গ

৫৪. "নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরুণীর পাপী যত নিঃস্বে।" পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুর রাহমান ঘ. ফররুখ আহমদ উ: খ

৫৫. নিচের উদ্ধৃতাংশ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে?
"কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ী মুখে সারিগান-লা শরীক আল্লাহ।"
ক. কাণ্ডারী হুশিয়ার খ. খেয়াপারের তরণী
গ. সিন্ধু : প্রথম তরঙ্গ ঘ. সিন্ধু : দ্বিতীয় তরঙ্গ উ: খ

৫৬. "কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝিমাল্লা,
দাঁড়ী-মুখে সারি গান লা-শরীক আল্লাহ।"–এখানে দাঁড়ী-মুখে বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. দাঁড়িমণ্ডিত মুখে খ. দড়িবাঁধা মুখে
গ. দৃঢ়-কঠিন মুখে ঘ. দাঁড়বাহীদের মুখে উ: ঘ

৫৭. নজরুলের কোন রচনাটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে?
ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশি
গ. ব্যথার দান ঘ. ছায়ানট উ: খ

৫৮. কোন গ্রন্থটি কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত?
ক. সাম্য খ. অণল প্রবাহ
গ. শিকওয়া ঘ. সাম্যবাদী উ: ঘ

৫৯. কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
ক. প্রবাসী খ. ভারতবর্ষ
গ. লাঙ্গল ঘ. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা উ: গ

৬০. "গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!"
– কবিতাংশটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কোন কবিতার অংশ?
ক. নারী খ. জীবন-বন্দনা
গ. মানুষ ঘ. বিদ্রোহী উ: গ

৬১. 'নারী' কবিতার রচয়িতা কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কামিনী রায় ঘ. কায়কোবাদ উ: ক

৬২. 'নারী' কবিতাটি নজরুলের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক. বিষের বাঁশি খ. সর্বহারা
গ. সাম্যবাদী ঘ. সিন্দু-হিন্দোল উ: গ

৬৩. 'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু, আমার ক্ষুধার অন্ন তা' বলে বন্ধ করোনি প্রভু,–চরণটি জাতীয় কবির কোন কবিতার অংশ?
ক. বিদ্রোহ খ. প্রার্থনা
গ. মানুষ ঘ. আবেদন উ: গ

৬৪. "তবু থামে না যৌবন বেগ, জীবনের উল্লাসে"– এই চরণটির রচয়িতা নিচের কোন কবি?
ক. সুফিয়া কামাল খ. কাজী নজরুল
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: খ

৬৫. 'দারিদ্র্য' কবিতাটি নজরুল ইসলামের কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত?
ক. বিষের বাঁশি খ. সিন্ধু-হিন্দোল
গ. সাম্যবাদী ঘ. নতুন চাঁদ উ: খ

৬৬. "হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ, খ্রীস্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা।"– কবিতাংশটুকু কোন কবির কবিতার অংশ?
ক. কায়কোবাদ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. ফররুখ আহমদ উ: খ

৬৭. "কাঁটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা
গিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা।"
– এ উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. শেখ ফজলল করিম ঘ. মোহিতলাল মজুমদার উ: ক

৬৮. 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. গোলাম মোস্তফা খ. কামিনী রায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: ঘ

৬৯. কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক. অগ্নিবীণা খ. মণি-মনসা
গ. সর্বহারা ঘ. ছায়ানট উ: গ

৭০. "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার"– গানটির রচয়িতা কে?
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
ঘ. ফররুখ আহমদ উ: খ

৭১. "ফাঁসির মঞ্চ গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়াছে তা'রা, দিবে কোন বলিদান?" পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. গোলাম মোস্তফা উ: খ

৭২. 'মরুভাস্কর' কার রচনা?
ক. মোজাম্মেল খ. নজরুল ইসলাম
গ. কায়কোবাদ ঘ. ইসমাঈল হোসেন সিরাজী উ: খ

৭৩. 'সঞ্চিতা' কোন কবির কাব্য সংকলন?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. জসীমউদ্‌দীন **উ: খ**

৭৪. কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমের কাব্য কোনটি?
ক. ফণি-মনসা খ. বনগীতি
গ. দোলন চাঁপা ঘ. গানের মালা **উ: গ**

৭৫. 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি কোন কাব্যের?
ক. বিষের বাঁশি খ. ফণি-মনসা
গ. দোলন চাঁপা ঘ. ভাঙ্গার গান **উ: গ**

৭৬. 'পূজারিণী' কবিতার লেখক কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. আলাওল ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: ক**

৭৭. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমমূলক কাব্যগ্রন্থ?
ক. ছায়ানট খ. সর্বহারা
গ. চক্রবাক ঘ. মৃত্যুক্ষুধা **উ: গ**

৭৮. 'ফণি-মনসা' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. আহসান হাবীব
গ. সিকান্দার আবু জাফর ঘ. হাসান হাফিজুর রহমান **উ: ক**

৭৯. কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য কোনটি?
ক. বেলা শেষের গান খ. নিশান্তিকা
গ. হেমন্ত গোধূলি ঘ. পুবের হাওয়া **উ: ঘ**

৮০. কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমের কাব্য–
ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশি
গ. ভাঙার গান ঘ. সিন্ধু-হিন্দোল **উ: ঘ**

৮১. কোনটি নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ?
ক. ছায়ানট খ. মৃত্যুক্ষুধা
গ. ব্যথার দান ঘ. শিউলিমালা **উ: ক**

৮২. বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম–
ক. নারী খ. মুক্তি
গ. বিদ্রোহী
ঘ. বাতায়নের পাশে গুবাক তরুর সারি **উ: খ**

৮৩. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা কোনটি?
ক. মুক্তি খ. বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী
গ. হেনা ঘ. বিদ্রোহী **উ: খ**

৮৪. 'ঝিঙেফুল' কবিতার কবি হচ্ছেন–
ক. নির্মলেন্দু গুণ খ. কায়কোবাদ
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: ঘ**

৮৫. 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি কে রচনা করেন?
ক. সোমনাথ লাহিড়ী খ. কবি কায়কোবাদ
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. কাজী কাদের নওয়াজ **উ: গ**

৮৬. 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কাজী নজরুল ইসলামের এ কবিতায় 'গুবাক' শব্দের অর্থ–
ক. কেজুর খ. নারিকেল
গ. ঝাউ ঘ. সুপারি **উ: ঘ**

৮৭. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয়?
ক. ছায়ানট খ. চক্রবাক
গ. রুদ্রমঙ্গল ঘ. বালুচর **উ: ঘ**
ব্যাখ্যা : 'বালুচর' পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের একটি কাব্যগ্রন্থ।

৮৮. কাজী নজরুল ইসলামের রচিত গ্রন্থ কোনটি?
ক. অগ্নিকোণ খ. মরুশিখা
গ. মরুসূর্য ঘ. রাঙাজবা **উ: ঘ**

৮৯. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের বই কোনটি?
ক. অগ্নিবীণা খ. মৃত্যুক্ষুধা
গ. বুলবুল ঘ. ঝিঙে ফুল **উ: গ**

৯০. "রমজানের ঐ রোযার শেষে এল খুশির ঈদ"– গানটির রচয়িতা কে?
ক. গোলাম মোস্তফা খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. কায়কোবাদ **উ: খ**

৯১. "দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি,
তাহা যাহা আসে কই মুখে"– এই কবিতাংশটি কোন কবিতার অন্তর্গত?
ক. বিদ্রোহী খ. কামাল পাশা
গ. অগ্রপথিক ঘ. আমার কৈফিয়ৎ **উ: ঘ**

৯২. "ভায়া লাফ দেয় তিন হাত,
হেসে গান গায় দিনরাত।"– ছড়াটি কার সম্পর্কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. পাগলা কানাই ঘ. লালন শাহ **উ: ক**

৯৩. 'মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম।' কোন পুস্তকে পাওয়া যায়?
ক. ব্যথার দান খ. উদভ্রান্ত প্রেম
গ. পেমের কবিতা ঘ. কাঁদো বাঙালী কাঁদো **উ: ক**

৯৪. "চাষী ওরা, নয়কো চাষা, নয়কো ছোট লোক"– বলেছেন–
ক. কবি ইকবাল খ. নজরুল ইসলাম
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. জসীমউদ্‌দীন **উ: খ**

৯৫. "আজি রক্ত-নিশি ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে।" চরণগুলোর রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য **উ: খ**

৯৬. "তোমার ছেলে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে"– কোন কবিতার চরণ?
ক. বোরে পাখি খ. সকাল সকাল
গ. খোকার সাধ ঘ. শীতের সকাল **উ: গ**

৯৭. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস?
ক. রিক্তের বেদন খ. সর্বহারা
গ. আলেয়া ঘ. কুহেলিকা **উ: ঘ**

৯৮. কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস কোনটি?
ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. আলেয়া
গ. ঝিলিমিলি ঘ. মধুমালা **উ: ক**

৯৯. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস নয় কোনটি?
ক. বাঁধন হারা খ. অরণ্য নীলিমা
গ. মৃত্যুক্ষুধা ঘ. কুহেলিকা **উ: খ**
ব্যাখ্যা: 'অরণ্য নীলিমা' আহসান হাবীব রচিত একটি উপন্যাস।

১০০. নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি?
ক. রাজবন্দীর জবানবন্দী খ. ব্যথার দান
গ. অগ্নিবীণা ঘ. নবযুগ **উ: খ**

১০১. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'ব্যথার দান' কোন শ্রেণির রচনা?
ক. গল্প খ. কবিতা
গ. নাটক ঘ. গান **উ: ক**

১০২. 'শিউলীমালা' গল্পের লেখক কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. প্রমথ চৌধুরী **উ: গ**

১০৩. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প কোনটি?
ক. পদ্মরাগ খ. পদ্মগোখরা
গ. পদ্মপুরান ঘ. পদ্মাবতী **উ: খ**

১০৪. কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ সংকলন কোনটি?
ক. শিউলিমালা খ. অগ্নিবীণা
গ. রুদ্রমঙ্গল ঘ. ব্যথার দান **উ: গ**

১০৫. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' একটি–
ক. নাটক খ. প্রবন্ধগ্রন্থ
গ. গল্প ঘ. উপন্যাস **উ: খ**

১০৬. কাজী নজরুল ইসলামের 'আলেয়া' কোন ধরনের রচনা?
ক. কবিতা খ. উপন্যাস
গ. গল্প ঘ. গীতিনাট্য **উ: ঘ**

প্রমথ চৌধুরী

বাংলা গদ্য সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী। তার পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। তিনি ৭ আগস্ট ১৮৬৮ সালে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাতিজি ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করেন। তিনি 'বীরবল' ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করতেন। তাঁর রচিত প্রথম গল্পগ্রন্থ 'চার ইয়ারী কথা'। চলিত রীতিতে লেখা তাঁর প্রথম গদ্যরচনা 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৬)। এটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাঁর প্রবন্ধধর্মী অন্যান্য রচনা 'তেল নুন লাকড়ি', 'রায়তের কথা', 'নানা কথা'।

বাংলা কাব্যে প্রমথ চৌধুরী ইটালীয় সনেটের প্রবর্তন করেন। প্রমথ চৌধুরী রচিত সনেটধর্মী কাব্যের নাম 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩)।

প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। "সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত" উক্তিটি প্রমথ চৌধুরীর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রমথ চৌধুরী জগত্তারিণী পদক লাভ করেন।

ছোটগল্প: চার ইয়ারী কথা, আহুতি, ফরমায়েসী গল্প, নীললোহিত, ফার্স্টক্লাশ ভূত, বড় বাবুর বড়দিন প্রভৃতি।

- প্রমথ চৌধুরী রচিত 'একটি সাদা গোলাপ' গল্পটি আর্ট সম্পর্কিত গল্প।
- ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'হালখাতা' (১৯০২) চলিত রীতিতে প্রমথ চৌধুরীর প্রথম গদ্য।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন প্রমথ চৌধুরী।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. **বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রথম গ্রন্থ কোনটি?** [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) নারীর মূল্য b) রায়তের কথা
c) বীরবলের হালখাতা d) তেল নুন লাকড়ী **উ: C**

২. **বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রূপের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন কে?** [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) উইলিয়াম কেরি b) এডওয়ার্ড ডিমোস্ক
c) শ্যামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় d) প্রমথ চৌধুরী **উ: D**

৩. **'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত' উক্তিটি কার?** [Palli Sanchay Bank Ltd. ACO-2018]
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
b) প্রমথ চৌধুরী
c) কালি প্রসন্ন মজুমদার
d) অন্নদাশঙ্কর রায় **উ: b**

৪. **'ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে' কে বলেছেন?** [Rupali Bank Ltd. SO-2019]
a) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় b) কাজী নজরুল ইসলাম
c) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর d) প্রমথ চৌধুরী **উ: d**

৫. **প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কোনটি?** [Combined 8 Bank SO-2018]
a) ভানুসিংহ b) বীরবল
c) ধুমকেতু d) বনফুল **উ: b**

৬. **চলিত রীতির প্রবর্তন করেন কে?** [Argani bank Ltd. Senior Officer -2017]
a) প্যারিচাঁদ মিত্র b) প্রমথ চৌধুরী
c) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর d) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **উ: b**

৭. **'তেল-নুন-লাকড়ি' কার রচতি গ্রন্থ?**
ক. প্রবোধচন্দ্র সেন খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. প্রমথনাথ বিশী ঘ. প্রদ্যুম্ন মিত্র **উ: খ**

জসীমউদ্‌দীন

পরিচিতিমূলক তথ্য:

- **জন্ম:** ১ জানুয়ারি, ১৯০৩ খ্রি. ।
- **জন্মস্থান:** ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মেছেন ।
- **তাঁর পৈত্রিক নিবাস:** গোবিন্দপুর (আম্বিকাপুর) ।
- **মৃত্যু:** ১৩ মার্চ, ১৯৭৬ খ্রি. (৭৩ বছর) ।
- **মৃত্যুস্থান:** ঢাকায় ।
- **সমাধিস্থান:** ফরিদপুর তাঁর নিজ গ্রামে অম্বিকাপুরে ।
- **পুরো নাম:** মোহাম্মদ জসিমউদ্দীন মোল্লা ।
- **উপাধি:** শ্রেষ্ঠ পল্লীকবি ।

তাঁর সাহিত্যকর্ম

☐ জসীমউদ্‌দীন ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ:

'রাখালী' (১৯২৭ খ্রি.) :

- এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ।
- এ কাব্যটিতে ১৮টি কবিতা রয়েছে ।

'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৭)

- এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য যা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে ।
- গ্রামীণ জীবেন মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকরতা এবং মানুষের অসহায়তা এই কাব্যের উপকরণ ।
- নকশী কাঁথার মাঠ কাব্যোপন্যাসটি রূপাই ও সাজু নামক দুই গ্রামীণ যুবক-যুবতীর অবিনশ্বর প্রেমে করুণ কাহিনি নিয়ে রচিত ।
- এর ইংরেজি অনুবাদের নাম "Field of the Embroidery Quilt' এর অনুবাদক EM Milford ।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৪ খ্রি.)

- বাংলার অপূর্ব অনবদ্য রূপকল্প এই কাব্যগ্রন্থটির মূল উপজীব্য ।
- এই কাব্যের প্রধান চরিত্র– সোজন ও দুলী ।

সুচয়নী

- প্রকাশকাল– ১৯৬১ খ্রি.
- এটি কবির নির্বাচিত কবিতার সংকলন ।

☐ অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ:

বালুচর (১৯৩০ খ্রি.), ধানক্ষেত (১৯৩৩ খ্রি.), রূপবতী (১৯৪৬ খ্রি.), মাটির কান্না (১৯৫৮), এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬ খ্রি.), সকিনা (১৯৫৯ খ্রি.), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩ খ্রি.), হলুদ বরণী (১৯৬৬ খ্রি.), জলে লেখন (১৯৬৯ খ্রি.), ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে (১৯৭২ খ্রি.) মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো (১৯৭৬ খ্রি.) কাফনের মিছিল (১৯৮৮ খ্রি.) ।

☐ জসীমউদ্‌দীন ও তাঁর কবিতা:

কবর

- কবিতাটি 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ।
- এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ।
- এ কবিতায় ১১৮টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে ।
- এ কবিতার মূলভাব– বেদনাগাথা বা শোকগাথা
- কবিতাটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

রাখাল ছেলে

- কবিতাটি 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ।

আসমানী

- এটি 'এক পয়সার বাঁশি' কাব্যের অন্তর্গত ।
- আসমানী চরিত্রটির বাড়ি ফরিদপুরে ।

☐ জসীমউদ্‌দীন ও তাঁর নাটক:

পদ্মাপাড় (১৯৫০ খ্রি.), বেদের মেয়ে (১৯৫১ খ্রি.) গ্রামের মেয়ে (১৯৫১ খ্রি.), গ্রামের মায়া (গীতি নাট্য) (১৯৫৯ খ্রি.) আসমান সিংহ (১৯৮৬ খ্রি.) মধুমালা (১৯৫১ খ্রি.), পল্লীবধূ (১৯৫৬ খ্রি.) ওগো পুষ্পধনু (১৯৬৮) ।

☐ জসীমউদ্‌দীনের উপন্যাস:

বোবা কাহিনি (প্রকাশকাল– ১৯৬৪ খ্রি.):

- উল্লেখযোগ্য চরিত্র– গরীবুল্লা মাতবর, রহিমুদ্দীন কারিকর, বছির, আজহার ।
- উপন্যাসটিতে মহাজনী শোষণের উল্লেখ রয়েছে ।
- উপন্যাসটিতে কোন জটিলতা নেই ।
- এতে সরল ও সাদামাটা একটি গল্প আছে ।
- 'বউটুবানির ফুল' উপন্যাসটি তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ।

☐ তাঁর আত্মকথা গ্রন্থ:

যাঁদের দেখেছি (১৯৫২ খ্রি.), জীবন কথা (১৯৬৪ খ্রি.) স্মৃতিপট (১৯৬৪ খ্রি.), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৯৬৭ খ্রি.) ।

☐ তাঁর ভ্রমণ কাহিনিমূলক গ্রন্থ:

চলে মুসাফির (১৯৫২) হলদে পরির দেশে (১৯৬৭) জার্মানির শহরে বন্দরে (১৯৭৫), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮) ।

তার সংগীতগ্রন্থ:

রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫ খ্রি.), গাঙ্গের পাড় (১৯৬৪ খ্রি.), জারি গান (১৯৬৮ খ্রি.), মুর্শিদী গান (১৯৭৭ খ্রি.) ।

☐ তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ:

হাসু (১৯৩৮ খ্রি.), এক পয়সার বাঁশী (১৯৪৯ খ্রি.), ডালিম কুমার (১৯৫১ খ্রি.) ।

'এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬): এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা 'আসমানী'। আসমানী একটি বাস্তব চরিত্র । ফরিদপুর সদরের ঈশান গোপালু ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামে জসীমউদ্‌দীনের বড় ভাই রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহমেদের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে তিনি আসমানীর দেখা পান এবং এখানেই বসে তিনি 'আসমানী' কবিতাটি রচনা করেন । ৯৭ বছর বয়সে ১৮ আগস্ট, ২০১২ সালে আসমানী মারা যান ।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. **'বেদের মেয়ে' নাটকটির রচয়িতা–** [Janata Bank Senior Officer (Engineering Textile)- 2020]
a) কাজী নজরুল ইসলাম b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
c) মুনীর চৌধুরী d) জসীম উদ্‌দীন **উ:** D

২. **'এ-গাঁর চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে,/ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুঁরে!' চরণ দুটি যে বিখ্যাত রচনার অন্তর্গত-** [Rupali Bank Ltd. Officer-2019]
a) নক্‌শী কাঁথার মাঠ b) মহুয়া
c) চক্রবাক d) দেওয়ানা মদিনা **উ:** a

৩. **নিচের কোন কবি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ছিলেন?** [Pubali Bank Ltd. JO-2019]
a) কাজী নজরুল ইসলাম b) সমর সেন
c) আবুল হোসেন d) জসীম উদ্‌দীন **উ:** d

৪. **কবি জসীউদ্‌দীনের জীবনকাল কোনটি?**
ক. ১৯০৩-১৯৭৬ খ. ১৯১০-১৯৮৭
গ. ১৮৮৯-১৯৬৬ ঘ. ১৮৯৯-১৯৭৯ **উ:** ক

৫. **বাংলা সাহিত্যে কে 'পল্লীকবি' নাকে খ্যাত?**
ক. জীবননানন্দ দাশ খ. সুফিয়া কামাল
গ. জাহানারা আরজু ঘ. জসীমউদ্‌দীন **উ:** ঘ

৬. **পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন জন্মগ্রহণ করেন-**
ক. নোয়াখালীতে খ. ফরিদপুরে
গ. বরিশালে ঘ. চব্বিশ পরগনায় **উ:** খ

৭. **তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি?**
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. আবুল হাসান
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. শহীদ কাদরী **উ:** ক

৮. **জসীমউদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক. রাখালী খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. নকশী কাঁথার মাঠ ঘ. বালুচর **উ:** ক

৯. **কোন কাব্যটি পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন রচিত?**
ক. চৈতালী খ. রাখালী
গ. ফণি-মনসা ঘ. আলো পৃথিবী **উ:** খ

১০. **'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা?**
ক. কাব্য খ. উপন্যাস
গ. নাটক ঘ. প্রবন্ধ **উ:** ক

১১. **জসীমউদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনীকাব্য কোনটি?**
ক. নক্সী কাঁথার মাঠ খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. সকিনা ঘ. রাখালী **উ:** ক

১২. **'নকশী কাঁথার মাঠ' কী ধরনের কাব্য?**
ক. মহাকাব্য খ. গীতিকাব্য
গ. পত্রকাব্য ঘ. নৃত্যনাট্য **উ:** খ

১৩. **'নকশী কাঁথার মাঠ' কোন জাতীয় কাব্য?**
ক. কাহিনীকাব্য খ. কাব্যনাট্য
গ. উপাখ্যান ঘ. চম্পুকাব্য **উ:** ক

১৪. **'নকশী কাঁথার মাঠ' বইয়ের লেখক কে?**
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. গোলাম মোস্তফা
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. মীর মশাররফ হোসেন **উ:** গ

১৫. **'নকশী কাঁথার মাঠ' কোন কবির কাব্যকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী পরিচিত পেয়েছে?**
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. বন্দে আলী মিয়া ঘ. জসীমউদ্‌দীন **উ:** ঘ

১৬. **Field of the Embroidery Quilt কাব্যটি কবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ?**
ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট খ. রঙিলা নায়ের মাঝি
গ. নকশী কাঁথার মাঠ ঘ. রাখালী **উ:** গ

১৭. **জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?**
ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট খ. রঙিলা নায়ের মাঝি
গ. নকশী কাঁথার মাঠ ঘ. রাখালী **উ:** গ

১৮. **জসীমউদ্‌দীন রচিত 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?**
ক. বালুচর খ. রাখালী
গ. ধানক্ষেত ঘ. মাটির কান্না **উ:** গ

১৯. **'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এর রচয়িতা কে?**
ক. শামসুর রাহমান খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ **উ:** গ

২০. **কবি জসীমউদ্‌দীনের শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি?**
ক. রাখালী খ. বালুচর
গ. এক পয়সার বাঁশি ঘ. ধানক্ষেত **উ:** গ

২১. **কোনটি জসীমউদ্‌দীনের ভ্রমণকাহিনী?**
ক. নকশী কাঁথার মাঠ খ. যে দেশে মানুষ বড়
গ. পদ্মরাগ ঘ. ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় **উ:** খ

২২. **কোনটি জসীমউদ্‌দীনের কাব্য নয়?**
ক. মাটির কান্না খ. মাটির মায়া
গ. হাসু ঘ. এক পয়সার বাঁশি **উ:** খ

২৩. **পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের উপন্যাস মোট কয়টি?**
ক. একটি খ. দুইটি
গ. বারটি ঘ. চৌদ্দটি **উ:** খ

২৪. **আসমানীদের দেখতে কোথায় যেতে হবে?**
ক. জামালপুর খ. মধুপুর
গ. রসুলপুর ঘ. শেরপুর **উ:** গ

২৫. **কোন কবির নামানুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়েছে?**
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. গোলাম মোস্তফা **উ:** ক,গ

২৬. **ছাত্রাবস্থায় রচিত কোন কবির কবিতা কলকাতার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল?**
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. শামসুর রাহমান ঘ. নির্মলেন্দু গুণ **উ:** খ

২৭. **'কবর' কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?**
ক. বালুচর খ. রাখালী
গ. ধানক্ষেত ঘ. সোজন বাদিয়ার ঘাট **উ:** খ

২৮. জসীমউদ্‌দীন এর 'কবর' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খ. ধূমকেতু
গ. কল্লোল ঘ. কালি ও কলম **উ: গ**

২৯. "এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ, পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।" পঙক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কবি জসীমউদ্‌দীন
গ. আবদুল কাদির ঘ. সুফিয়া কামাল **উ: খ**

৩০. 'কবর' কবিতা কোন ছন্দে রচিত?
ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. অক্ষরবৃত্ত ঘ. ত্রিপদী **উ: খ**

৩১. কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত বিখ্যাত 'রূপাই' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া?
ক. রাখালী খ. নকশী কাঁথার মাঠ
গ. বালুচর ঘ. ধানক্ষেত **উ: খ**

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

- ✓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ মে, ১৯০৮ সালে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস- মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরের মালবদিয়া গ্রাম।
- ✓ তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক নাম মানিক। জন্মপঞ্জিকায় নাম অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ✓ তিনি প্রথমদিকে ফ্রয়েডীয়, পরবর্তীতে মার্কসিজম মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মার্কসবাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
- ✓ তিনি ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে সদস্যপদ লাভ করেন।
- ✓ তিনি 'নবারুণ' পত্রিকার সম্পাদক ও 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন।
- ✓ লেখালেখিই ছিল তার প্রধান পেশা ও নেশা। এ জন্য তাকে 'কলম পেশা মজুর' বলা হয়।
- ✓ তিনি ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।
- ✓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম প্রকাশিত গল্প: **'অতসী মামী'**

অন্যান্য ছোট গল্প: আত্মহত্যার অধিকার, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, কুষ্ঠরোগী বৌ, আজকাল পরশুর গল্প, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, সমুদ্রের স্বাদ।

মানিকের উপন্যাসসমূহ:
'জননী' (১৯৩৫), 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), চরিত্র, 'অমৃতস্য পুত্রা' (১৯৩৮), 'শহরতলী' (১৯৪০), 'অহিংসা' (১৯৪১), 'আরোগ্য' (১৯৫৩), 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'শহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬), 'চিহ্ন' (১৯৪৭), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮), 'জীয়ন্ত' (১৯৫০), 'সোনার চেয়ে দামী' (১৯৫১), 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১), 'ইতিকথার পরের কথা' (১৯৫২), 'আরোগ্য' (১৯৫৩), 'হরফ' (১৯৫৪), 'হলুদ নদী সবুজ বন' (১৯৫৬), 'মাশুল' (১৯৫৬)।

উপন্যাস	চরিত্র
পুতুলনাচের ইতিকথা	শশী, কুসুম, কুমুদ, মতি।
দিবারাত্রির কাব্য	হেরম্ব, আনন্দ।
অহিংসা	বিপিন, সদানন্দ, মহেশ চৌধুরী, মাধবী।
শহরতলী	যশোদা, মতি, সুধীর, জগৎ, ধনঞ্জয়।
অমৃতস্য পুত্রা	বীরেশ্বর, শ্যামলাল, অনুপম।
পদ্মানদীর মাঝি	কুবের, কপিলা, মালা, রাসু, হোসেন মিয়া।
জননী	শ্যামা, শীতল।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. 'সমুদ্রের স্বাদ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি–
[Karmasangsthan Bank (Assistant Officer)- 2021]
a) কাব্যগ্রন্থ b) গল্পগ্রন্থ
c) প্রবন্ধগ্রন্থ d) উপন্যাসগ্রন্থ **উ: b**

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়?
ক. কলকাতা খ. ফরিদপুর
গ. চট্টগ্রাম ঘ. ঢাকা **উ: ঘ**

৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বাদ বা ইজম দ্বারা প্রভাবিত?
ক. রোমান্টিসিজম খ. ক্লাসিসিজম
গ. মার্কসিজম ঘ. পোস্ট মর্ডানিজম **উ: গ**

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম কোনটি?
ক. শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: খ**

৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. জননী খ. ময়ূরকণ্ঠী
গ. রাতের সমুদ্র ঘ. অরণ্যের সুর **উ: ক**

৬. 'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?
ক. মুনীর চৌধুরী খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র **উ: গ**

৭. 'পদ্মানদীর মাঝি' কী ধরনের রচনা?
ক. উপন্যাস খ. ভ্রমণকাহিনী
গ. রম্য রচনা ঘ. নাটক **উ: ক**

৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল-
ক. ১৯৩৬ সালে খ. ১৯১৩ সালে
গ. ১৯২৬ সালে ঘ. ১৯৪৬ সালে **উ: ক**

৯. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র-
ক. শশী খ. হেরম্ব
গ. কুবের ঘ. গণেশ **উ: গ**

১০. **'কপিলা' কোন উপন্যাসের চরিত্র?**
ক. কাঁদো নদী কাঁদো খ. তিতাস একটি নদীর নাম
গ. পদ্মানদীর মাঝি ঘ. কপালকুণ্ডলা **উ: গ**

১১. **'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে শীতল বাবুর স্ত্রীর নাম কী?**
ক. মালা খ. যুগী
গ. কপিলা ঘ. ময়না **উ: খ**

১২. **'পদ্মানদীর মাঝি'তে কোন চরিত্র নেই?**
ক. হোসেন মিয়া খ. মালা
গ. গণেশ ঘ. বাসু **উ: ঘ**

১৩. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কোনটি?**
ক. মাটির পাহাড় খ. কুল নাই কিনারা নাই
গ. জাগো হুয়া সাভেরা ঘ. আছিয়া **উ: গ**

১৪. **'পুতুলনাচের ইতিকথা' একটি-**
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ
গ. উপন্যাস ঘ. গীতিকাব্য **উ: গ**

১৫. **'পুতুলনাচের ইতিকথা' কার রচনা?**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় **উ: গ**

১৬. **'শশী ও কুসুম' বাংলা সাহিত্যের কোন বিখ্যাত উপন্যাসের দু'টি চরিত্র?**
ক. গোরা খ. পুতুলনাচের ইতিকথা
গ. কবি ঘ. উত্তম পুরুষ **উ: খ**

১৭. **'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস?**
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: ঘ**

১৮. **'চিহ্ন' উপন্যাসের লেখক?**
ক. প্রেমেন্দ্র মিত্র খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. জহির রায়হান ঘ. শওকত ওসমান **উ: খ**

১৯. **'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা–**
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **উ: গ**

শামসুর রাহমান

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

নাগরিক কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৪ শে অক্টোবর পুরান ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রামপুরার পাড়াতলি গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মুখলেসুর রাহমান চৌধুরী এবং মাতার নাম আমেনা বেগম। তিনি ১৯৪৫ সালে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৭ সালে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে। তিনি ২০০৬ সালের ১৭ই আগস্ট মারা যান। তাঁকে বলা হয় নাগরিক কবি। শামসুর রহমানের ডাক নাম বাচ্চু।

ছদ্মনাম: জনান্তিক, মৈনাক, সিন্দাবাদ, চক্ষুষ্মান, লিপিকার, নেপথ্যে, মজলুম আদিব, বিপন্ন লেখক। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ পত্রিকায় ছদ্মনামে লিখতেন।

তাঁর সাহিত্যকর্ম:

কাব্যগ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল
প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে	১৯৬০ খ্রি.
রৌদ্র করোটিতে	১৯৬৩ খ্রি.
বিধ্বস্ত নীলিমা	১৯৬৭ খ্রি.
নিরালোকে দিব্যরথ	১৯৬৮ খ্রি.
নিজ বাসভূমে	১৯৭০ খ্রি.
বন্দী শিবির থেকে	১৯৭২ খ্রি.
দুঃসময়ের মুখোমুখি	১৯৭৩ খ্রি.
ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা	১৯৭৪ খ্রি.
আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি	১৯৭৪ খ্রি.
এক ধরনের অহংকার	১৯৭৫ খ্রি.

কাব্যগ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল
শূন্যতায় তুমি শোকসভা	১৯৭৭ খ্রি.
প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে	১৯৭৮ খ্রি.
ইকারুসের আকাশ	১৯৮২ খ্রি.
উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ	১৯৮২ খ্রি.
মাতাল ঋত্বিক	১৯৮২ খ্রি.
নায়কের ছায়া	১৯৮৩ খ্রি.
হোমারের স্বপ্নময় হাত	১৯৮৫ খ্রি.
শিরোনাম মনে পড়ে না	১৯৮৫ খ্রি.
অবিরল জলভূমি	১৯৮৬ খ্রি.
সে এক পরবাসে	১৯৯০ খ্রি.
গৃহযুদ্ধের আগে	১৯৯০ খ্রি.
ধ্বংসের কিনারে বসে	১৯৯২ খ্রি.
হরিণের হাড়	১৯৯৩ খ্রি.
বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়	১৯৮৮ খ্রি.
না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন	২০০৬ খ্রি.
ধুলো গড়ায় শিরস্ত্রাণ	১৯৮৫ খ্রি.
এক ফোঁটা কেমন অনল	১৯৮৬ খ্রি.
হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল	১৯৯৭ খ্রি.
আকাশ আসবে নেমে	১৯৯৪ খ্রি.
স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি	১৯৯৯ খ্রি.

তাঁর উপন্যাস:
অক্টোপাস (১৯৮৩ খ্রি.), নিয়ত মন্তাজ (১৯৮৫ খ্রি.), এলো সে অবেলায় (১৯৯৪ খ্রি.), অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫ খ্রি.)।

তাঁর শিশু-কিশোরতোষ গ্রন্থ:
এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৫ খ্রি.), ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো (১৯৭৭ খ্রি.), রংধনু সাঁকো (১৯৯৪ খ্রি.), লাল ফুলকির ছড়া (১৯৯৫ খ্রি.), আমের কুঁড়ি, জামের কুঁড়ি (২০০০), নয়নার জন্য গোলাপ (২০০৫)।

তাঁর আত্মস্মৃতি:
স্মৃতির শহর (১৯৭৯ খ্রি.), কালের ধুলোয় লেখা (২০০৪)।

তাঁর বিখ্যাত কবিতা:
তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা তুমি, একটি ফটোগ্রাফ, তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, আসাদের শার্ট, মেষতন্ত্র, এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়, বার বার ফিরে আসে, পণ্ডশ্রম, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, কখনো আমার মাকে, গেরিলা, বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

অনুবাদ নাটক:
হ্যামলেট (উইলিয়াম শেক্সপিয়র) ১৯৯৫, মার্কোমিলিয়ানস্ (ইউজিন ও নীল), হৃদয়ের ধাতু (টেনিস উইলিয়াম)।

প্রবন্ধ:
আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ (১৯৮৬), কবিতা এক ধরনের আশ্রয় (২০০২),

তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা:
দৈনিক বাংলা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, অধুনা (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)।

তাঁর সম্পাদনা:
হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা (১৩৯২), দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে, ১৯৮৮)।

পুরস্কার:
আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)।

কবি সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ– বন্দী শিবির থেকে।
- তিনি 'দৈনিক মর্নিং নিউজ' এর সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন– ১৯৫৭ সালে।
- তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার সহ সম্পাদক হন– ১৯৬৫ সালে।
- 'দৈনিক বাংলার' সম্পাদক হন– ১৯৮৭ সালে।
- শামসুর রাহমানের মোট কাব্যগ্রন্থ ৬৫টি।
- তাঁকে সমাহিত করা হয়– বনানী সমাধি ক্ষেত্রে।
- তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০)।
- প্রথম কবিতা– উনিশ শ উনপঞ্চাশ।
- বঙ্গবন্ধু কারাগারে বন্দি হলে তিনি যে কবিতাটি লেখেন– টেলেমেকাস।
- প্রথমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন– রেডিও পাকিস্তান অনুষ্ঠানে প্রযোজক হিসেবে।
- তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি উপাধি দিয়েছে– বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব।
- তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম– অক্টোপাস।
- 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে– ২৩টি।
- 'এক ধরনের অহংকার' কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে– ৫২টি।
- 'স্মৃতিঝলমল সুনীল মাটির কাছে আমার অনেক ঋণ আছে'– এ গানটির রচয়িতা– শামসুর রাহমান।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. **কবি শামসুর রাহমানের 'আদিগন্ত নগ্ন প্রতিধ্বনি' প্রকাশিত হয় কত সালে?** [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) ১৯৭৪ b) ১৯৮২
c) ১৯৯০ d) ১৯৯৫ **উ:** A

২. **শামসুর রাহমান রচিত 'ইলেক্ট্রার গান' কবিতায় মিথের আড়ালে দ্যোতিত হয়েছে–** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]
a) পিতৃহারা বঙ্গবন্ধুকন্যার আবেগ
b) সন্তানহারা জননীর বেদনা
c) অপরিসীম অপত্যস্নেহ
d) শিশুপুত্র রাসেল – হত্যার করুণ কাহিনি **উ:** A

৩. **শামসুর রাহমানের একটি উপন্যাস হলো-**[Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer -2017]
a) নিজ বাসভূমে b) নিয়ত মন্তাজ
c) আমি অনাহারী d) গৃহযুদ্ধের আগে **উ:** b

৪. **'আসাদের শার্ট' কবিতাটির রচয়িতা-**[Argani bank Ltd. Officer Cash -2017]
a) শামসুর রাহমান b) আল মাহমুদ
c) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান d) রফিক আজাদ **উ:** a

৫. **'পাড়াতলি' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-**
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সেলিম আল দীন **উ:** গ

৬. **কবি শামসুর রাহমান কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?**
ক. কুমিল্লা জেলায় খ. খুলনা জেলায়
গ. ঢাকা জেলায় ঘ. পাবনা জেলায় **উ:** গ

৭. **কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা?**
ক. নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি খ. নির্জন স্বাক্ষর
গ. নিরালোকে দিব্যরথ ঘ. নির্বাণ **উ:** গ

৮. **শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক. লোক লোকান্তর খ. প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
গ. উত্তরাধিকার ঘ. সহসা সচকিত **উ:** খ

৯. **শামসুর রাহমানের কাব্য কোনটি?**
ক. রৌদ্র করোটিতে খ. রাখালী
গ. ছায়াহরিণ ঘ. সাঁঝের মায়া **উ:** ক

১০. **'দুঃসময়ের মুখোমুখি' কার লেখা?**
ক. সানাউল হক খ. সৈয়দ শাসমুল হক
গ. শামসুর রাহমান ঘ. শমসের আলী **উ:** গ

১১. **'বন্দী শিবির থেকে' এর কবি কে?**
ক. শামসুর রাহমান খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. শামুসর ইসলাম ঘ. শমসের আলী উ: ক

১২. **'প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে' কাব্যগ্রন্থের রচিতা–**
ক. আহসান হাবীব খ. মহাদেব সাহা
গ. আলাউদ্দীন আল আজাদ ঘ. শামসুর রাহমান উ: ঘ

১৩. **'বিধ্বস্ত নীলিমা'র কবি-**
ক. শামসুর রাহমান খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. শহীদ কাদ্‌রী ঘ. সৈয়দ শামসুল হক উ: ক

১৪. **শামসুর রাহমান রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক. অনেক আকাশ খ. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে
গ. স্বর্ণ গর্দভ ঘ. আশায় বসতি উ: খ

১৫. **'অক্টোপাস' উপন্যাস কার রচনা?**
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. শওকত ওসমান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সেলিনা হোসেন উ: গ

১৬. **'এলাটিং বেলাটিং' ও 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেব' শিশুতোষ গ্রন্থের প্রণেতা কে?**
ক. রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই
খ. শামসুর রাহমান
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. মুহম্মদ জাফর ইকবাল উ: খ

১৭. **শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী-**
ক. হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো খ. কালের ধূলোয় লেখা
গ. নিজ বাসভূমে ঘ. বন্দী শিবির থেকে উ: খ

১৮. **শামসুর রাহমানের গদ্যগ্রন্থ-**
ক. প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে খ. বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়
গ. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে ঘ. স্মৃতির শহর উ: ঘ

১৯. **মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক. নেকড়ে অরণ্য খ. বন্দী শিবির থেকে
গ. নিষিদ্ধ লোবান ঘ. প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তমা উ: খ

২০. **'স্বাধীনতা তুমি, রবি ঠাকুরের অজর কবিতা' কথাটি কার রচনা?**
ক. রফিক আজাদ খ. প্রেমেন্দ্র মিত্র
গ. কামিনী রায় ঘ. শামসুর রাহমান উ: ঘ

২১. **নিচের উদ্ধৃতাংশ কবি শামসুর রাহমানের কোন কবিতা হতে নেয়া হয়েছে? "পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জ্বলন্ত ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে, নতুন নিশানা উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক এই বাংলা তোমাকেই আসতে হবে।"**
ক. তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা
খ. গর্জে উঠো স্বাধীনতা
গ. গুড মর্নিং বাংলাদেশ ঘ. স্বাধীনতা তুমি উ: ক

২২. **"এ আমার ছোট ছেলে, যে নেই এখন, পাথরের টুকরোর মতন ডুবে গেছে আমাদের গ্রামের পুকুরে বছর তিনেক আগে কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে।" পঙক্তিগুলো কোন কবির রচনা?**
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. শামসুর রাহমান
গ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য উ: খ

২৩. **'মেঘনা নদী দেবো পাড়ি কল-অলা এক নায়ে। আবার আমি যাবো আমার পাড়তলী গাঁয়ে।" উপরিউক্ত পঙক্তিটি কোন কবির রচনা?**
ক. সুফিয়া কামাল খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. আহসান হাবীব ঘ. শামসুর রাহমান উ: ঘ

২৪. **'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার লেখক কে?**
ক. আল মাহমুদ খ. সুফিয়া কামাল
গ. বন্দে আলী মিয়া ঘ. শামসুর রাহমান উ: ঘ

২৫. **কবি শামসুর রাহমানের পৈতৃক নিবাস কোন গ্রামে?**
ক. পাড়াতলা খ. পাহাড়পুর
গ. পাড়াতলি ঘ. চরপাড়া উ: গ

২৬. **'মৈনাক' ছদ্মনামে লিখতেন-**
ক. শামসুর রাহমান খ. ঈশ্বর গুপ্ত
গ. বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী উ: ক

২৭. **'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতাটি কে লিখেছেন?**
ক. নির্মলেন্দু গুণ খ. শামসুর রাহমান
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. সৈয়দ শামসুল হক উ: খ

২৮. **শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী কোনটি?**
ক. কালের ধুলোয় লেখা খ. আত্মস্মৃতি
গ. আত্মকথা ঘ. স্মৃতির আয়না উ: ক

২৯. **'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' এর রচয়িতা কে?**
ক. আল মাহমদু খ. আবুল হাসান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. শহীদ কাদরী উ: গ

জহির রায়হান

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট, নোয়াখালী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। শহীদুল্লা কায়সারের আপন ভাই ছিলেন জহির রায়হান। তিনি মূলত একজন কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক। জহির রায়হান ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে নিখোঁজ ভাই শহিদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে আর বাসায় ফিরে আসেননি।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

তার উপন্যাস:

শেষ বিকেলের মেয়ে:

- প্রকাশকাল– ১৯৬০ খ্রি.
- এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস।
- এটি একটি রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান।

★ **হাজার বছর ধরে:**
- প্রকাশকাল– ১৯৬৪ খ্রি.
- মূল বিষয়– আবহমান বাংলার জীবন ও জনপদ।
- উপন্যাসটির জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে 'আদমজী সাহিত্য' পুরস্কার পান।
- এই উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়।
- চলচ্চিত্রটির পরিচালক কোহিনুর আক্তার সূচন্দা।

★ **আরেক ফাল্গুন:**
- প্রকাশকাল– ১৯৭০ খ্রি. (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)
- এই উপন্যাসটি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত।

★ **আর কত দিন:**
- প্রকাশকাল– ১৯৭০ খ্রি. (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)।
- এ উপন্যাসে ইভা ও তপু হলো শান্তি ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক।
- এ উপন্যাসের উপজীব্য– শান্তি ও ভালোবাসার জন্য মানুষের চিরন্তন অন্বেষা।

তৃষ্ণা (১৯৫৫), বরফ গলা নদী (১৬৬৯), একুশে ফেব্রুয়ারি, কয়েকটি মৃত্যু (১৯৭৫)।

☐ তার গল্পসমগ্র:

★ **সূর্যগ্রহণ:**
- প্রকাশিত হয় ১৩৬২ বঙ্গাব্দে।
- ৫২'র ভাষা আন্দোলনে নিহত তসলিম নামক যুবকের কাহিনি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

★ **একুশের গল্প:**
- এ গল্পের মূল উপজীব্য হলো– ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
- এই গল্পের কিছু উক্তি–
  যদিও একটু আধটু তন্দ্রা আসে, তবু অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা হাত পা শিউরে ওঠে।
  'তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনোদিন।'

★ **পোস্টার, ইচ্ছার আগুন জ্বলছি, সময়ের প্রয়োজনে।**

☐ তার চলচ্চিত্র:

★ **জীবন থেকে নেওয়া:**
- ১৯৭০ সালে ভাষা আন্দোলনের উপর নির্মিত।
- এই চলচ্চিত্রে প্রথম জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।

★ **সঙ্গম:**
- এটি বাংলাদেশের প্রথম রঙ্গিন চলচ্চিত্র।
- চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয় ১৯৬৪ সালে।

★ **Stop Genocide:**
- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার প্রামান্যচিত্র।

★ **Let There be light:**
- এটি একটি প্রামাণ্যচিত্র।

তাঁর অন্যান্য লেখা: কখনো আসেনি (১৯৬১), বেহুলা (১৯৬৬), সোনার কাজল (১৯৬২), আনোয়ারা (১৯৬৭), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), বাহানা (১৯৬৪)।

পুরস্কার: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৪), একুশে পদক (১৯৭১), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯২), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), মরণোত্তর সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭২)।

তাঁর সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- জহির রায়হানের প্রথম চলচ্চিত্র– কখনো আসেনি।
- জহির রায়হানের ডাক নাম– জাফর।
- জহির রায়হান নাম দেন– কমরেড মনি সিং।
- 'Bangladesh Liberation Council of Intelligensia' এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন– ১৯৭১ সালে।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক বলা হয়– জহির রায়হানকে।
- তিনি যে পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত ছিলেন– সাহিত্য মাসিক প্রবাহ এবং সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস পত্রিকা।
- যে অভিজ্ঞতার ফলে জহির রায়হান আরেক ফাল্গুন উপন্যাস রচনা করেন– বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালনের অভিজ্ঞতায়।
- জহির রায়হান রচিত উপন্যাসগুলোর ভাষা ছিল– ঋজু ও সাবলিল এবং কাব্যমণ্ডিত।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. আবু জাফর শামসুদ্দীন
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. জহির রায়হান **উ: ঘ**

২. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির পটভূমিকা হলো-
ক. ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
খ. বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন
গ. একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন
ঘ. এর কোনোটিই নয় **উ: গ**

৩. নিচের কোনটি জহির রায়হানের রচনা?
ক. পদ্মার পলিদ্বীপ খ. রূপার কৌটা
গ. রক্তাক্ত প্রান্তর ঘ. আরেক ফাল্গুন **উ: ঘ**

৪. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটি কার রচনা?
ক. ফজল শাহাবুদ্দীন খ. শঙ্কর
গ. আনিস চৌধুরী ঘ. জহির রায়হান **উ: ঘ**

৫. 'বরফ গলা নদী' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. জহির রায়হান খ. শওকত ওসমান
গ. আবু ইসহাক ঘ. হুমায়ুন আহমেদ **উ: ক**

৬. কোনটি জহির রায়হানের রচনা?
ক. বরফ গলা নদী খ. ক্রীতদাসের হাসি
গ. খোয়াবনামা ঘ. সারেং বৌ **উ: ক**

৭. 'সূর্যগ্রহণ' গল্পটি কে রচনা করেছেন?
ক. শাহরিয়ার কবির খ. নুরুল মোমেন
গ. শওকত ওসমান ঘ. জহির রায়হান **উ: ঘ**

৮. **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র Stop Genocide এর পরিচালক কে?**
ক. আলমগীর কবির খ. বাবুল চৌধুরী
গ. গীতা মেতো ঘ. জহির রায়হান **উ: ঘ**

৯. **'একুশের গল্প' প্রবন্ধটি কার লেখা?**
ক. শামসুর রাহমান খ. বেগম সুফিয়া কামাল
গ. শওকত ওসমান ঘ. জহির রায়হান **উ: ঘ**

১০. **'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন?**
ক. চাষী নজরুল ইসলাম খ. আতাউর রহমান
গ. জহির রায়হান ঘ. সুভাষ দত্ত **উ: গ**

১১. **'Let there be Light' কার প্রামান্য চিত্র?**
ক. তারেক মাসুদ খ. জহির রায়হান
গ. সুভাষ দত্ত ঘ. আলমগীর কবির **উ: খ**

১২. **ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?**
ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. জীবনক্ষুধা
গ. আরেক ফাল্গুন ঘ. লালসালু **উ: গ**

১৩. **'জীবন থেকে নেয়া', 'স্টপ জেনোসাইড', 'লেট দেয়ার বি লাইট' কার লেখা?**
ক. জহির রায়হান খ. শামসুর রাহামন
গ. মুজতবা আলী ঘ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ **উ: ক**

১৪. **'তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনো দিন।' নিম্নের কোনটি থেকে নেয়া?**
ক. বইকেনা খ. মানুষ
গ. ভাষার কথা ঘ. একুশের গল্প **উ: ঘ**

১৫. **'হাজার বছর ধরে' কোন ধরনের রচনা?**
ক. উপন্যাস খ. ছোটগল্প
গ. আত্মজীবনী ঘ. রোজনামচা **উ: ক**

১৬. **'একুশে ফেব্রুয়ারি' উপন্যাসের রচয়িতা কে?**
ক. জহির রায়হান খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. শওকত ওসমান ঘ. হাসান আজিজুল হক **উ: ক**

হুমায়ূন আহমেদ

তাঁর জীবন থেকে নেয়া:

- **জন্ম:** ১৩ নভেম্বর, ১৯৪৮ খ্রি.।
- **জন্মস্থান:** নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ থানার কেন্দুয়া উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে।
- **মৃত্যু:** ১৯ জুলাই, ২০১২ খ্রি. (৬৩ বছর)।
- **মৃত্যুস্থান:** নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- **সমাধিস্থল:** গাজীপুরের নুহাশ পল্লী।
- **তাঁর পিতা:** ফয়জুর রহমান আহম্মদ।
- **তাঁর মাতা:** আয়েশা আক্তার।
- **পিতৃপ্রদত্ত নাম:** শামসুর রহমান।
- **ডাকনাম:** কাজল।
- **তিনি ছিলেন একাধারে–** লেখক, চলচ্চিত্র পরিচালক, গীতিকার, নাট্যকার, অধ্যাপক (রসায়ন)।
- **দাম্পত্যসঙ্গী:** গুলতেকিন খান (বিবাহ ১৯৭৩, বিচ্ছেদ ২০০৩); মেহের আফরোজ শাওন।
- **শিক্ষা:** ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি।
- **লেখার ধরন:** উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, জীবনী, কলাম, গান, নাটক।
- **আত্মীয়:** মুহম্মদ জাফর ইকবাল (ভাই), আহসান হাবীব (ভাই), সুফিয়া হায়দার (বোন), মমতাজ শহিদ (বোন), রোকসানা আহমেদ (বোন)।
- তিনি একজন কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক।
- তিনি বাংলাদেশের আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ।
- তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

❑ **তাঁর উপন্যাস:**

★ **নন্দিত নরকে**
- প্রকাশকাল– ১৯৭২ খ্রি.
- এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস।

★ **দেয়াল**
- উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত।
- এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র– শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান, কর্নেল তাহের, আবন্তি, চা বিক্রেতা কাদের, বাঙ্গালী ইত্যাদি।
- এটি রাজনৈতিক উপন্যাস।

★ **শঙ্খনীল কারাগার:** এটি তাঁর অপূর্ব সাহিত্যকর্ম।

★ **বহুব্রীহি** (১৯৯০ খ্রি.)
- এটি তাঁর একটি রসাত্মবোধক উপন্যাস।

★ **কোথাও কেউ নেই**
- এই উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র– বাকের ভাই।

★ **কে কথা কয়** (২০০৬ খ্রি.)
- এই উপন্যাসের মতিন ও কমল নামের চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটি শিশুর আত্মানুসন্ধান ও সত্যান্বেষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস
- **আগুনের পরশমনি (১৯৯৪) :** এই উপন্যাসটি নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।
- শ্যামল ছায়া • সৌরভ • সূর্যের দিন • ১৯৭১ • অনীল বাগচীর একদিন • জোছনা ও জননীর গল্প।

অন্যান্য উপন্যাস : হিমু, অমানুষ, আজ রবিবার, দারুচিনি দ্বীপ, নক্ষত্রের রাত, দীঘির জলে কার ছায়া গো, অয়োময়, এইসব দিনরাত্রি, মধ্যাহ্ন, কৃষ্ণপক্ষ।

❑ **তাঁর অন্যান্য রচনা:**

ছোটগল্প: এলেবেলে (রম্য গল্প), আনন্দ বেদনার কাব্য।

আত্মজীবনী: আমার ছেলেবেলা, বলপয়েন্ট, রং পেন্সিল, ফাউন্টেনপেন, কাঠ পেন্সিল, নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ (২০১২)।

- **চলচ্চিত্র:**
  - **আগুনের পরশমনি:** প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র।
  - **ঘেটুপুত্র কমলা (২০১২ খ্রি.):** সর্বশেষ পরিচালিত চলচ্চিত্র। ঘেটুপুত্র কমলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিশু শিল্পী মামুন।
  - চন্দ্রকথা • আমার আছে জল • দুই দুয়ারী • শ্রাবণ মেঘের দিন • নয় নম্বর বিপদ সংকেত।
- **উল্লেখযোগ্য টিভি নাটক:** কোথাও কেউ নেই, এইসব দিনরাত্রি: প্রথম টিভি নাটক। নক্ষত্রের রাত, হিমু, আজ রবিবার, অপরাহ্ন, অয়োময়, ইবলিশ, উড়ে যায় বক-পক্ষী, চন্দ্রগ্রহণ, বৃহন্নলা, যমুনার জল দেখতে কালো।
- **পুরস্কার:** শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮১), মাইকেল মধুসূদন পদক (১৯৮৭), বাচসাস পুরস্কার (১৯৮৮), কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৩), একুশে পদক (১৯৯৪), জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক, অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণ পদক।

❑ তাঁর বিখ্যাত কিছু গান:

- একটা ছিল সোনার কন্যা।
- লিলুয়া বাতাস।
- ও আমার উড়াল পঙ্খীরে।
- আমার ভাঙা ঘরের ভাঙা চালা
- চাঁদনি পসর রাতে যেন আমার মরণ হয়
- আমার আছে জল
- চাঁদনি পসরে কে আমায় স্মরণ করে

❑ তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র:

- দূরত্ব, প্রিয়তমেষু- মোরশেদুল ইসলাম
- দারুচিনি দ্বীপ– তৌকির আহমেদ
- নিরন্তন– আবু সাইয়ীদ
- শঙ্খনীল কারাগার– মুস্তাফিজুর রহমান
- নন্দিত নরকে– বেলাল আহমেদ।
- অনিল বাগচীর একদিন– মোরশেদুল ইসলাম (২০১৫)।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবলি–

- 'নন্দিত নরকে' উপন্যাস রচনার জন্য তাঁকে বলা হয়– সমকালীন আখ্যানকার।
- হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টি দুটি অমর চরিত্র হলো– হিমু ও মিসির আলী।
- হুমায়ূন আহমেদের প্রথম কল্পবিজ্ঞানের বই হলো– তোমাদের জন্য ভালোবাসা।
- "রোগকে ঘৃণা করা যায়, রোগীকে কেন?"– উক্তিটি করেছেন– হুমায়ূন আহমেদ।
- 'মতিন' ও 'কমল' নামের চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটি শিশুর আত্মানুসন্ধান প্রকাশিত হয় হুমায়ূন আহমদের যে উপন্যাসে– কে কথা কয়।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. 'হিমু' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. রুমানা আফরোজ
খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. মমতাজ উদ্দীন আহমদ
ঘ. হুমায়ূন আহমদ **উ: ঘ**

২. 'আগুনের পরশমনি' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় কী?
ক. মুক্তিযুদ্ধ খ. বঙ্গভঙ্গ
গ. ভাষা আন্দোলন ঘ. তেভাগা আন্দোলন **উ: ক**

৩. হুমায়ূন আহমেদ এর কোন উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা?
ক. শঙ্খনীল কারাগার খ. জোছনা ও জননীর গল্প
গ. তেঁতুল বনে জ্যোৎস্না ঘ. নন্দিত নরকে **উ: খ**

৪. 'এইসব দিনরাত্রি' নাটকটির লেখক-
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. আবদুল্লাহ আল মামুন
গ. কল্যাণ মিত্র ঘ. ইমদাদুল হক মিলন **উ: ক**

৫. 'নীল অপরাজিত' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুর রাহমান ঘ. হুমায়ূন আহমেদ **উ: ঘ**

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

- ✓ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সালে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার গোটিয়া গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ পৈতৃক নিবাস চেলোপাড়া, বগুড়া। ডাকনাম- মঞ্জু।
- ✓ তিনি ১৯৬৫ সালে জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ঢাকা কলেজে আমৃত্যু অধ্যাপনা করেন।
- ✓ তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), একুশে পদক (মরণোত্তর)- ১৯৯৯ পান।
- ✓ তিনি ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৭ সালে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

প্রশ্ন: তাঁর উপন্যাস দুটি কী কী?
উ: 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭): এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। এটি উনসত্তরের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। চরিত্র: ওসমান, খিজির, আনোয়ার।

'খোয়াবনামা' (১৯৯৬): এতে গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ তেভাগা আন্দোলন, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। কাৎলাহার বিলের দু'ধারের চাষী-মাঝিদের জীবনচরিত এ উপন্যাসের উপজীব্য।

খোয়াবনামা (উপন্যাস)	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
জঙ্গনামা (কাব্যগ্রন্থ)	দৌলত উজির বাহরাম খান
নূরনামা (কাব্যগ্রন্থ)	আদুল হাকিম
সিকান্দারনামা (কাব্যগ্রন্থ)	আলাওল
সফরনামা (প্রবন্ধ)	আবুল ফজল

প্রশ্ন: 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ: উনসত্তরের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যিক উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭)। উপন্যাসের নায়ক ওসমান দেশবিভাগের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় এসেছে। সে এতোটাই বিচ্ছিন্ন এবং ছিন্নমূল যে চিলেকোঠায় বাস করাই ছিল যেন তার নিয়তি। অথচ বামপন্থী ছাত্রনেতা, ছাত্রলীগ নেতা, শ্রমিক ও রিক্সাওয়ালা এমন কি বাড়িওয়ালার মেয়ের সাথে তার বিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ হয়েছে। ওসমান যেন ছোট ছোট কাহিনির সূত্রধর। কোনো বাড়ির চিলেকোঠায় বাস করেও স্বাধীনতার লক্ষ্যে গড়ে উঠা বৃহত্তর আন্দোলনের জোয়ারে সেদিন মিলিত হয়েছিল ওসমান। ওসমানের মাধ্যমে ইতিবাচক রাজনীতির উপস্থাপনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ববর্তী রূপটি ঔপন্যাসিক সার্থকভাবে তুলে এনেছেন। এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (প্রবন্ধ)	আহমদ শরীফ
সাহিত্য সংস্কৃতি জীবন (প্রবন্ধ)	আবুল ফজল
সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (প্রবন্ধ)	বদরুদ্দীন ওমর
সংস্কৃতির সংকট (প্রবন্ধ)	বদরুদ্দীন ওমর
সভ্যতার সংকট (প্রবন্ধ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সংস্কৃতি-কথা (প্রবন্ধ)	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
সংস্কৃতির কথা (প্রবন্ধ)	কাজী আবদুল ওদুদ
সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (প্রবন্ধ)	শওকত ওসমান
সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু (প্রবন্ধ)	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
সংস্কৃতির রূপান্তর (প্রবন্ধ)	গোপাল হালদার

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. **'দুধেভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা কে?** [Combined 5 Bank Officer Cash-2019]
a) শওকত ওসমান b) জ্যোতিপ্রকাস দত্ত
c) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস d) হাসান আজিজুল হক **উ: c**

২. **উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস কোনটি?**
ক. ভূমিপুত্র খ. মাটির জাহাজ
গ. কাঁটাতারে প্রজাপতি ঘ. চিলেকোঠার সেপাই **উ: ঘ**

৩. **'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি কার লেখা?**
ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস খ. আবুল ফজল
গ. শওকত ওসমান ঘ. জহির রায়হান **উ: ক**

৪. **'খোয়াবনামা' উপন্যাসের রচয়িতা কে?**
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. শওকত ওসমনা
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. সৈয়দ শামসুল হক **উ: গ**

৫. **'দুধেভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. শওকত ওসমান ঘ. বুদ্ধদেব বসু **উ: খ**

৬. **'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন?**
ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী খ. বিনয় ঘোষ
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. রাধারমণ মিত্র **উ: গ**

আল মাহমুদ

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামের মোল্যা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাংবাদিক হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালকের পদও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আল মাহমুদের প্রকৃত নাম মীর আবদুস শাকুর আল মাহমুদ। তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

- **কাব্যগ্রন্থ:** লোক লোকান্তর (১৯৩৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪), আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৬), একচক্ষু হরিণ (১৯৮৯), পাখির কাছে, ফুলের কাছে (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (২০০২), মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৭৬), মিথ্যাবাদী রাখাল, দোয়েল ও দয়িতা, হৃদয়পুর (১৯৯৫), তুমি তৃষ্ণা, তুমিই পিপাসা, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০)।
- **উপন্যাস:** ডাহুকী (১৯৯২), কবি ও কোলাহল (১৯৯৩), কাবিলের বোন (২০০১), নিশিন্দা নারী, আগুনের মেয়ে (১৯৯৫), পুরুষ সুন্দর (১৯৯৪), উপমহাদেশ (১৯৯৩), পুত্র (২০০০), দিন যাপন, তুষের আগুন, যে সুখ দুঃখের অধিক, চেহারার চতুরঙ্গ (২০০০)।
- **গল্প:** পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), গন্ধবণিক (১৯৮৬), ময়ূরীর মুখ (১৯৯৪)।
- **প্রবন্ধ:** কবির আত্মবিশ্বাস, দিনযাপন (১৯৯০), কবিতার বহুদূর (১৯৯৭), নারী নিগ্রহ (১৯৯৭)।
- **পুরস্কার:** বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), লেখকসংঘ পুরস্কার (১৯৮০), ফিলিপ্স সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৭), নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০)।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- আল মাহমুদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস– উপমহাদেশ।
- 'আমার বুকের ভেতর ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ওঠে' এটি যার কথা– আল মাহমুদ।
- যে সময়ে তিনি 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন– স্বাধীনতা-উত্তরকালে।
- 'গণকণ্ঠ' পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিল– জাসদ।
- 'সোনালী কাবিন'-এ ১৪টি সনেটের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘ কবিতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- সোনালী কাবিনে যে ধরনের চিত্র ফুটে উঠেছে– বঞ্চিতের ক্ষোভ, শ্রমিকের ঘাম, কৃষকের পরিশ্রম গ্রামীণ আবহে ভেসে উঠেছে।
- তাঁর কবিতার বিশেষত্ব হলো– বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ও লোকশব্দ ব্যবহার।
- প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস– ডাহুকী।
- প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– লোক লোকান্তর (১৯৬৩)।
- প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প– পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫)।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. 'সোনলী কাবিন' এর রচয়িতা কে? [Combined 8 Bank SO-2019]
a) হাসান হাফিজুর রহমান b) হুমায়ুন আজাদ
c) আল মাহমুদ d) শক্তি চট্টোপাধ্যায় **উ: c**

২. 'সোনালী কাবিন' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. আল মাহমুদ
গ. হুমায়ূন আজাদ ঘ. শক্তি চট্টোপাধ্যায় **উ: খ**

৩. 'সোনালী কাবিন' কোন শ্রেণির রচনা?
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. প্রবন্ধ গ্রন্থ
গ. গল্পগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস **উ: ক**

৪. 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কোন শ্রেণীর রচনা?
ক. ইতিহাস খ. কাব্য
গ. উপন্যাস ঘ. রূপকথা **উ: খ**

৫. 'কালের কলস'- কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. আল মাহমুদ খ. শামসুর রাহমান
গ. শহীদ কাদরী ঘ. রফিক আজাদ **উ: ক**

৬. কোনটি আল মাহমুদের গ্রন্থ নয়?
ক. বখতিয়ারের ঘোড়া খ. সোনালী কাবিন
গ. হেমলকের পেয়ালা ঘ. কালের কলস **উ: গ**

নির্মলেন্দু গুণ

লেখকের পরিচিতিমূলক তথ্য:
নির্মলেন্দু গুণ ১৯৪৫ সালের ২১ শে জুন নেত্রকোনা জেলার কাশবন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে 'কবিদেব কবি' বলা হয়। নিজ গ্রামে তিনি 'কাশবন বিদ্যানিকেতন' নামক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ডাকনাম রতন, তবে প্রিয়জনেরা তাঁকে "রাতু" বলে ডাকতো।

তাঁর সাহিত্যকর্ম:
কাব্যগ্রন্থ: প্রেমাংশুর রক্ত চাই (১৯৭০): তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। **না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২):** এটি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
অন্যান্য গ্রন্থ: ও বন্ধু আমার (১৯৭৫), আনন্দ কুসুম (১৯৭৬), ইসক্রা (১৯৮৪), বাংলার মাটি বাংলার জল (১৯৭৮), তার আগে চাই সমাজতন্ত্র (১৯৭৯), চাষাভূষার কাব্য (১৯৮১), পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ, দূর হ দুঃশাসন (১৯৮৩), মুজিব লেনিন-ইন্দিরা (১৯৮৪), দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজন (১৯৭৪), নিশি কাব্য, আনন্দ উদ্যান।
কবিতা: নতুন কাণ্ডারী (প্রথম কবিতা), হুলিয়া, স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো, আমার সংসার, মানুষ, ডিসেম্বর, ১৯৮১।
অনুবাদ কবিতা: রক্ত আর ফুলগুলি (১৯৮৩), রাজনৈতিক কবিতা, কাব্যসমগ্র।
কিশোর উপন্যাস: কালো মেলা (১৯৮২), বাবা যখন ছোট ছিলো (১৯৯৭)।
ছোটগল্প: আপনদলের মানুষ (১৯৭৬), মহাজট, অন্তর্জাল (২০০৫)।
আত্মজীবনী: আমার ছেলেবেলা, আমার কণ্ঠস্বর (১৯৭৬), আত্মকথা ১৯৭১ (২০০৮), রক্তঝরা নভেম্বর (১৯৭৫)।
ছড়ার বই: সোনার কুঠার।
ভ্রমণকাহিনি: ভলগার তীরে (১৯৮৫) গীনসবার্গের সঙ্গে (১৯৯৪), আমেরিকায় জুয়াখেলার স্মৃতি (১৯৯৬), ভ্রমি দেশে দেশে (২০০৪)।
পুরস্কার: বাংলা একাডেমি (১৯৮২), কবি হাসান হাফিজুর রহমান স্মৃতি স্বর্ণপদক (১৯৯৭), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২)।

□ তাঁর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি:
- "সমবেত সকলের মতো আমি গোলাপ ফুল খুব ভালবাসি, রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেই সব গোলাপের একটি গোলাপ গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।"

□ তাঁর চিত্র প্রদর্শন:
- ২০০৯ সালের জুলাই মাসে জাতীয় পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে নির্মলেন্দু গুণের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়।

সেলিম আল দীন

□ তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:
সেলিম আল দীন ১৮ নভেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন নোয়াখালী জেলার বর্তমানে ফেনী জেলার সোনাগাজির সেনেরখিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং মাতা ফিরোজা খাতুন। সেলিম আল দীনের প্রকৃত নাম হচ্ছে মইনুদ্দিন আহমেদ। তিনি ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ১৪ জানুয়ারি ২০০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:
★ **মুনতাসির ফ্যান্টাসি:**
- প্রকাশকাল– ১৯৮৫ খ্রি.।
- এই নাটকে তিনি সেনা ও স্বৈরাশাসকের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের পাশপাশি শুভবোধ ও সংস্কৃতি ধ্বংসের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

★ **কীর্তনখোলা:**
- প্রকাশকাল– ১৯৮৬ খ্রি. ।
- এই নাট্যগ্রন্থটি নিয়ে ২০০০ সালে চলচ্চিত্র নিমির্ত হয় ।

★ **চাকা:**
- **প্রকাশকাল– ১৯৯১ খ্রি. ।**
- এটি নিয়ে ১৯৯৪ সালে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ।

★ **ঘুম নেই**
- প্রকাশকাল– ১৯৭০ খ্রি. ।
- এটি টেলিভিশনে প্রচারিত প্রথম নাটক ।
- ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে এটি প্রচারিত হয় ।

নাট্যগ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল
সর্ব বিষয় গল্প ও অন্যান্য	১৯৭৩ খ্রি.
জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন	১৯৭৫ খ্রি.
বাসন	১৯৮২ খ্রি.
কেরামত মঙ্গল	১৯৮৩ খ্রি.
যৈবতী কন্যার মন	১৯৯৩ খ্রি.
বনপাংশুল	১৯৯১ খ্রি.
হরগজ	১৯৯২ খ্রি.
একটি মারমা রূপকথা	১৯৯৫ খ্রি.
হাতহদাই	১৯৯৭ খ্রি.
ধাবমান	২০০৭ খ্রি.
স্বর্ণবোয়াল	২০০৭ খ্রি.
নিমজ্জন	

তাঁর অন্যান্য রচনা ও পুরস্কার:

প্রবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্থ: মধ্যযুগে বাংলা নাট্য (১৯৯৭), বাংলাদেশের নাটকে সমকালীন জীবন, মধ্যযুগের বাংলা নাট্য, পাটন যাত্রা, ফেস্টুনে লেখা স্মৃতি, বিশাখা, হাসতে হাসতে দেয়াল ভাঙ্গো দাদা ঠাকুর, ইতিহাসের সম্মুখ রেখায় বাংলাদেশের নৃত্য, আদি ছন্দ স্বরবৃত্ত, আমেরিকার কালোদের সাহিত্য, লোক সঙ্গীত, বাঘ পাহাড়ের যুদ্ধ জয়: চীনা অপেরা, একটি কাব্য পাঠের গল্প ও নীলের একটি নাটক প্রসঙ্গে ।

কবিতা: মেঘেদের সংসার, চোখ, শিল্পক, কীত্তনখোলার মেলা, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে, কবি ও তিমি ।

গল্প: আহত বিহগ, রেডিয়াম থেকে বিদায়, লেসার রশ্মি নয় ।

অনুবাদ: নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ, নজিনস্কি, অভিনয় দর্পণ, আনন্দ কুমার স্বামীকৃত ভূমিকা ।

পুরস্কার: একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, কথা সাহিত্য পুরস্কার, টেনাসিনাম পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, নন্দীপট পদক ।

লেখক সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সেলিম আল দীন যে নাটকটি শেষ করে যেতে পারেননি– হাড়-হাড্ডি ।
- হাড়হাড্ডি নাটকের যতটুকু তিনি লিখেছিলেন– এক তৃতীয়াংশ মাত্র ।
- তাঁর রচিত প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম– নিগ্রো সাহিত্য ।
- "হাতহদাই" নাটকটি যে অঞ্চলের ভাষায় রচিত– নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় ।
- "মুনতাসীর ফ্যান্টাসি" নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়– আশির দশকের স্বৈরশাসন ।
- সেলিম আল দীনের সবচেয়ে বেশি অবদান– নাটক ও নাট্য সাহিত্যে ।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. **সেলিম আল দীনের যে সৃষ্টিকর্মটি ব্যতিক্রমধর্মী–** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]
a) নিমজ্জন b) উষা উৎসব ও স্বপ্নরমণীগণ
c) প্রাচ্য d) হরগজ **উ: B**

২. **বাংলাদেশে 'গ্রাম থিয়েটার' এর প্রবর্তক-**[Bangladesh Krishi Bank Ltd. Officer Cash-2017]
a) মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ b) আবদুল্লাহ আল মামুন
c) সেলিম আল দীন d) রামেন্দু মজুমদার **উ: c**

৩. **'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন' নাটকটির রচয়িতা কে?**
ক. মামুনুর রশীদ খ. হুমায়ুন আহমেদ
গ. আবুল হায়াত ঘ. সেলিম আল দীন **উ: ঘ**

৪. **বাংলাদেশে 'গ্রাম থিয়েটার' এর প্রবর্তক কে?**
ক. মমতাজ উদ্দীন আহমদ খ. আবদুল্লাহ আল মামুন
গ. সেলিম আল দীন ঘ. রামেন্দ্র মজুমদার **উ: গ**

৫. **সেলিম আল দীন রচিত 'চাকা' একটি-**
ক. উপন্যাস খ. কবিতা
গ. ছোটগল্প ঘ. কথানাট্য **উ: ঘ**

৬. **'হাতহদাই' নাটকের নাট্যকার কে?**
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. সেলিম আল দীন
গ. আবদুল্লাহ আল মামুন ঘ. মমতাজ উদ্দীন আহমদ **উ: খ**

৭. **'নাট্যচার্য' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন কোন নাট্যকার?**
ক. ওয়ালীউল্লাহ খ. মামুনুর রশীদ
গ. হুমায়ুন আহমেদ ঘ. সেলিম আল দীন **উ: ঘ**

সৈয়দ শামসুল হক

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সক্রিয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক । কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, অনুবাদ তথা সাহিত্যের সকল শাখায় সাবলীল পদচারণার জন্য তাকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয় ।

✓ সৈয়দ শামসুল হক ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ।

✓ প্রখ্যাত লেখিকা ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক তাঁর স্ত্রী ।

✓ তাঁকে সব্যসাচী লেখক নামে অভিহিত করা হয় । সব্যসাচী অর্থ– যার ডান বাম দুই হাত সমানভাবে চলে । যে লেখক সাহিত্যের সকল শাখায় অবাধ বিচরণ করেন, তাকেই সব্যসাচী লেখক বলে । কিন্তু সে বিচারে সৈয়দ শামসুল হক সব্যসাচী লেখক নন । তিনি ও তাঁর সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ তাকে সব্যসাচী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ।

✓ প্রকৃতপক্ষে, সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম দিককার গ্রন্থগুলো তাঁর ভাইয়ের লক্ষ্মীবাজারের সব্যসাচী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হতো। সে দিক থেকেই তাকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়।

✓ তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' পান (এ পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে কম বয়সী)। এছাড়াও তিনি 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৬৯), 'একুশে পদক' (১৯৮৪), 'স্বাধীনতা পুরস্কার' (২০০০) লাভ করেন।

✓ তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (কবির ইচ্ছানুযায়ী কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে তাকে সমাহিত করা হয়।)

কাব্যনাট্য: পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬) গণ নায়ক (১৯৭৬), নূরলদীনের সারাজীবন (১৯৮২), এখানে এখন (১৯৮৮)।

নাটক: নূরলদীনের সারাজীবন, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), ঈর্ষা, গণনায়ক, এখানে এখন, যুদ্ধ।

✪ **পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়:** মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যনাটক।

প্রশ্ন: তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো কী কী?

উ: 'দেয়ালের দেশ' এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস।

'নিষিদ্ধ লোবান' (১৯৮১): এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। উপন্যাসটি 'গেরিলা' নামে চলচ্চিত্রায়িত করেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ।

'নীলদংশন' (১৯৮১): এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

'খেলারাম খেলে যা' (১৯৭৯): আত্মসুখ সন্ধানী ও ভোগবাদী চেতনার চরিত্র বাবর আলীর মস্তিষ্ককোষে ক্রিয়াশীল ফ্রয়েডীয় লিবিডোর একাধিপত্যের কাহিনি এর বিষয়। যৌন সুরসুরি এ উপন্যাসে বিদ্যমান থাকায় একে 'পিনআপ নভেল' বলা হয়। এ ধরনের উপন্যাসকে হুমায়ুন আজাদ 'অপন্যাস' বলেছেন।

'এক মহিলার ছবি' (১৯৫৯), 'অনুপম দিন' (১৯৬২), 'সীমানা ছাড়িয়ে' (১৯৬৪), 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' (১৯৮৪), 'আয়না বিবির পালা' (১৯৮৫), 'স্তব্ধতার অনুবাদ' (১৯৮৭), 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' (১৯৮৯), 'ত্রাহি' (১৯৮৯), 'তুমি সেই তরবারি' (১৯৮৯), 'মৃগয়ায় কালক্ষেপণ', 'অন্য এক আলিঙ্গন', 'একমুঠো জন্মভূমি', 'আলোর জন্য', 'রাজার সুন্দরী'।

প্রশ্ন: তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো কী কী?

উ: 'পরানের গহীন ভিতর' (১৯৮০): এটি আঞ্চলিক ভাষারীতিতে রচিত। 'একদা এক রাজ্যে' (১৯৬১), 'বিরতিহীন উৎসব' (১৯৬৯), 'বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা' (১৯৭০), 'প্রতিধ্বনিগণ' (১৯৭৩), 'অপর পুরুষ' (১৯৭৮), 'আমি জন্মগ্রহণ করিনি' (১৯৯০), 'ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর' (২০০৯), 'নাভিমূলে ভস্মাধার'।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাটক 'নিলক্ষার নীল' প্রবন্ধ প্রকাশ করছে– [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]

a) অনন্ত নক্ষত্রবীথি b) দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী আকাশ
c) বিষাক্ত পৃথিবী d) নীল জ্যোৎস্না **উ: B**

২. বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যাঙ্গনে সব্যসাচী লেখক কাকে বলা হয়?

ক. হুমায়ুন আহমেদ খ. আলাউদ্দিন আল আজাদ
গ. আল মাহমুদ ঘ. সৈয়দ শামসুল হক **উ: ঘ**

নোট: অপশনে বুদ্ধদেব বসু থাকলে উত্তর হবে বুদ্ধদেব বসু। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে তাকেই বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক মনে করা হয়। সৈয়দ শামসুল হককে কেউ কেউ সব্যসাচী লেখক মনে করলেও অনেকেই তা স্বীকার করেন না। (তথ্যসূত্র- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা -ড. সৌমিত্র শেখর)

৩. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যের মৌল বিষয় কী?

ক. মুক্তিযুদ্ধ খ. গৃহযুদ্ধ
গ. বিশ্বযুদ্ধ ঘ. ভাষা আন্দোলন **উ: ক**

৪. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের প্রেক্ষাপট-

ক. মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি খ. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট
গ. মুক্তিযুদ্ধের শেষ ঘ. দেশ গড়া **উ: গ**

৫. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কোন জাতীয় রচনা?

ক. উপন্যাস খ. ছোটগল্প
গ. কবিতা গ্রন্থ ঘ. নাটক **উ: ঘ**

৬. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকটির রচয়িতা কে?

ক. সেলিম আল দীন খ. মামুনুর রশীদ
গ. আবদুল্লাহ আল মামুন ঘ. সৈয়দ শামসুল হক **উ: ঘ**

iddabari your success benchmark

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১০ই জুলাই, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১০ সালে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃত বিষয়ে বি.এ অনার্স পাস করেন। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে ডিপ্লোমা এবং ডি.লিট. ডিগ্রি লাভের গৌরব অর্জন করেন। ১৩ই জুলাই, ১৯৬৯ সালে ঢাকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবনাবসান ঘটে।

তাঁর সাহিত্য কর্ম:

গবেষণামূলক ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক রচনা: সিদ্ধা কাহ্নপার গীত ও দোহা (১৯২৬), ভাষাতত্ত্ব : ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৫৮), বাংলা ব্যাকরণ (১৯৩৫), বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড ১৯৫৩, ২য় খণ্ড ১৯৬৫), বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান (১৯৬০)

প্রবন্ধ পুস্তক: পল্লী সাহিত্য (১৯৩৮), ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৫), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), Eassy on Islam (১৯৪৫), Traditional Culture in East Pakistan (১৯৬৩)।

অনুবাদ গ্রন্থ: দীওয়ানে হাফিজ (১৯৩৮), অমিয়শতক (১৯৪০), রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ম (১৯৪২), মহানবী (১৯৪৬), বাইঅতনামা (১৯৪৮), বিদ্যাপতি শতক (১৯৫৪), কুরআন প্রসঙ্গ (১৯৬২), মহররম শরীফ (১৯৬২), অমর কাব্য (১৯৬৩), ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩), Hundred Saying of the Holy Prophet (১৯৪৫), Buddhist Mystic Songs (১৯৬০)।

সংকলন: পদ্মাবতী (১৯৫০), প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), গল্প সংকলন (১৯৫৩), দুই খণ্ডে প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

সম্পাদনা: আঙ্গুর (শিশু পত্রিকা- ১৯২০), দি পিস (ইংরেজি মাসিক-১৯২৩), বঙ্গভূমি (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা- ১৯৩৭), তকবীর (পাক্ষিক পত্রিকা ১৯৪৭)।

পুরস্কার: ১৯৬৭ সালে ফরাসি সরকার কর্তৃক 'নাইট অব দি অর্ডারস অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স" পদক পান। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মান' প্রাইড অব পারফরম্যান্স' পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস প্রফেসার পদ লাভ করেন।

সম্পাদিত পত্রিকা: তাঁর প্রথম সম্পাদিত পত্রিকার নাম আঙ্গুর (১৯২০)। তাঁর সম্পাদিত 'দি পিস' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। বঙ্গভূমি (মাসিক, ১৯৩৭), তকবীর (পাক্ষিক, ১৯৪৭)।

উক্তি: কিছুই অসাধ্য নহে– পঙ্গুর পর্বত লঙ্ঘন ও সম্ভব। আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য; তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।

তাঁর সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:

- তাঁকে যে উপাধিতে ভূষিত করা হয়– ভাষাতত্ত্ববিদ।
- তিনি মূলত ছিলেন– ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষাবিদ।
- তাঁর রচিত প্রথম শিশুতোষ গ্রন্থের নাম– শেষ নবীর সন্ধানে।
- বাংলা একাডেমি প্রকাশিত যে অভিধানের তিনি প্রধান সম্পাদক– বাংলা একাডেমি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।
- তিনি তাঁর নিজের নাম রেখেছেন– জ্ঞানানন্দ স্বামী।
- তাঁকে 'চলিষ্ণু অভিধান' বা 'চলমান বিশ্বকোষ' বলা হয়।
- তিনি ২৪টি ভাষা আয়ত্ত করেন এবং ১৮টি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।
- তাঁকে 'জ্ঞানতাপস' অভিধায় অভিহিত করা হয়।
- ১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি 'বাংলা পঞ্জিকা' সংস্কার করেন।

জীবনানন্দ দাশ

রূপসী বাংলার কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। তিনি প্রধানত প্রকৃতির কবি।

তাঁকে আরো যেসব বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়, সেগুলো হলো তিমির হননের কবি, ধূসরতার কবি, নির্জনতার কবি, বিপন্ন মানবতার নীলকণ্ঠ কবি। তাঁর জন্মস্থান বরিশালে। তিনি কবি কুসুম কুমারী দাশের ছেলে। জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থগুলো হলো ঝরাপালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।

'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে স্বদেশপ্রীতি ও নিসর্গময়তা ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলে মন্তব্য করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' (১৯২৮)। তিনি এডগার এলান পো-রচিত 'টু হেলেন' কবিতা অনুসরণে 'বনলতা সেন' কবিতাটি রচনা করেন। 'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেওনাকো তুমি'- তাঁর কবিতার চরণ। 'কবিতার কথা' তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হলো: মাল্যবান (১৯৭৩), সতীর্থ (১৯৭৪), কল্যাণী (১৯৯৯)

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ত্রিশের দশকের কবি। তিনি 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

কাব্যগ্রন্থ : মর্মবাণী, বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, মরচে পড়া পেরেকের গান ইত্যাদি। তাঁর উপন্যাস- তিথিডোর, নির্জন স্বাক্ষর; প্রবন্ধ- হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল; নাটক- তপস্বিনী ও তরঙ্গিনী।

পঞ্চপাণ্ডব- জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী- এই ৫ জন হলেন ত্রিশের দশকের কবি। তাঁরা উচ্চ শিক্ষিত, পাঁচজনই ইংরেজির ছাত্র এবং অরাবীন্দ্রিক কাব্যবলয় নির্মাণের চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন। তাঁরা বাংলা সাহিত্যে 'পঞ্চপাণ্ডব' নামে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

মুনীর চৌধুরী

তিনি ১৯৭১ সালে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের একজন।

মৌলিক নাটক: কবর, রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য, দণ্ডকারণ্য, নষ্ট ছেলে, মানুষ, দণ্ড, দণ্ডধর।

অনূদিত নাটক: মুখরা রমণী বশীকরণ, রূপার কৌটা, কেউ কিছু বলতে পারে না, ওথেলো (অসমাপ্ত) প্রভৃতি।

- ✪ 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের মূল উপজীব্য হলো ১৭৬১ সালে সংঘটিত পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।
- ✪ 'কবর' নাটকের মূল বিষয়বস্তু হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি কারাগারে বসে তিনি একদিনে নাটকটি রচনা করেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৫ আগস্ট ১৯২৬ সালে কলকাতার কালীঘাটের ৪৩, মহিম হালদার স্ট্রিটের মাতামহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি প্রথম ম্যালেরিয়া ও পরে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে, ১৯৪৭ সালে ১৩ই মে মাত্র ২১ বছর বয়সে কলকাতার ১১৯ লাউডট স্ট্রিটের রেড এড কিওর হোমে মৃত্যুবরণ করেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী তরুণ কবি এবং মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী।

বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম:

তার রচনাবলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো: ছাড়পত্র (১৯৪৭), পূর্বাভাস (১৯৫০), মিঠেকড়া (১৯৫১), অভিযান (১৯৫৩), ঘুম নেই (১৯৫৪), হরতাল (১৯৬২), গীতিগুচ্ছ (১৯৬৫) প্রভৃতি।

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. **'আকাশলীনা' কাব্য কার লেখা?** [Combined 8 Banks & Financial Institution Officer (General)- 2022]
a) কাজী নজরুল ইসলাম b) আল মাহমুদ
c) জীবনানন্দ দাশ d) শামসুর রাহমান **উ: c**

২. **মুনীর চৌধুরীর 'মুখরা রমণী বশীকরণ' একটি–** [Probashi Kallayan Bank (Senior Officer)- 2021]
a) উপন্যাস b) ছোটগল্প
c) প্রবন্ধ d) অনুবাদ নাটক **উ: d**

৩. **আঠারো বছরের বৈশিষ্ট্য নয়–** [Karmasangsthan Bank (Assistant Officer)- 2021]
a) ভয়ংকর b) ভীরু
c) নির্ভীক d) দুর্বার **উ: b**

৪. **'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।' কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে কবি আঠারো প্রত্যাশা করেছেন?** [Bangladesh Bank AD- 2021]
i) উদ্দীপনা ii) সেবাব্রত
iii) সাহসিকতা iv) চলার দুর্বার গতি
a) i, ii, iii ও iv b) iv
c) i d) i, ii ও iii **উ: d**

৫. **কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত?** [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) হরতাল b) পালাবদল
c) উত্তীর্ণ পঞ্চাশে d) অনিষ্ট স্বদেশ **উ: a**

৬. **জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতার কবি' আখ্যা দিয়েছেন-** [Bangladesh Bank Officer General-2019]
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর b) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
c) বুদ্ধদেব বসু d) বিষ্ণু দে **উ: c**

৭. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রধানত-**
ক. ভাষাতত্ত্ববিদ খ. সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা
গ. ইসলাম প্রচারক ঘ. সমাজ সংস্কারক **উ: ক**

৮. **জীবনানন্দ দাশের কাব্যে ব্যবহৃত 'শঙ্খমালা' হলো-** [Combined 5 Bank Officer Cash-2019; Bangladesh Development Bank Ltd. Senior Officer-2017]
a) কবির জীবনদেবতা b) পূর্বপরিচিতা নারী
c) রোমান্টিক কবিকল্পনা d) রূপকথার চরিত্র **উ: c**

৯. **কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত?** [Combined 5 Banks (Officer)- 2018]
a) ছাড়পত্র b) পালাবদল
c) উত্তীর্ণ পঞ্চাশে d) অনিষ্ট স্বদেশ **উ: a**

১০. **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা?**
ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
গ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঘ. বাংলা সাহিত্যের কথা **উ: ঘ**

১১. **'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটির রচয়িতা কে?**
ক. মুনীর চৌধুরী খ. আকবর হোসেন
গ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঘ. মীর মশাররফ হোসেন **উ: ক**

১২. **কার কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলা হয়েছে?**
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. বিষ্ণু দে
গ. প্রমেন্দ্র মিত্র ঘ. অমিয় চক্রবর্তী **উ: ক**

১৩. **'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ কার লেখা?**
ক. ফররুখ আহমদ খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. জসীমউদ্দীন **উ: খ**

১৪. **'তিমির হননের কবি' উপাধিটি কার?**
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুর রাহমান ঘ. আবদুল কাদির **উ: ক**

১৫. **বুদ্ধদেব বসু কোন দশকের কবি হিসেবে খ্যাত?**
ক. ত্রিশ দশকের খ. পঞ্চাশ দশকের
গ. ষাট দশকের ঘ. চল্লিশ দশকের **উ: ক**

Teacher's Task

১. **বাংলা লিপি সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন–** [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
a) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
c) রামমোহন রায় d) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: A**

২. **কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী?** [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) স্মৃতি কথামালা b) আত্মচরিত
c) আত্মকথা d) আমার কথা **উ: B**

৩. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
ক. মেদিনীপুর খ. বর্ধমান
গ. চব্বিশ পরগণা ঘ. নদীয়া **উ: ক**

৪. **ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন প্রতিষ্ঠান 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করে?**
ক. প্রেসিডেন্সি কলেজ খ. সংস্কৃত কলেজ
গ. বিদ্যাসাগর কলেজ ঘ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় **উ: খ**

৫. **বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক কমেডি নাটক কোনটি?** [Combined 9 Bank Senior Officer (General)-2023]
a. ভদ্রার্জুন b. পদ্মাবতী
c. শর্মিষ্ঠা d. কৃষ্ণকুমারী **উ: b**

৬. **"নীল দর্পণ" নাটকটির মূল বিষয়বস্তু কী?** [Combined 9 Bank Senior Officer (General)-2023]
a. ভাষা আন্দোলন b. নীলকরদের অত্যাচার
c. অসহযোগ আন্দোলন c. তে-ভাগা আন্দোলন **উ: b**

৭. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান অবদান কোনটি?**
ক. মহাকাব্য রচনা খ. দেশপ্রেম বিষয়ক রচনা
গ. সনেটের প্রবর্তন ঘ. প্রহসন রচয়িতা **উ: ক**

৮. **'মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম, তার চেয়ে রত্ন নাই আর'। এই কবিতাংশের ভাব নিচের কোন কবিতার প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে?** [Bangladesh Bank AD- 2021]
a) জীবন-সঙ্গতি b) আমার পরিচয়
c) তাহারেই পড়ে মনে d) কপোতাক্ষ নদ **উ: D**

৯. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকবি-**
ক. কায়কোবাদ খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. আলাওল **উ: খ**

১০. **বাংলা সাহিত্যের সার্থক মহাকাব্যের রচয়িতা-**
ক. নবীনচন্দ্র খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. কায়কোবাদ **উ: খ**

১১. **'লিপিমালা' রচনা কে করেছেন?**[Sonali Bank Ltd. Officer Cash- 2019]
a) কাশীরাম দাস b) দ্বিজরাম দাস
c) রাম রাম বসু d) মুক্তরাম সেন **উ: c**

১২. **বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বৈশেষিক লক্ষণ নয়-** [Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer -2017]
a) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য b) গীতিকবিতা
c) শব্দালংকার d) পারত্রিকতা **উ: d**

১৩. **মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উৎস কি?**
ক. রামায়ণ খ. মহাভারত
গ. ভগবৎ ঘ. কুমারসম্ভব **উ: ক**

১৪. **'মেঘনাদবধ' কাব্যে সর্গ সংখ্যা কয়টি?**
ক. ১৫টি খ. ৮টি
গ. ১২টি ঘ. ৯টি **উ: ঘ**

১৫. **'মেঘনাদবধ' কোন ছন্দে রচিয়ত?**
ক. পয়ার ছন্দে খ. মুক্তক ছন্দে
গ. ছড়ার ছন্দে ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দে **উ: ঘ**

১৬. **মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকৃতপক্ষে কোন রসের কাব্য?**
ক. বীর রস খ. করুণ রস
গ. শান্ত রস ঘ. মধুর রস **উ: ক**

১৭. **'মেঘনাদবধ' কাব্যে কোনটির প্রবল প্রকাশ ঘটেছে?**
ক. জাতিসত্তা খ. দেশপ্রেম
গ. স্বজনপ্রীতি ঘ. আত্মপ্রীতি **উ: খ**

১৮. **'যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!' উক্তিটি কোন কবিতার অংশ?**
ক. বঙ্গভাষা খ. সমুদ্রের প্রতি রাবণ
গ. মানব বন্দনা ঘ. নিবেদন **উ: খ**

১৯. **'ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,/উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে'। উক্তিটি কোন কবিতার অংশ?**
ক. খেয়াপারের তরুণী খ. সমুদ্রের প্রতি রাবণ
গ. বীরঙ্গনা ঘ. পাঞ্জেরি **উ: খ**

২০. **'দি ক্যাপটিভ লেডি' (The Captive Ladie) কাব্যটি লিখেছেন-**
ক. উলিয়াম কেরী খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. মাইকেল মধুসূদন ঘ. প্রেমেন্দ্র মিত্র **উ: গ**

২১. **অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য কোনটি?**
ক. ব্রজাঙ্গনা কাব্য খ. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
গ. বীরাঙ্গনা কাব্য ঘ. মেঘনাদবধ কাব্য **উ: খ**

২২. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' একটি–**
ক. পত্রকাব্য খ. খণ্ড কবিতার সংকলন
গ. কাহিনীকাব্য ঘ. মহাকাব্য **উ: গ**

২৩. **'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কার রচনা?**
ক. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খ. নবীনচন্দ্র সেন
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: গ**

২৪. **'বঙ্গভাষা' কবিতা রচয়িতা কে?**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. শামসুর রাহমান
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. অমিয় চক্রবর্তী **উ: গ**

২৫. **"হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,**
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশ, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।" এই পঙক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক. গোবিন্দচন্দ্র দাস খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মধুসূদন দত্ত **উ: ঘ**

২৬. **"ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি"– 'বাছা' শব্দটি-**
ক. তৎসম খ. তদ্ভব
গ. দেশি ঘ. বিদেশি **উ: ক**

২৭. **"পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"– কবি 'পর-ধন' বলতে বুঝিয়েছেন-**
ক. পরের ধন সম্পত্তিকে
খ. বৈদেশিক সম্পদকে
গ. পাশ্চাত্য সাহিত্যকে
ঘ. ভিন দেশের লেখক সৃষ্ট সাহিত্যকে **উ: গ**

২৮. **"ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি"– এ পঙক্তিদ্বয় কোন কবিতার অন্তর্গত?**
ক. বলাকা খ. ক্রন্দসী
গ. বঙ্গভাষা ঘ. দারিদ্র্য **উ: গ**

২৯. **বঙ্গভাষা কবিতায় কুললক্ষ্মী বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?**
ক. বঙ্গলক্ষ্মী খ. ভাষাদেবী
গ. সরস্বতী ঘ. দেবী **উ: খ**

৩০. **'কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।' 'শৈবালে' বলতে বোঝানো হয়েছে-**
ক. নিজভাষাকে খ. অনাহারক্লিষ্ট জীবনকে
গ. পরভাষাকে ঘ. শেওলারদামকে **উ: গ**

৩১. **'কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।' এখানে কমল-কানন শব্দের ব্যঞ্জনার্থে-**
ক. পদ্মবন খ. বাংলা ভাষা
গ. বিদেশি ভাষা ঘ. ফুলের বাগান **উ: খ**

৩২. **"পালিলাম আজ্ঞাসুখে, পাইলাম কালে"- কে পেয়েছিলেন?**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. গোবিন্দ দাস ঘ. বেনজীর আহমদ **উ: খ**

৩৩. **"মাতৃভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে"- 'মণিজাল' শব্দের অর্থ-**
ক. প্রচুরমণি খ. জালের মত ছড়িয়ে থাকা মণি
গ. জলন্তমণি ঘ. চাকচিক্যময় মণি **উ: খ**

৩৪. **"মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি"– এ চরণের 'বিফল তপে' বলতে প্রকৃত অর্থে বোঝানো হয়েছে-**
ক. ব্যর্থ তপস্যায়
খ. বিদেশি ভাষা চর্চায়
গ. বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলায়
ঘ. বাংলাদেশের প্রতি অনুরাগহীনতায় **উ: ক**

৩৫. **"হায়রে কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যা বলে দূরে থাকি পার্থরথী তোমার চরণে।"– উদ্ধৃত চরণ দুটির কবি কে?**
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. কায়কোবাদ ঘ. ফররুখ আহমদ **উ: ক**

৩৬. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা নয় কোনটি?**
ক. মেঘনাদবধ কাব্য খ. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
গ. বেতালপঞ্চবিংশতি ঘ. বীরঙ্গনা **উ: গ**

৩৭. **'অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে ও বঙ্গে'- কার উক্তি?**
ক. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. রামরাম বসু ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত **উ: খ**

৩৮. **'সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে'– পঙক্তিটি কার?**
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. সমলেশ বসু ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: ক**

৩৯. **"জন্মিলে মরিতে হবে,/ অমর কে কোথা কবে,/ চিরস্থির কবে নীর,/ হায় রে, জীবন-নদে? কোন কবির উক্তি?**
ক. নবীনচন্দ্র সেন খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. কায়কোবাদ ঘ. বিহারীলাল চক্রবর্তী **উ: খ**

৪০. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য কোনটি?**
ক. বীরাঙ্গনা খ. পদ্মিনী
গ. সারদামঙ্গল ঘ. চিত্তনামা **উ: ক**

৪১. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক কোনটি?**
ক. শকুন্তলা খ. শর্মিষ্ঠা
গ. ভদ্রার্জুন ঘ. রাবণবধ **উ: খ**

৪২. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক কোনটি?**
ক. অশোক খ. সাজাহান
গ. সরোজিনী ঘ. কৃষ্ণকুমারী **উ: ঘ**

৪৩. **মধুসূদন দত্ত রচিত ঐতিহাসিক নাটক কোনটি?**
ক. কৃষ্ণকুমারী খ. পদ্মাবতী
গ. শর্মিষ্ঠা ঘ. মায়াকানন **উ: ক**

৪৪. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক-**
ক. বসন্তকুমারী খ. জমিদার দর্পণ
গ. কৃষ্ণকুমারী ঘ. শর্মিষ্ঠা **উ: গ**

৪৫. **নিম্ন গ্রন্থগুলোর মধ্যে মধুসূদনের রচিত কোনটি?**
ক. রত্নাবতী খ. সীতার বনবাস
গ. মায়াকানন ঘ. রামচরিত মানস **উ: গ**

৪৬. **'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়?** [Combined 9 Bank Senior Officer (General)-2023]
a. ১৯৬২ সালে b. ১৮৭২ সালে
c. ১৯৮২ সালে d. কোনটিই নয় **উ: b**

৪৭. **'কাঁঠালপাড়া'য় জন্মগ্রহণ করেন কোন লেখক?**
ক. সুভাষ মুখোপাধ্যায় খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. কাজী ইমদাদুল হক ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ. ঘ**

৪৮. **বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার শুরু কোন পত্রিকার মাধ্যমে?**
ক. সম্বাদ প্রভাকর খ. তত্ত্ববোধিনী
গ. বঙ্গদর্শন ঘ. সবুজপত্র **উ. ক**

৪৯. **বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?**
ক. সীতার বনবাস খ. আলালের ঘরের দুলাল
গ. দুর্গেশনন্দিনী ঘ. শকুন্তলা **উ. গ**

৫০. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?**
ক. ১৮৫৯ সালে খ. ১৮৬০ সালে
গ. ১৮৬১ সালে ঘ. ১৮৬৫ সালে **উ. ঘ**

৫১. **'দুর্গেশনন্দিনী' শব্দের অর্থ কী?**
ক. দুর্গা দেবীর কন্যা খ. দুর্গের অধিবাসী
গ. দুর্গাধিপতি ঘ. দুর্গ প্রধানের কন্যা **উ. ঘ**

৫২. **বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' এর রচয়িতা কে?**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মধুসূদন দত্ত **উ. খ**

৫৩. **'কপালকুণ্ডলা' কোন প্রকৃতির রচনা?**
ক. ঐতিহাসিক উপন্যাস খ. রোমান্সমূলক উপন্যাস
গ. বিয়োগান্তক নাটক ঘ. সামাজিক উপন্যাস **উ. খ**

৫৪. "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ"– কথাটি কার?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মীর মোশারফ হোসেন
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ. গ**

৫৫. 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়কের নাম কী?
ক. শাহজাদা সেলিম খ. আওরঙ্গজেব
গ. চন্দ্রশেখর ঘ. নবকুমার **উ. ঘ**

৫৬. "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ"- কে কাকে বলেছিল?
ক. সীমার হোসেন (রা.) কে
খ. আলেয়া সিরাজকে
গ. কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে
ঘ. উপরের কোনোটিই নয় **উ. গ**

৫৭. "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন"? কোন উপন্যাস থেকে উৎকলিত?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মেজদিদি'
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা'
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা'
ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' **উ. গ**

৫৮. "প্রদীপ নিভিয়া গেল!"- এ বিখ্যাত বর্ণনা কোন উপন্যাসের?
ক. বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'
খ. রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'
গ. বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'
ঘ. রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' **উ. গ**

৫৯. ঐতিহাসিক উপন্যাস হল-
ক. রাজসিংহ খ. পথের দাবী
গ. জননী ঘ. হাজার বছর ধরে **উ. ক**

৬০. 'রাজসিংহ' উপন্যাস কার রচনা?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ. গ**

৬১. 'কিন্তু মনুষ্য কখনো পাষাণ হয় না' উক্তিটি কোন উপন্যাসের?
ক. রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'
খ. শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'
গ. বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'
ঘ. শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' **উ. গ**

৬২. কোনটি সামাজিক উপন্যাস?
ক. কপালকুণ্ডলা খ. আনন্দমঠ
গ. বিষবৃক্ষ ঘ. দুর্গেশনন্দিনী **উ. গ**

৬৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র কোনটি?
ক. কুন্দনন্দিনী খ. শ্যামাসুন্দরী
গ. বিমলা ঘ. রোহিণী **উ. ক**

৬৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কোন চরিত্রটি পাওয়া যায়?
ক. মৃণালিনী খ. শৈবালিনী
গ. সূর্যমুখী ঘ. রাধারাণী **উ. গ**

৬৫. 'যুগলাঙ্গরীয়' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. মশাররফ হোসেন ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ. খ**

৬৬. 'মৃণালিনী' উপন্যাসটি কার রচনা?
ক. বিমল মিত্র খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ. গ**

৬৭. 'মনোরমা' বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র?
ক. কৃষ্ণকান্তের উইল খ. দুর্গেশনন্দিনী
গ. মৃণালিনী ঘ. বিষবৃক্ষ **উ. গ**

৬৮. 'ইন্দিরা' গ্রন্থটি কার রচনা?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ. খ**

৬৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. স্ত্রী-চরিত্র খ. রাজর্ষি
গ. ষোড়শী ঘ. রজনী **উ. ঘ**

৭০. বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি গ্রন্থের নাম–
ক. দুর্গেশনন্দিনী, অঙ্গুরীয় বিনিময়, রাজসিংহ
খ. দুর্গেশনন্দিনী, বামাতোষিণী, কমলাকান্তের দপ্তর
গ. দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, সীতারাম
ঘ. নববাবুবিলাস, বামাতোষিণী, সীতারাম **উ. গ**

৭১. 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ. টেকচাঁদ ঠাকুর **উ. খ**

৭২. 'বিড়াল' কোন ধরনের রচনা?
ক. যুক্তিকনিষ্ঠ ও সাবলীল খ. রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী
গ. সাম্যবাদী ঘ. কাল্পনিক ও উদ্ভট **উ. খ**

৭৩. 'আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম'। উক্তিটি কোন লেখার অন্তর্ভুক্ত?
ক. চাষার দুক্ষু খ. সৌদামিনী মালো
গ. মাসি-পিসি ঘ. বিড়াল **উ. ঘ**

৭৪. 'মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে' কার উক্তি? [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) মীর মশাররফ হোসেনের b) ইসমাইল হোসেন সিরাজীর
c) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের d) কাজী নজরুল ইসলামের **উ: A**

৭৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিকের নাম কী?
ক. মোতাহের হোসেন খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. ফররুখ আহমদ **উ: গ**

৭৬. মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থ হচ্ছে-
ক. আলালের ঘরের দুলাল খ. হুতোম প্যাঁচার নকশা
গ. কলিকাতা কমলালয় ঘ. গাজী মিয়াঁর বস্তানী **উ: ঘ**

৭৭. বাংলাদেশের কোন স্মৃতি বিজড়িত এলাকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির জন্য ঘুরে বেড়ান? [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) কালিগ্রাম b) সখিপুর
c) টুনিরহাট d) ব্যারিস্টার বাজার **উ: A**

৭৮. 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ধরনের গ্রন্থ? [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) নাটক b) উপন্যাস
c) প্রবন্ধ d) কাব্য **উ: B**

৭৯. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উপন্যাস? [Combined 8 Banks & Financial Institution Officer (General)- 2022]
a) পঞ্চগ্রাম b) চার ইয়ারী কথা
c) চতুষ্কোণ d) চতুরঙ্গ **উ: D**

৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন?
[Combined 9 Banks Officer (General)- 2022]
a) ১৯১৮ b) ১৯২৬
c) ১৯৩২ d) ১৯৩৬ **উ:** B

৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল–
ক. ১৮৬১–১৯৪১ খ. ১৮৬০–১৯৪১
গ. ১৮৬০–১৯৪০ ঘ. ১৯৬১–১৯৪০ **উ:** ক

৮২. ২০১১ সালে সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পালিত হয়–
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
গ. মীর মশাররফ হোসেনের
ঘ. প্রমথ চৌধুরীর **উ:** ক
ব্যাখ্যা : ১৮৬১ খ্রি. + ১৫০ বছর (সার্ধশত) = ২০১১ খ্রি.

৮৩. কবি রবিঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ কোন জেলায়?
ক. রাজশাহী খ. কুমিল্লা
গ. কুষ্টিয়া ঘ. ঢাকা **উ:** গ

৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতবার ঢাকায় এসেছিলেন?
ক. এক খ. দুই
গ. তিন ঘ. চার **উ:** খ

৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় ছিলেন না?
ক. শাহজাদপুর খ. শিলাইদহ
গ. মনপুরা ঘ. পতিশ্বর **উ:** গ

৮৬. শিলাইদহ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের আর কোন অঞ্চলে অবস্থান করতেন?
ক. কুমিল্লা খ. পতিসর
গ. খুলনা ঘ. সাভার **উ:** খ

৮৭. এশিয়া তথা উপমহাদেশের প্রথম নোবেল জয়ী কে?
ক. সি ভি রমন খ. আব্দুল সালাম
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মাদার তেরেসা **উ:** গ

৮৮. সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান প্রথম ভারতীয়–
ক. স্যার ইকবাল খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কৃষণ চন্দর ঘ. নীরোদ চৌধুরী **উ:** খ

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোন সাহিত্যকর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
ক. Khanika খ. Sonartori
গ. Song Offering ঘ. Sanchita **উ:** গ

৯০. রবীন্দ্রনাথ যে রচনাটির জন্য সর্বাধিক বিখ্যাত, সেটি কোনটি?
ক. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত খ. গল্পগুচ্ছ
গ. সঞ্চয়িতা ঘ. গীতাঞ্জলি **উ:** ঘ

৯১. 'গীতাঞ্জলি; কার লেখা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. সুকুমার রায় **উ:** খ

৯২. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক. গীতাঞ্জলি খ. গিতাঞ্জলী
গ. গীতাঞ্জলি ঘ. গিতাঞ্জলি **উ:** গ

৯৩. 'গীতাঞ্জলি' কী ধরনের রচনা?
ক. নাটক খ. কাব্যগ্রন্থ
গ. গল্প ঘ. প্রবন্ধ
ঙ. কোনোটিই নয় **উ:** খ

৯৪. রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থটি উপন্যাস?
ক. শেষের কবিতা খ. বলাকা
গ. ডাকঘর ঘ. কালান্তর **উ:** ক

৯৫. 'অমিত ও লাবণ্য' চরিত্র দুটির রচয়িতা কে?
ক. সৈয়দ মুজতবা আলী খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মুনীর চৌধুরী **উ:** গ

৯৬. 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটির নায়ক কে?
ক. শোভনলাল খ. অমিত রায়
গ. নরেন ঘ. অভিক **উ:** খ

**৯৭. "কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
করা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ।" উপরিউক্ত চরণের রচয়িতা কে?**
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. শামসুর রাহমান
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. চণ্ডীদাস **উ:** গ

**৯৮. "যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূঁজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।" চরণটির রচয়িতা–**
ক. অমিত রায় খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কবি কালিদাস **উ:** গ

৯৯. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক উপন্যাস?
ক. শেষের কবিতা খ. গোরা
গ. নৌকাডুবি ঘ. চোখের বালি **উ:** খ

১০০. কোন উপন্যাসটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর?
ক. বিষবৃক্ষ খ. গণদেবতা
গ. আরণ্যক ঘ. ঘরে-বাইরে **উ:** ঘ

১০১. 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মূল উপজীব্য হলো–
ক. ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি খ. ইতিহাস
গ. প্রেম-ভালোবাসা ঘ. জমিদার-প্রজার কাহিনী **উ:** ক

১০২. নিচের কোন চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের?
ক. বিহারী-বিনোদিনী খ. নিখিলেস-বিমলা
গ. মধুসূদন-কুমুদিনী ঘ. অমিত-লাবণ্য **উ:** খ

১০৩. 'চতুরঙ্গ' গ্রন্থ একটি–
ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. ভ্রমণকাহিনী ঘ. কাব্য **উ:** খ

১০৪. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা?
ক. চতুরঙ্গ খ. চতুর্দশী
গ. চতুষ্কোণ ঘ. চতুষ্পাঠী **উ:** ক

১০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা–
ক. চতুর্দশী খ. চতুষ্পঠী
গ. চতুর্দশপদী ঘ. চার অধ্যায় **উ:** ঘ

১০৬. 'নৌকাডুবি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি–
ক. গল্প খ. নাটক
গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ **উ:** গ

**১০৭. "ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা, নিতান্তই সহজ সরল"–
ছোটগল্প সম্পর্কে এ বক্তব্য কার?**
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. প্রমথনাথ বিশী
গ. প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ:** ঘ

১০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম ছোটগল্প কোনটি?
ক. ভিখারিণী খ. ছুটি
গ. সমাপ্তি ঘ. অপরিচিতা **উ: ক**

১০৯. নিচের কোন গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লেখা?
ক. ক্ষুধিত পাষাণ খ. পদ্মগোখরা
গ. মাস্টারমশাই ঘ. একটি তুলসী গাছের কাহিনী **উ: ক,গ**

১১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্প কোনটি?
ক. একরাত্রি খ. নষ্টনীড়
গ. ক্ষুধিত পাষাণ ঘ. মধ্যবর্তিনী **উ: গ**

**১১১. "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম।
এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হবে।"– উক্তিটি কোনটির অন্তর্গত?**
ক. বিলাসী খ. হৈমন্তী
গ. অর্ধাঙ্গিনী ঘ. বৈকালী
ঙ. সৌদামিনী মালো **উ: খ**

১১২. "এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে?" এই উক্তিটি কার?
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: খ**

১১৩. "হায়রে, তাহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চস্বর এবার এমন বাজখাই খাদে নামিল কেমন করিয়া?"– উদ্ধৃতাংশটুকুর প্রবন্ধকার কে?
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: গ**

১১৪. 'ফটিক'–চরিত্রটি কোন ছোট গল্পের মূল চরিত্র?
ক. কুসুম বিলাস খ. তেপান্তরের মাঠ
গ. ছুটি ঘ. বিলাসী **উ: গ**

১১৫. 'মৃন্ময়ী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোট গল্পের নায়িকা?
ক. সমাপ্তি খ. দেনা-পাওনা
গ. পোস্টমাস্টার ঘ. মধ্যবর্তিনী **উ: ক**

১১৬. 'চারু' ও 'অমল' চরিত্রদ্বয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোট গল্পের চরিত্র?
ক. একরাত্রি খ. জীবিত ও মৃত
গ. সমাপ্তি ঘ. নষ্টনীড়
ঙ. হৈমন্তী **উ: ঘ**

১১৭. 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।'–এ বাক্য যে গল্পে রয়েছে তার নাম?
ক. শাস্তি খ. জীবিত ও মৃত
গ. মেঘ ও রৌদ্র ঘ. মধ্যবর্তিনী **উ: খ**

১১৮. "শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের সংলাপ?
ক. একরাত্রি খ. শুভা
গ. সমাপ্তি ঘ. পোস্টমাস্টার **উ: গ**

১১৯. 'চন্দরা' চরিত্রের স্রষ্টা কে?
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. সৈয়দ শামসুল হক **উ: খ**

১২০. "কিন্তু মঙ্গল আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল"– উদ্ধৃতাংশটুকু রবি ঠাকুরের কোন গল্প থেকে নেয়া হয়েছে?
ক. শেষের কথা খ. করুণা
গ. কাবুলিওয়ালা ঘ. হৈমন্তী **উ: গ**

১২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত কোন নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন?
ক. বিসর্জন খ. ডাকঘর
গ. বসন্ত ঘ. অচলায়তন **উ: গ**

১২২. 'বিসর্জন' নাটকটি কে রচনা করেছেন?
ক. দীনবন্ধু মিত্র খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: খ**

১২৩. 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত–
ক. কাব্যনাটক খ. উপন্যাস
গ. আত্মজীবনী ঘ. ছোটগল্প **উ: ক**

১২৪. 'অর্পণা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকের নায়িকা?
ক. বিসর্জন খ. চিত্রাঙ্গদা
গ. রক্তকরবী ঘ. রাজা ও রানী **উ: ক**

১২৫. 'বিসর্জন' কাব্যনাট্যে কোন নদীর উল্লেখ আছে?
ক. পদ্মা খ. গোমতী
গ. গড়াই ঘ. ইছামতি **উ: খ**

১২৬. 'কালের যাত্রা' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. অমৃতলাল বসু
গ. নবীনচন্দ্র সেন ঘ. মনোমোহন বসু **উ: ক**

১২৭. 'তাসের দেশ' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ. অমৃতলাল বসু ঘ. আকবর উদ্দীন **উ: ক**

১২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোন রচনাটি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন?
ক. শেষের কবিতা খ. কালের যাত্রা
গ. তাসের দেশ ঘ. বসন্ত
ঙ. কোনোটিই নয় **উ: গ**

১২৯. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নয়?
ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. রাজা
গ. কল্পনা ঘ. ডাকঘর
ঙ. চিরকুমার সভা **উ: ক**

১৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. সোনার তরী খ. সন্ধ্যাসঙ্গীত
গ. কবি-কাহিনী ঘ. জন্মদিনে **উ: গ**

১৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. গীতাঞ্জলি খ. বলাকা
গ. বনফুল ঘ. পূরবী **উ: গ**

১৩২. কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বনফুল' প্রকাশিত হয়?
ক. পঁচিশ খ. একুশ
গ. পনের ঘ. উনিশ **উ: গ**

১৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্য–
ক. জন্মদিন খ. সন্ধ্যাসঙ্গীত
গ. প্রভাতসঙ্গীত ঘ. আকাশ প্রদীপ **উ: খ**

১৩৪. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা?
ক. সেঁজুতি খ. বেলা-অবেলা
গ. নবনী ঘ. শ্রীকান্ত **উ: ক**

১৩৫. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কাব্যগ্রন্থ?
ক. বঙ্গসুন্দরী খ. সোনার তরী
গ. প্রেম ও ফুল ঘ. দীপ ও ধূপ **উ: খ**

১৩৬. রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা কোন ছন্দে রচিত?
ক. স্বরবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত
গ. মন্দাক্রান্তা ঘ. মাত্রাবৃত্ত **উ: ঘ**

১৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কোথায় রচনা করেন?
ক. শাহজাদপুর খ. শিলাইদহ
গ. পতিসর ঘ. জোড়াসাঁকো
ঙ. শান্তি নিকেতন **উ: খ**

১৩৮. "এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়েছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে
এখন আমারে লহ করুণা করে"–
উদ্ধৃত চরণ কয়টি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
ক. মানসী খ. সোনার তরী
গ. বলাকা ঘ. চিত্রা **উ: খ**

১৩৯. "কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী!"– কোন কবির কবিতা?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত **উ: গ**

১৪০. 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে ..... সুন্দরী?' –শূন্যস্থানে কী বসবে?
ক. আমাকে খ. তুমি
গ. মোরে ঘ. ওগো **উ: গ**

১৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যে গতিতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে?
ক. ক্ষণিকা খ. বলাকা
গ. মানসী ঘ. পূরবী **উ: খ**

১৪২. 'সবুজের অভিযান' রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য হতে সংকলিত?
ক. ক্ষণিকা খ. বলাকা
গ. কণিকা ঘ. বীথিকা **উ: খ**

১৪৩. "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"–পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. সুফিয়া কামাল **উ: ক**

১৪৪. স্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন–
ক. স্মরণ খ. উৎসর্গ
গ. নৈবদ্য ঘ. খেয়া **উ: ক**

১৪৫. রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'শা-জাহান' কবিতাটি তার কোন কাব্যে স্থান পেয়েছে?
ক. ক্ষণিকা খ. বলাকা
গ. চিত্রা ঘ. পূরবী **উ: খ**

১৪৬. 'চিত্রা' রবীন্দ্রনাথের একটি–
ক. উপন্যাস খ. প্রবন্ধ
গ. কাব্যগ্রন্থ ঘ. নাটক **উ: গ**

১৪৭. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় 'ধাম' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক. তীর্থস্থান খ. পাত্র বিশেষ
গ. জমি ঘ. আনন্দ **উ: ক**

১৪৮. "নমোনমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি" উদ্ধৃতাংশের লেখক–
[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক: ৯৯]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. সুফিয়া কামাল
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. রবীন্দ্রনাথ **উ: ঘ**

১৪৯. "অধর্মের মধুমায়া নিষ্ফল
আনন্দে নাচিছে পুত্র; স্নেহমোহে ভুলি
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে;
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।" কবিতাংশটির মূল কবিতা ও রচয়িতা–
ক. পরার্থে – কামিনী
খ. সোমের প্রতি তারা – মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. গান্ধারীর আবেদন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. রক্তাম্বরধারিণী মা– কাজী নজরুল ইসলাম **উ: গ**

১৫০. "যে তোমার পুত্র নহে তারো ..... আছে।" শূন্যস্থানে প্রচলিত শব্দটি চিহ্নিত করুন?
ক. পিতা খ. পুত্র
গ. দাবি ঘ. অধিকার **উ: ক**

১৫১. "নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে ..... ঠাঁই আর নাহিরে।"
ক. তিল খ. এতটুকু
গ. বিন্দু ঘ. সামান্য **উ: ক**

১৫২. মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।' চরণ দুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতা উল্লেখ আছে?
ক. সোনার রতী খ. নূতন
গ. প্রাণ ঘ. পুরাতন **উ: গ**

১৫৩. 'সঞ্চয়িতা' কোন কবির কাব্য সংকলন?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. বিষ্ণু দে **উ: গ**

১৫৪. "পেঁচা রাষ্ট্র করে দেয় পেলে কোন ছুতা
জান না আমার সঙ্গে সূর্যের শত্রুতা।"– এর মূল প্রতিপাদ্য কোনটি?
ক. অপরকে দুশমন মনে করা
খ. হীনমন্যতা
গ. বাগাড়ম্বর
ঘ. নিচের ঢোল নিজে পেটানো **উ: খ**

১৫৫. "হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে–এই ভারতের মহানমানবের
সাগরতীরে।" চরণগুলো কার রচিত?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. প্রফুল্লচন্দ্র রায় **উ: গ**
ব্যাখ্যা : গীতাঞ্জলি'র ভারততীর্থ কবিতার পঙ্‌ক্তি।

১৫৬. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা?
ক. গীতালি খ. মরীচিকা
গ. কনকাঞ্জলি ঘ. হোমশিখা **উ: ক**

১৫৭. "সম্মুখে শান্তি পারাবার/ভাসাও তরী হে কর্ণধার
তুমি হবে চিরস্থায়ী লও লও হে ক্রোড়পতি
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারার।"– উদ্ধৃতাংশটুকুর রচয়িতা কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ঘ**

১৫৮. সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম–সে কখনো করে না বঞ্চনা। কবিতাংশটি কার?
ক. শামসুর রাহমান খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. জীবনানন্দ দাশ **উ: খ**

১৫৯. পদাবলী লিখেছেন–
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. কায়কোবাদ **উ: ক**

১৬০. 'বিদায় অভিশাপ' কবিতাটি কার লেখা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. বিহারী লাল চক্রবর্তী **উ: গ**

১৬১. 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সনেটটি কার রচনা?
ক. অতুলপ্রসাদ সেন খ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: গ**

১৬২. কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প? [Combined 9 Bank Senior Officer (General)-2023]
a. পদ্মরাগ b. পদ্মপুরান
c. পদ্মগোখরা d. সবকটি **উ: c**

১৬৩. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) আজাদ b) সবুজপত্র
c) বিজলী d) দৈনিক পূর্বকোণ **উ: C**

১৬৪. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস নয় কোনটি? [Combined 9 Banks Officer (General)- 2022]
a) শিউলিমালা b) বাঁধন-হারা
c) মৃত্যু-ক্ষুধা d) কুহেলিকা **উ: A**

১৬৫. কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম কবে ঢাকায় আসেন?
ক. ১৯৭৬ সালে খ. ১৯৭৪ সালে
গ. ১৯২৬ সালে ঘ. ১৯৬২ সালে **উ: গ**

১৬৬. কবি নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়–
ক. ১৯৭৩ সনে খ. ১৮৭৪ সনে
গ. ১৯৭৫ সনে ঘ. ১৯৭৬ সনে **উ: ঘ**

১৬৭. কোন তারিখে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ সরকার কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্বপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন?
ক. ১৯৭২ সালের ১৪ মে খ. ১৯৭২ সালের ২৪ মে
গ. ১৯৭৪ সালের ১২ মে ঘ. ১৯৭৪ সালের ২২ মে **উ: খ**

১৬৮. কোন কবিকে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় **উ: ক**

১৬৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজী নজরুল ইসলামকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে–
ক. ১৯৭৫ সালে খ. ১৯৭৪ সালে
গ. ১৯৭৩ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে **উ: খ**

১৭০. কোথায় কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবনের সূচনা ঘটে?
ক. লেটোর দলে খ. সেনাবাহিনীতে
গ. রুটির দোকানে ঘ. স্কুলে **উ: ক**

১৭১. 'সৈনিক কবি' কে?
ক. সৈয়দ আলী আহসান খ. আল মাহমুদ
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত **উ: গ**

১৭২. কল্লোল যুগের কবি কে ছিলেন?
ক. জসীমউদ্দীন খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য **উ: ক,খ**

১৭৩. কাজী নজরুল ইসলাম কোন পত্রিকায় লিখতেন?
ক. ধূমকেতু খ. আজাদ
গ. সংবাদ ঘ. আনন্দ বাজার **উ: ক**

১৭৪. কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি ঘোষণা করা হয় কোন সনে?
ক. ১৯৭১ খ. ১৯৭৩
গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৮০ **উ: গ**

১৭৫. বাংলাদেশের কোন স্থানটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির সাথে জড়িত?
ক. চুরুলিয়া খ. দরিরামপুর
গ. শান্তিডাঙ্গা ঘ. কালীগঞ্জ **উ: খ**

১৭৬. ত্রিশাল থানাটি কোন কবির স্মৃতিবিজড়িত?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কায়কোবাদ ঘ. চন্দ্রাবতী **উ: ক**

১৭৭. কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যটি প্রকাশিত হয়–
ক. ১৯২০ সালে খ. ১৯২১ সালে
গ. ১৯২২ সালে ঘ. ১৯২৩ সালে **উ: গ**

১৭৮. কাজী নজরুল ইসলাম 'অগ্নিবীণা' কাব্য কাকে উৎসর্গ করেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. চিত্তরঞ্জন দাশ
গ. সুভাষচন্দ্র বসু ঘ. বারীন্দ্রকুমার ঘোষ **উ: ঘ**

১৭৯. 'অগ্নিবীণা' কাব্যের কবিতা সংখ্যা–
ক. ১২ খ. ১৪
গ. ১৯ ঘ. ১৭ **উ: ক**

১৮০. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত প্রথম কবিতা–
ক. অগ্রপথিক খ. বিদ্রোহী
গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. ধূমকেতু **উ: গ**

১৮১. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশি
গ. দোলন চাঁপা ঘ. বাঁধন-হারা **উ: ক**

১৮২. "মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য"– এটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতার চরণ–
ক. বিদ্রোহী খ. শাত-ইল-আরব
গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. খেয়াপারের তরণী **উ: ক**

১৮৩. কোন কবিতা রচনার জন্য কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্য নিষিদ্ধ হয়?
ক. বিদ্রোহী খ. আনন্দময়ীর আগমনে
গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. রক্তাম্বরধারিণী মা **উ:**
ব্যাখ্যা: ধূমকেতুর ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ নজরুলের রাজনৈতিক কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশ হলে ৮ নভেম্বর ঐ সংখ্যা নিষিদ্ধ হয়। কবিতাটি রচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার কবিকে ১ বছরের কারাদণ্ড দেন। 'অগ্নিবীণা' কাব্যটি কখনো সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় নি।

১৮৪. "আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।"–
পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. ফররুখ আহমদ **উ:** খ

১৮৫. 'আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি'। চরণটি কোন কবিতার?
ক. ধূমকেতু খ. বীরাঙ্গনা
গ. শিখা ঘ. বিদ্রোহী **উ:** ঘ

১৮৬. নিচের উদ্ধৃতাংশ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে?
"কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ী মুখে সারিগান-লা শরীক আল্লাহ।"
ক. কাণ্ডারী হুশিয়ার খ. খেয়াপারের তরণী
গ. সিন্ধু : প্রথম তরঙ্গ ঘ. সিন্ধু : দ্বিতীয় তরঙ্গ **উ:** খ

১৮৭. "কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝিমাল্লা,
দাঁড়ী-মুখে সারি গান লা-শরীক আল্লাহ।"–এখানে দাঁড়ী-মুখে বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. দাঁড়িমণ্ডিত মুখে খ. দড়িবাঁধা মুখে
গ. দৃঢ়-কঠিন মুখে ঘ. দাঁড়বাহীদের মুখে **উ:** ঘ

১৮৮. 'দাঁড়ি-মুখে সারি গান-লা শরীক আল্লাহ!'
–দাঁড়ি-মুখে' বলতে বোঝানো হয়েছে?
ক. দ্বার রক্ষকদের খ. দাঁড়িপাল্লাওয়ালাদের মুখে
গ. মাঝিদের মুখে ঘ. শ্মশ্রুতমণ্ডিত মুখে
ঙ. কোনোটিই নয় **উ:** গ

১৮৯. "বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।"–এই উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. বেগম সুফিয়া কামার
গ. শেখ ফজলল করিম ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য **উ:** ক

১৯০. কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
ক. প্রবাসী খ. ভারতবর্ষ
গ. লাঙ্গল ঘ. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা **উ:** গ

১৯১. 'নারী' কবিতার রচয়িতা কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কামিনী রায় ঘ. কায়কোবাদ **উ:** ক

১৯২. "সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।"–
কবিতাংশটির রচয়িতা কে?
ক. বেগম সুফিয়া কামাল খ. শেখ ফজলল করিম
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. বিহারীলাল চক্রবর্তী **উ:** গ

১৯৩. "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"– কবিতাংশটি কোন কবির লেখা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. বেগম সুফিয়া কামল **উ:** খ

১৯৪. "কোনো কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, বিজয়ী লক্ষ্মী নারী।" কোন রচনার জন্য কবিতার অংশটি প্রযোজ্য?
ক. সহ শিক্ষা খ. বয়স্ক শিক্ষা
গ. স্ত্রী শিক্ষা ঘ. বৃত্তিমূলক শিক্ষা **উ:** গ

১৯৫. "গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!"
– কবিতাংশটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কোন কবিতার অংশ?
ক. নারী খ. জীবন-বন্দনা
গ. মানুষ ঘ. বিদ্রোহী **উ:** গ

১৯৬. 'জীবন বন্দনা' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?
ক. সন্ধ্যা খ. বিষের বাঁশি
গ. সাম্যবাদী ঘ. জিঞ্জির **উ:** ক

১৯৭. কোনটি ঠিক?
ক. তরঙ্গভঙ্গ (গল্প) খ. কালের কলস (উপন্যাস)
গ. শাশ্বত বঙ্গ (উপন্যাস) ঘ. সিন্ধু-হিন্দোল (কাব্য) **উ:** ঘ

১৯৮. 'দারিদ্র্য' কবিতাটি নজরুল ইসলামের কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত?
ক. বিষের বাঁশি খ. সিন্ধু-হিন্দোল
গ. সাম্যবাদী ঘ. নতুন চাঁদ **উ:** খ

১৯৯. "হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ, খ্রীস্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা।"– কবিতাংশটুকু কোন কবির কবিতার অংশ?
ক. কায়কোবাদ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. ফররুখ আহমদ **উ:** খ

২০০. "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার"– গানটির রচয়িতা কে?
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
ঘ. ফররুখ আহমদ **উ:** খ

২০১. "ফাঁসির মঞ্চ গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়াছে তা'রা, দিবে কোন বলিদান?" পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. গোলাম মোস্তফা **উ:** খ

২০২. "দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে!" পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. আহসান হাবীব
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. কবি সুফিয়া কামাল উ: ক

২০৩. কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমের কাব্য কোনটি?
ক. ফণি-মনসা খ. বনগীতি
গ. দোলন চাঁপা ঘ. গানের মালা উ: গ

২০৪. 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি কোন কাব্যের?
ক. বিষের বাঁশি খ. ফণি-মনসা
গ. দোলন চাঁপা ঘ. ভাঙ্গার গান উ: গ

২০৫. 'পূজারিণী' কবিতার লেখক কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. আলাওল ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: ক

২০৬. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমমূলক কাব্যগ্রন্থ?
ক. ছায়ানট খ. সর্বহারা
গ. চক্রবাক ঘ. মৃত্যুক্ষুধা উ: গ

২০৭. 'ফণি-মনসা' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. আহসান হাবীব
গ. সিকান্দার আবু জাফর ঘ. হাসান হাফিজুর রহমান উ: ক

২০৮. 'চক্রবাক' গ্রন্থটির রচয়িতা–
ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন খ. সুকুমার সেন
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. আবু ইসহাক উ: গ

২০৯. কোনটি নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ?
ক. ছায়ানট খ. মৃত্যুক্ষুধা
গ. ব্যথার দান ঘ. শিউলিমালা উ: ক

২১০. কবি নজরুলের রচিত শেষ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. দোলন চাঁপা খ. বিষের বাঁশি
গ. চক্রবাক ঘ. নতুন চাঁদ উ: ঘ

২১১. কোন কবিতা রচনার কারণে নজরুল ইসলামের কারাদণ্ড হয়েছিল?
অথবা,
কবি নজরুল ইসলামের কোন কবিতা ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন?
ক. বিদ্রোহী খ. আনন্দময়ীর আগমনে
গ. কাণ্ডারী হুশিয়ার ঘ. অগ্রপথিক উ: খ

২১২. 'ঝিঙেফুল' কবিতার কবি হচ্ছেন–
ক. নির্মলেন্দু গুণ খ. কায়কোবাদ
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: ঘ

২১৩. 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি কে রচনা করেন?
ক. সোমনাথ লাহিড়ী খ. কবি কায়কোবাদ
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. কাজী কাদের নওয়াজ উ: গ

২১৪. কাজী নজরুলের 'চল চল চল' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক. সিন্দু-হিন্দোলন খ. দোলন চাঁপা
গ. সন্ধ্যা ঘ. ফণি-মনসা উ: গ

২১৫. কাজী নজরুল ইসলামের রচিত গ্রন্থ কোনটি?
ক. অগ্নিকোণ খ. মরুশিখা
গ. মরুসূর্য ঘ. রাঙাজবা উ: ঘ

২১৬. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের বই কোনটি?
ক. অগ্নিবীণা খ. মৃত্যুক্ষুধা
গ. বুলবুল ঘ. ঝিঙে ফুল উ: গ

২১৭. "ভায়া লাফ দেয় তিন হাত,
হেসে গান গায় দিনরাত।"– ছড়াটি কার সম্পর্কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. পাগলা কানাই ঘ. লালন শাহ উ: ক

২১৮. 'মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম।' কোন পুস্তকে পাওয়া যায়?
ক. ব্যথার দান খ. উদভ্রান্ত প্রেম
গ. পেমের কবিতা ঘ. কাঁদো বাঙালী কাঁদো উ: ক

২১৯. "বউ কথা কও, বউ কথা কও
কও কথা অভিমানিনী
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে কত যামিনী।"– এই কবিতাংশটুকুর কবি কে?
ক. বেনজীর আহমেদ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. শামসুর রাহমান উ: খ

২২০. "চাষী ওরা, নয়কো চাষা, নয়কো ছোট লোক"– বলেছেন–
ক. কবি ইকবাল খ. নজরুল ইসলাম
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. জসীমউদ্‌দীন উ: খ

২২১. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি পত্রোপন্যাস?
ক. বাঁধন-হারা খ. বসন্ত
গ. তাসের দেশ ঘ. অগ্নিবীণা
ঙ. কোনোটিই নয় উ: ক

২২২. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস?
ক. রিক্তের বেদন খ. সর্বহারা
গ. আলেয়া ঘ. কুহেলিকা উ: ঘ

২২৩. কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস কোনটি?
ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. আলেয়া
গ. ঝিলিমিলি ঘ. মধুমালা উ: ক

২২৪. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস নয় কোনটি?
ক. বাঁধন হারা খ. অরণ্য নীলিমা
গ. মৃত্যুক্ষুধা ঘ. কুহেলিকা উ: খ
ব্যাখ্যা: 'অরণ্য নীলিমা' আহসান হাবীব রচিত একটি উপন্যাস।

২২৫. কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস কাদের পটভূমিতে রচিত?
ক. বিপ্লবীদের খ. জমিদার শোষকদের
গ. গরিব দুঃখীদের ঘ. নিগৃহীত মহিলাদের
ঙ. কোনোটিই নয় উ: ঘ

২২৬. নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি?
ক. রাজবন্দীর জবানবন্দী খ. ব্যথার দান
গ. অগ্নিবীণা ঘ. নবযুগ উ: খ

২২৭. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'ব্যথার দান' কোন শ্রেণির রচনা?
ক. গল্প খ. কবিতা
গ. নাটক ঘ. গান উ: ক

২২৮. বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রথম গ্রন্থ কোনটি? [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) নারীর মূল্য b) রায়তের কথা
c) বীরবলের হালখাতা d) তেল নুন লাকড়ী উ: C

২২৯. 'শিউলীমালা' গল্পের লেখক কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. প্রমথ চৌধুরী উ: গ

২৩০. বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রূপের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন কে? [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) উইলিয়াম কেরি b) এডওয়ার্ড ডিমোস্ক
c) শ্যামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় d) প্রমথ চৌধুরী **উ: D**

২৩১. বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. প্রমথনাথ বসু **উ: গ**

২৩২. 'বীরবল' নিম্নোক্ত একজন লেখকের ছদ্মনাম-
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. নবীনচন্দ্র সেন **উ: ক**

২৩৩. 'বেদের মেয়ে' নাটকটির রচয়িতা– [Janata Bank Senior Officer (Engineering Textile)- 2020]
a) কাজী নজরুল ইসলাম b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
c) মুনীর চৌধুরী d) জসীম উদ্‌দীন **উ: D**

২৩৪. কবি জসীউদ্‌দীনের জীবনকাল কোনটি?
ক. ১৯০৩-১৯৭৬ খ. ১৯১০-১৯৮৭
গ. ১৮৮৯-১৯৬৬ ঘ. ১৮৯৯-১৯৭৯ **উ: ক**

২৩৫. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন জন্মগ্রহণ করেন-
ক. নোয়াখালীতে খ. ফরিদপুরে
গ. বরিশালে ঘ. চব্বিশ পরগনায় **উ: খ**

২৩৬. তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি?
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. আবুল হাসান
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. শহীদ কাদরী **উ: ক**

২৩৭. জসীমউদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনীকাব্য কোনটি?
ক. নক্সী কাঁথার মাঠ খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. সকিনা ঘ. রাখালী **উ: ক**

২৩৮. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কী ধরনের কাব্য?
ক. মহাকাব্য খ. গীতিকাব্য
গ. পত্রকাব্য ঘ. নৃত্যনাট্য **উ: খ**

২৩৯. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কোন জাতীয় কাব্য?
ক. কাহিনীকাব্য খ. গাথাঁকাব্য
গ. উপাখ্যান ঘ. চম্পুকাব্য **উ: ক**

২৪০. 'নকশী কাঁথার মাঠ' বইয়ের লেখক কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. গোলাম মোস্তফা
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. মীর মশাররফ হোসেন **উ: গ**

২৪১. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কোন কবির কাব্যকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী পরিচিত পেয়েছে?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. বন্দে আলী মিয়া ঘ. জসীমউদ্‌দীন **উ: ঘ**

২৪২. 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এর রচয়িতা কে?
ক. শামসুর রাহমান খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ **উ: গ**

২৪৩. 'রঙিলা নায়ের মাঝি' এর লেখক হলেন-
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. ফররুখ আহমদ
গ. ড. শহীদুল্লাহ ঘ. অতুল প্রসাদ **উ: ক**

২৪৪. কবি জসীমউদ্‌দীনের শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি?
ক. রাখালী খ. বালুচর
গ. এক পয়সার বাঁশি ঘ. ধানক্ষেত **উ: গ**

২৪৫. 'বেদের মেয়ে' গীতিনাট্যটি কে লিখেছেন?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. ড. নীলিমা ইব্রাহীম ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: খ**

২৪৬. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের কাব্য নয়?
ক. মাটির কান্না খ. মাটির মায়া
গ. হাসু ঘ. এক পয়সার বাঁশি **উ: খ**

২৪৭. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের উপন্যাস মোট কয়টি?
ক. একটি খ. দুইটি
গ. বারটি ঘ. চৌদ্দটি **উ: খ**

২৪৮. জসীমউদ্‌দীনের নাটক কোনটি?
ক. রাখালী খ. বেদের মেয়ে
গ. মাটির কান্না ঘ. বোবা কাহিনী **উ: খ**

২৪৯. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের রচনা?
ক. গাজী মিয়াঁর বস্তানী খ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ. ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান ঘ. ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় **উ: ঘ**

২৫০. ছাত্রাবস্থায় রচিত কোন কবির কবিতা কলকাতার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. শামসুর রাহমান ঘ. নির্মলেন্দু গুণ **উ: খ**

২৫১. 'কবর' কবিতার লেখক কে?
ক. মুনীর চৌধুরী খ. রজনীকান্ত সেন
গ. রওশন ইজাদারী ঘ. জসীমউদ্‌দীন **উ: ঘ**

২৫২. 'কবর' কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. বালুচর খ. রাখালী
গ. ধানক্ষেত ঘ. সোজন বাদিয়ার ঘাট **উ: খ**

২৫৩. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা রচনার সময়ে-
ক. স্কুলে পড়েন খ. কলেজে পড়েন
গ. বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন ঘ. আইন বিভাগে পড়েন **উ: খ**

২৫৪. 'কবর' কবিতার দাদু কোন হাটে তরমুজ বিক্রি করতেন?
ক. গজনীর হাটে খ. শাপলার হাটে
গ. উজানতলীর হাটে ঘ. মেঘনার হাটে **উ: খ**

২৫৫. "এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ, পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।" পঙক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কবি জসীমউদ্‌দীন
গ. আবদুল কাদির ঘ. সুফিয়া কামাল **উ: খ**

২৫৬. "বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলির গাঁ।" পঙক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. আবদুল কাদির
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. নবীনচন্দ্র সেন **উ: ক**

২৫৭. নিচের কোন কবি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ছিলেন?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সমর সেন
গ. আবুল হোসেন ঘ. জসীমউদ্‌দীন **উ: ঘ**

২৫৮. 'এ-গাঁর চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে,/ ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুঁরে!'- চরণ দুটি যে বিখ্যাত রচনার অন্তর্গত-
ক. নকশী কাঁথার মাঠ খ. মহুয়া
গ. চক্রবাক ঘ. দেওয়ানা মদিনা **উ: ক**

২৫৯. পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত নাটক কোনটি?
ক. ডালিম কুমার খ. বেদের মেয়ে
গ. হাসু ঘ. বোবা কাহিনী **উ: খ**

২৬০. 'আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার, কেমন করিয়া হায়'– পঙক্তিটির কার?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. তুলসী দাস **উ: গ**

২৬১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়?
ক. কলকাতা খ. ফরিদপুর
গ. চট্টগ্রাম ঘ. ঢাকা **উ: ঘ**

২৬২. 'সমুদ্রের স্বাদ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি–
[Karmasangsthan Bank (Assistant Officer)- 2021]
a) কাব্যগ্রন্থ b) গল্পগ্রন্থ
c) প্রবন্ধগ্রন্থ d) উপন্যাসগ্রন্থ **উ: B**

২৬৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম কোনটি?
ক. শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: খ**

২৬৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল-
ক. ১৯৩৬ সালে খ. ১৯১৩ সালে
গ. ১৯২৬ সালে ঘ. ১৯৪৬ সালে **উ: ক**

২৬৫. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উপজীব্য হলো-
ক. চরবাসীদের দুঃখী জীবন
খ. জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ
গ. চাষী জীবনের করুণ চিত্র
ঘ. মাঝি-মাল্লার সংগ্রামশীল জীবন **উ: খ**

২৬৬. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র-
ক. শশী খ. হেরম্ব
গ. কুবের ঘ. গণেশ **উ: গ**

২৬৭. 'কপিলা' কোন উপন্যাসের চরিত্র?
ক. কাঁদো নদী কাঁদো খ. তিতাস একটি নদীর নাম
গ. পদ্মানদীর মাঝি ঘ. কপালকুণ্ডলা **উ: গ**

২৬৮. 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কার রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় **উ: গ**

২৬৯. 'শশী ও কুসুম' বাংলা সাহিত্যের কোন বিখ্যাত উপন্যাসের দু'টি চরিত্র?
ক. গোরা খ. পুতুলনাচের ইতিকথা
গ. কবি ঘ. উত্তম পুরুষ **উ: খ**

২৭০. 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস?
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: ঘ**

২৭১. 'চিহ্ন' উপন্যাসের লেখক?
ক. প্রেমেন্দ্র মিত্র খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. জহির রায়হান ঘ. শওকত ওসমান **উ: খ**

২৭২. 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা–
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **উ: গ**

২৭৩. 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের রচয়িতা কে?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ. শওকত ওসমান **উ: ক**

২৭৪. 'ভিখু' ও পাঁচী চরিত্র দুটি পাওয়া যায় কার রচনায়?
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. আলাউদ্দিন আল আজাদ
গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. হুমায়ূন আহমেদ **উ: গ**

২৭৫. কবি শামসুর রাহমানের 'আদিগন্ত নগ্ন প্রতিধ্বনি' প্রকাশিত হয় কত সালে? [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) ১৯৭৪ b) ১৯৮২
c) ১৯৯০ d) ১৯৯৫ **উ: A**

২৭৬. শামসুর রাহমান রচিত 'ইলেক্ট্রার গান' কবিতায় মিথের আড়ালে দ্যোতিত হয়েছে– [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]
a) পিতৃহারা বঙ্গবন্ধুকন্যার আবেগ
b) সন্তানহারা জননীর বেদনা
c) অপরিসীম অপত্যস্নেহ
d) শিশুপুত্র রাসেল – হত্যার করুণ কাহিনি **উ: A**

২৭৭. শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. লোক লোকান্তর খ. প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
গ. উত্তরাধিকার ঘ. সহসা সচকিত **উ: খ**

২৭৮. শামসুর রাহমানের কাব্য কোনটি?
ক. রৌদ্র করোটিতে খ. রাখালী
গ. ছায়াহরিণ ঘ. সাঁঝের মায়া **উ: ক**

২৭৯. 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' কার লেখা?
ক. সানাউল হক খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. শামসুর রাহমান ঘ. শমসের আলী **উ: গ**

২৮০. 'বন্দী শিবির থেকে' এর কবি কে?
ক. শামসুর রাহমান খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. শামুসর ইসলাম ঘ. শমসের আলী **উ: ক**

২৮১. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কে রচনা করেন?
ক. সুফিয়া কামাল খ. ফররুখ আহমদ
গ. শামসুর রাহমান ঘ. গোলাম মোস্তফা **উ: গ**

২৮২. 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা' কার কবিতা?
ক. শওকত ওসমান খ. সিকান্দার আবু জাফর
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. শামসুর রাহমান **উ: ঘ**

২৮৩. 'অক্টোপাস' উপন্যাস কার রচনা?
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. শওকত ওসমান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সেলিনা হোসেন **উ: গ**

২৮৪. 'এলাটিং বেলাটিং' কার লেখা বই?
ক. ফয়েজ আহমেদ খ. ফররুখ আহমদ
গ. সুকুমার রায় ঘ. শামসুর রাহমান **উ: ঘ**

২৮৫. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. নেকড়ে অরণ্য খ. বন্দী শিবির থেকে
গ. নিষিদ্ধ লোবান ঘ. প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তমা **উ: খ**

২৮৬. 'আসাদের শার্ট' কবিতার লেখক কে?
ক. আল মাহমুদ খ. আবদুল মান্নান সৈয়দ
গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. শামসুর রাহমান **উ: ঘ**

২৮৭. 'স্বাধীনতা তুমি, রবি ঠাকুরের অজর কবিতা' কথাটি কার রচনা?
ক. রফিক আজাদ খ. প্রেমেন্দ্র মিত্র
গ. কামিনী রায় ঘ. শামসুর রাহমান **উ: ঘ**

২৮৮. 'মেঘনা নদী দেবো পাড়ি কল-অলা এক নায়ে। আবার আমি যাবো আমার পাড়তলী গাঁয়ে।" উপরিউক্ত পঙক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক. সুফিয়া কামাল খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. আহসান হাবীব ঘ. শামসুর রাহমান **উ: ঘ**

২৮৯. 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার লেখক কে?
ক. আল মাহমুদ খ. সুফিয়া কামাল
গ. বন্দে আলী মিয়া ঘ. শামসুর রাহমান **উ: ঘ**

২৯০. 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতাটি কে লিখেছেন?
ক. নির্মলেন্দু গুণ খ. শামসুর রাহমান
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. সৈয়দ শামসুল হক **উ: খ**

২৯১. শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী কোনটি?
ক. কালের ধুলোয় লেখা খ. আত্মস্মৃতি
গ. আত্মকথা ঘ. স্মৃতির আয়না **উ: ক**

২৯২. শামসুর রাহমান রচিত 'ইলেকট্রার গান' কবিতায় মিথের আড়ালে দ্যোতিত হয়েছে-
ক. পিতৃহারা বঙ্গবন্ধু কন্যার আবেগ
খ. সন্তানহারা জননীর বেদনা
গ. অপরিসীম অপত্যস্নেহ
ঘ. শিশুপুত্র রাসের হত্যার করুণ কাহিনি **উ: ক**

২৯৩. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির পটভূমিকা হলো-
ক. ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
খ. বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন
গ. একুশের ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন
ঘ. এর কোনোটিই নয় **উ: গ**

২৯৪. নিচের কোনটি জহির রায়হানের রচনা?
ক. পদ্মার পলিদ্বীপ খ. রূপার কৌটা
গ. রক্তাক্ত প্রান্তর ঘ. আরেক ফাল্গুন **উ: ঘ**

২৯৫. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটি কার রচনা?
ক. ফজল শাহাবুদ্দীন খ. শঙ্কর
গ. আনিস চৌধুরী ঘ. জহির রায়হান **উ: ঘ**

২৯৬. 'তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনো দিন।' নিম্নের কোনটি থেকে নেয়া?
ক. বইকেনা খ. মানুষ
গ. ভাষার কথা ঘ. একুশের গল্প **উ: ঘ**

২৯৭. 'একুশের গল্প' প্রবন্ধটি কার লেখা?
ক. শামসুর রাহমান খ. বেগম সুফিয়া কামাল
গ. শওকত ওসমান ঘ. জহির রায়হান **উ: ঘ**

২৯৮. 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন?
ক. চাষী নজরুল ইসলাম খ. আতাউর রহমান
গ. জহির রায়হান ঘ. সুভাষ দত্ত **উ: গ**

২৯৯. 'জীবন থেকে নেয়া', 'স্টপ জেনোসাইড', 'লেট দেয়ার বি লাইট' কার লেখা?
ক. জহির রায়হান খ. শামসুর রাহামন
গ. মুজতবা আলী ঘ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ **উ: ক**

৩০০. 'হিমু' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. রুমানা আফরোজ খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. মমতাজ উদ্দীন আহমদ ঘ. হুমায়ূন আহমদ **উ: ঘ**

৩০১. 'আগুনের পরশমনি' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় কী?
ক. মুক্তিযুদ্ধ খ. বঙ্গভঙ্গ
গ. ভাষা আন্দোলন ঘ. তেভাগা আন্দোলন **উ: ক**

৩০২. উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস কোনটি?
ক. ভূমিপুত্র খ. মাটির জাহাজ
গ. কাঁটাতারে প্রজাপতি ঘ. চিলেকোঠার সেপাই **উ: ঘ**

৩০৩. 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি কার লেখা?
ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস খ. আবুল ফজল
গ. শওকত ওসমান ঘ. জহির রায়হান **উ: ক**

৩০৪. 'সোনালী কাবিন' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. আল মাহমুদ
গ. হুমায়ূন আজাদ ঘ. শক্তি চট্টোপাধ্যায় **উ: খ**

৩০৫. 'সোনালী কাবিন' কোন শ্রেণির রচনা?
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. প্রবন্ধ গ্রন্থ
গ. গল্পগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস **উ: ক**

৩০৬. সেলিম আল দীনের যে সৃষ্টিকর্মটি ব্যতিক্রমধর্মী– [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]
a) নিমজ্জন b) উষা উৎসব ও স্বপ্নরমণীগণ
c) প্রাচ্য d) হরগজ **উ: B**

৩০৭. 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. মামুনুর রশীদ খ. হুমায়ুন আহমেদ
গ. আবুল হায়াত ঘ. সেলিম আল দীন **উ: ঘ**

৩০৮. 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কোন শ্রেণীর রচনা?
ক. ইতিহাস খ. কাব্য
গ. উপন্যাস ঘ. রূপকথা **উ: খ**

৩০৯. সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাটক 'নিলক্ষার নীল' প্রবন্ধ প্রকাশ করছে– [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]
a) অনন্ত নক্ষত্রবীথি b) দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী আকাশ
c) বিষাক্ত পৃথিবী d) নীল জ্যোৎস্না **উ: B**

৩১০. বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যাঙ্গনে সব্যসাচী লেখক কাকে বলা হয়?
ক. হুমায়ুন আহমেদ খ. আলাউদ্দিন আল আজাদ
গ. আল মাহমুদ ঘ. সৈয়দ শামসুল হক **উ: ঘ**

৩১১. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যের মৌল বিষয় কী?
ক. মুক্তিযুদ্ধ খ. গৃহযুদ্ধ
গ. বিশ্বযুদ্ধ ঘ. ভাষা আন্দোলন **উ: ক**

৩১২. 'আকাশলীনা' কাব্য কার লেখা? [Combined 8 Banks & Financial Institution Officer (General)- 2022]
a) কাজী নজরুল ইসলাম b) আল মাহমুদ
c) জীবনানন্দ দাশ d) শামসুর রাহমান **উ: C**

৩১৩. মুনীর চৌধুরীর 'মুখরা রমণী বশীকরণ' একটি– [Probashi Kallayan Bank (Senior Officer)- 2021]
a) উপন্যাস b) ছোটগল্প
c) প্রবন্ধ d) অনুবাদ নাটক **উ: D**

৩১৪. কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত? [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) হরতাল b) পালাবদল
c) উত্তীর্ণ পঞ্চাশে d) অনিষ্ট স্বদেশ **উ: A**

৩১৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রধানত-
ক. ভাষাতত্ত্ববিদ খ. সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা
গ. ইসলাম প্রচারক ঘ. সমাজ সংস্কারক **উ: ক**

৩১৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা?
ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
গ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঘ. বাংলা সাহিত্যের কথা **উ: ঘ**

৩১৭. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. মুনীর চৌধুরী খ. আকবর হোসেন
গ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঘ. মীর মশাররফ হোসেন **উ: ক**

Home Work

১. **'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়-**
ক. উইলিয়াম কেরীকে খ. রাজা রামমোহন রায়কে
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্রকে **উ: গ**

২. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা-**
ক. প্রভাবতী সম্ভাষণ খ. জীবন চরিত
গ. বেতালপঞ্চবিংশতি ঘ. সীতার বনবাস **উ: ক**

৩. **কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকটি মূলত কোন ভাষায় রচিত?**
ক. বাংলা ভাষায় খ. হিন্দি ভাষায়
গ. সংস্কৃত ভাষায় ঘ. ব্রজবুলি ভাষায় **উ: গ**

৪. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনকাল কোনটি?**
ক. ১৮২২-১৯৭৩ খ. ১৯২৪-১৮৭৫
গ. ১৮২৪-১৮৭৩ ঘ. ১৮২৫-১৮৮০ **উ: গ**

৫. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন?**
ক. অষ্টাদশ শতাব্দী খ. উনবিংশ শতাব্দী
গ. বিংশ শতাব্দী ঘ. একবিংশ শতাব্দী **উ: খ**

৬. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন-**
ক. বরুদিয়া খ. সাগরদাঁড়ি
গ. দেওয়াটখালি ঘ. নারুচি **উ: খ**

৭. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান কোনটি?**
ক. মাগুরা খ. যশোর
গ. খুলনা ঘ. সাতক্ষীরা **উ: খ**

৮. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি যশোর জেলার কোন উপজেলায়?**
ক. মণিরামপুর খ. চৌগাছা
গ. কেশবপুর ঘ. অভয়নগর **উ: গ**

৯. **মধুসূদন দত্ত যে সাহিত্য রচনা করে অমর হয়ে রয়েছেন তা হলো-**
ক. বিষাদ-সিন্ধু খ. তিলোত্তমা
গ. মেঘনাদবধ ঘ. দত্তা **উ: গ**

১০. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য-**
ক. মহাভারত খ. মহাশ্মশান
গ. মেঘনাদবধ ঘ. অশ্রুমালা **উ: গ**

১১. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য কী ধরনের রচনা?**
ক. পত্রকাব্য খ. নাট্যকাব্য
গ. গীতিকাব্য ঘ. মহাকাব্য **উ: ঘ**

১২. **'মেঘনাদবধ কাব্য' কত সালে প্রকাশিত হয়?**
ক. ১৮৫২ খ. ১৮৫৩
গ. ১৮৬১ ঘ. ১৮৬৪ **উ: গ**

১৩. **"আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?"– 'ভিখারী রাঘব' কে?**
ক. রাবণ খ. মেঘনাদ
গ. রাম ঘ. বিভীষণ **উ: গ**

১৪. **'মেঘনাদবধ' কাব্যে যুদ্ধের সময় পশ্চিম দুয়ারে রক্ষক হিসেবে কে ছিলেন?**
ক. বীর নীল খ. অঙ্গদ
গ. রামচন্দ্র ঘ. দাশরথি **উ: ক**

১৫. **বিভীষণের স্ত্রীর নাম কী?**
ক. উর্মিলা খ. মন্দোদরী
গ. চিত্রাঙ্গদা ঘ. সরমা **উ: ঘ**

১৬. **অরিন্দম কে?**
ক. বিভীষণ খ. মেঘনাদ
গ. রাম ঘ. লক্ষণ **উ: খ**

১৭. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ করেন কে?**
ক. দীনবন্ধু মিত্র খ. রাজনারায়ণ বসু
গ. সজনীকান্ত দাস ঘ. ডি. এল. রায় **উ: খ**

১৮. **'হেক্টরবধ' কোন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত?**
ক. হোমারের ইলিয়াড খ. দান্তের ডিভাইন কমেডি
গ. হোমারের ওদিসি ঘ. ভার্জিনের ইনিদ **উ: ক**

১৯. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি কে?**
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: ক**

২০. **'বঙ্গভাষা' সনেট প্রথম কী নামে লেখা হয়?**
ক. কবি-মাতৃভাষা খ. মাতৃভাষা
গ. আত্মবিলাপ ঘ. মহাভাষার অহঙ্কার **উ: ক**

২১. **'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?**
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. মুক্তক ছন্দ **উ: ক**

২২. **কোন কবিতাটি অষ্টক ও ষটকে বিভক্ত?**
ক. কবর খ. সোনার তরী
গ. ধন্যবাদ ঘ. বঙ্গভাষা **উ: ঘ**

২৩. **"হে বঙ্গ —— তব বিবিধ রতন" বাক্যের শূন্যস্থানে কোন শব্দটি প্রযোজ্য?**
ক. ভাণ্ডারে খ. গহবরে
গ. হৃদয়ে ঘ. ভাঁড়ারে **উ: ক**

২৪. **"ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন"– কার ভাণ্ডারে?**
ক. বাংলা ভাষা খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. ইংরেজি সাহিত্য ঘ. গ্রিক সাহিত্য **উ: ক**

২৫. **'হে বঙ্গ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন-**
ক. বাংলা ভাষা খ. বাংলাদেশ
গ. বাংলা সাহিত্য ঘ. বাংলা কবিতা **উ: ক**

২৬. **নিচের কোনটি চতুর্দশপদী কবিতা?**
ক. কবর খ. আজান
গ. বঙ্গভাষা ঘ. আসমানী **উ: গ**

২৭. **'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির বক্তব্য-**
ক. মাতৃভাষার প্রতি কবির দরদ
খ. বাংলা কবিতার প্রতি আকর্ষণ
গ. স্বপ্নে বাংলা ভাষার প্রতি দরদের নির্দেশ
ঘ. মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষার অনুতাপ **উ: ঘ**

২৮. **'কেলিনু' এর গদ্যরূপ-**
ক. সাঁতার কাটিলাম খ. ক্রয় করিলাম
গ. খেলা করলাম ঘ. রাগান্বিত হইলাম **উ: গ**

২৯. **'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি মাতৃভাষাকে কোনরূপে পেয়েছেন?**
ক. ভাণ্ডার খ. শৈবাল
গ. পদ্মফুল ঘ. রত্নখনি **উ: ঘ**

৩০. 'কপোতাক্ষ নদ' কোন জাতীয় কবিতা?
ক. গদ্য কবিতা খ. গীতিকবিতা
গ. সনেট ঘ. পয়ার উ: গ

৩১. "সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।"– চরণ দুটির কবি কে?
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. মোহিতলাল মজুমদার
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত উ: ঘ

৩২. 'দুগ্ধস্রোতরূপী তুমি জন্ম-ভূমি স্তনে।' কার উক্তি?
ক. হেমচন্দ্র খ. নবীনচন্দ্র
গ. বিহারীলাল ঘ. মধুসূদন দত্ত উ: ঘ

৩৩. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কোন ধরনের কাব্য?
ক. মহাকাব্য খ. পত্রকাব্য
গ. গীতিকাব্য ঘ. আখ্যানকাব্য উ: খ

৩৪. 'বীরঙ্গনা' পত্রকাব্যে পত্র সংখ্যা কত?
ক. ১১ খ. ২১
গ. ৩১ ঘ. ৪১ উ: ক

৩৫. রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক রচনা কোনটি?
ক. সারদামঙ্গল খ. বঙ্গসুন্দরী
গ. ব্রজাঙ্গনা ঘ. কৃষ্ণকুমারী উ: গ

৩৬. বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়-
ক. মধুসূদন দত্তের 'পদ্মাবতী' নাটকে
খ. মেঘনাদবধ মহাকাব্যে
গ. ব্রজাঙ্গনা কাব্যে
ঘ. বীরঙ্গনা কাব্যে উ: ক

৩৭. কোন বাঙালি নাট্যকার বাংলা নাটকের পথিকৃৎ?
ক. দীনবন্ধু মিত্র খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. গিরিশচন্দ্র ঘোষ উ: খ

৩৮. প্রথম সার্থক বাংলা নাটক-
ক. শর্মিষ্ঠা খ. কৃষ্ণকুমারী
গ. শাজাহান ঘ. বসন্ত উ: ক

৩৯. 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির রচয়িতা কে?
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ক

৪০. বঙ্কিমচন্দ্র পেশাজীবন শুরু করেন কী হিসেবে?
ক. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
গ. উকিল ঘ. দলিল লেখক উ. ক

৪১. বঙ্কিমচন্দ্র কত সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন?
ক. ১৮৯১ খ. ১৮৯৪
গ. ১৮৯২ ঘ. ১৮৯৩ উ. ক

৪২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস কোনটি?
ক. বিষবৃক্ষ খ. রাজসিংহ
গ. কপালকুণ্ডলা ঘ. দুর্গেশনন্দিনী উ. ঘ

৪৩. বাংলা আধুনিক উপন্যাস এর প্রবর্তক ছিলেন-
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র উ. খ

৪৪. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
ক. Rajmohan's Wife খ. বিষবৃক্ষ
গ. ইন্দিরা ঘ. দুর্গেশনন্দিনী উ. ক

৪৫. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাস কোনটি?
ক. মৃণালিনী খ. বনফুল
গ. দেবীচৌধুরাণী ঘ. দুর্গেশনন্দিনী উ. ঘ

৪৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ. খ

৪৭. নিচের কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস?
ক. ঘরে-বাইরে খ. কৃষ্ণকান্তের উইল
গ. কাশবনের কন্যা ঘ. নৌকাডুবি উ. খ

৪৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম-
ক. নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী
খ. মধুসূদন ও কমুদিনী
গ. গোবিন্দলাল ও রোহিণী
ঘ. সুরেশ ও অচলা উ. গ

৪৯. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ রোহিণী আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল কেন?
ক. উইলচুরি জনিত আত্মগ্লানি
খ. হরলালকে বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়ে
গ. ভ্রমরের সুখী জীবন প্রত্যক্ষ করে
ঘ. স্বীয় ব্যর্থ জীবনের হাহাকারে উ. ঘ

৫০. 'রোহিণী-বিনোদিনী-কিরণময়ী' কোন গ্রন্থগুচ্ছের চরিত্র?
ক. বিষবৃক্ষ-চতুরঙ্গ-চরিত্রহীন
খ. কৃষ্ণকান্তের উইল-যোগাযোগ-পথের দাবী
গ. দুর্গেশনন্দিনী-চোখের বালি-গৃহদাহ
ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল-চোখের বালি-চরিত্রহীন উ. ঘ

৫১. 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. কাজী ইমদাদুল হক উ. গ

৫২. নিচের কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস?
ক. সাম্য খ. বঙ্গদর্শন
গ. কৃষ্ণচরিত্র ঘ. সীতারাম উ. ঘ

৫৩. নিচের যে উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ জীবনের চিত্র প্রাধান্য লাভ করেনি-
ক. গণদেবতা খ. পদ্মানদীর মাঝি
গ. সীতারাম ঘ. পথের পাঁচালী উ. গ

৫৪. 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি কার লেখা?
ক. ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. অক্ষয়কুমার দত্ত উ. খ

৫৫. 'কমলাকান্তের দপ্তর' কার লেখা?
ক. শরৎচন্দ্র খ. বঙ্কিমচন্দ্র
গ. জগদীশ চন্দ্র ঘ. মনোজ বসু উ. খ

৫৬. 'কমলাকান্তের দপ্তর' কোন শ্রেণির রচনা?
ক. প্রবন্ধ খ. উপন্যাস
গ. রম্য রচনা ঘ. ভ্রমণকাহিনী উ. ক

৫৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটি কয়টি অংশে বিভক্ত?
ক. ৩টি খ. ৪টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি উ. ক

৫৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বিড়াল' কী ধরনের রচনা?
ক. উপন্যাস খ. প্রবন্ধ
গ. গল্প ঘ. কবিতা উ. খ

৫৯. 'পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও' উক্তিটি কার?
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. মীর মশাররফ
গ. রবীন্দ্রনাথ ঘ. কায়কোবাদ উ. ক

৬০. 'বিড়াল' রচনায় কোন যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে?
ক. পলাশির যুদ্ধ খ. পানিপথের যুদ্ধ
গ. ওয়াটারলু যুদ্ধ ঘ. মুক্তিযুদ্ধ উ. গ

৬১. 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনাটি গোয়ালিনি চরিত্রটির নাম কী?
ক. মঙ্গলা খ. কপিলা
গ. কমলা ঘ. প্রসন্ন উ. ঘ

৬২. 'কেহ মরে বিল ছেঁচে কেহ খায় কই।' এ প্রবচনটি কোন প্রবন্ধ থেকে উদ্বৃত?
ক. জীবন ও বৃক্ষ খ. মাসি-পিসি
গ. বিড়াল ঘ. জাদুঘরে কেন যাব উ. গ

৬৩. বাংলা সাহিত্যের সনেট রচনার প্রবর্তক কে? [Probashi Kallayan Bank (Senior Officer)- 2021]
a) মাইকেল মধুসূদন দত্ত b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
c) দেবেন্দ্রনাথ সেন d) মোতিলাল মজুমদার উ: A

৬৪. 'বীরাঙ্গনা কাব্য' গ্রন্থে মোট কয়টি পত্র সংকলিত আছে? [Probashi Kallayan Bank (Officer)- 2021]
a) ৯টি b) ১১টি
c) ১৩টি d) ১০৪টি উ: B

৬৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনকাল কোনটি?
ক. ১৮২২-১৯৭৩ খ. ১৯২৪-১৮৭৫
গ. ১৮২৪-১৮৭৩ ঘ. ১৮২৫-১৮৮০ উ: গ

৬৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন?
ক. অষ্টাদশ শতাব্দী খ. উনবিংশ শতাব্দী
গ. বিংশ শতাব্দী ঘ. একবিংশ শতাব্দী উ: খ

৬৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন-
ক. বরুদিয়া খ. সাগরদাঁড়ি
গ. দেওয়াটখালি ঘ. নারুচি উ: খ

৬৮. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান কোনটি?
ক. মাগুরা খ. যশোর
গ. খুলনা ঘ. সাতক্ষীরা উ: খ

৬৯. মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি যশোর জেলার কোন উপজেলায়?
ক. মণিরামপুর খ. চৌগাছা
গ. কেশবপুর ঘ. অভয়নগর উ: গ

৭০. মধুসূদন দত্ত যে সাহিত্য রচনা করে অমর হয়ে রয়েছেন তা হলো-
ক. বিষাদ-সিন্ধু খ. তিলোত্তমা
গ. মেঘনাদবধ ঘ. দত্তা উ: গ

৭১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য-
ক. মহাভারত খ. মহাশ্মশান
গ. মেঘনাদবধ ঘ. অশ্রুমালা উ: গ

৭২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য কী ধরনের রচনা?
ক. পত্রকাব্য খ. নাট্যকাব্য
গ. গীতিকাব্য ঘ. মহাকাব্য উ: ঘ

৭৩. 'মেঘনাদবধ কাব্য' কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক. ১৮৫২ খ. ১৮৫৩
গ. ১৮৬১ ঘ. ১৮৬৪ উ: গ

৭৪. "আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?"– 'ভিখারী রাঘব' কে?
ক. রাবণ খ. মেঘনাদ
গ. রাম ঘ. বিভীষণ উ: গ

৭৫. 'মেঘনাদবধ' কাব্যে যুদ্ধের সময় পশ্চিম দুয়ারে রক্ষক হিসেবে কে ছিলেন?
ক. বীর নীল খ. অঙ্গদ
গ. রামচন্দ্র ঘ. দাশরথি উ: ক

৭৬. বিভীষণের স্ত্রীর নাম কী?
ক. উর্মিলা খ. মন্দোদরী
গ. চিত্রাঙ্গদা ঘ. সরমা উ: ঘ

৭৭. অরিন্দম কে?
ক. বিভীষণ খ. মেঘনাদ
গ. রাম ঘ. লক্ষণ উ: খ

৭৮. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ করেন কে?
ক. দীনবন্ধু মিত্র খ. রাজনারায়ণ বসু
গ. সজনীকান্ত দাস ঘ. ডি. এল. রায় উ: খ

৭৯. 'হেক্টরবধ' কোন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত?
ক. হোমারের ইলিয়াড খ. দান্তের ডিভাইন কমেডি
গ. হোমারের ওদিসি ঘ. ভার্জিনের ইনিদ উ: ক

৮০. বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি কে?
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: ক

৮১. 'বঙ্গভাষা' সনেট প্রথম কী নামে লেখা হয়?
ক. কবি-মাতৃভাষা খ. মাতৃভাষা
গ. আত্মবিলাপ ঘ. মহাভাষার অহঙ্কার উ: ক

৮২. 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. মুক্তক ছন্দ উ: ক

৮৩. কোন কবিতাটি অষ্টক ও ষটকে বিভক্ত?
ক. কবর খ. সোনার তরী
গ. ধন্যবাদ ঘ. বঙ্গভাষা উ: ঘ

৮৪. "হে বঙ্গ — তব বিবিধ রতন" বাক্যের শূন্যস্থানে কোন শব্দটি প্রযোজ্য?
ক. ভাণ্ডারে খ. গহবরে
গ. হৃদয়ে ঘ. ভাঁড়ারে উ: ক

৮৫. "ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন"– কার ভাণ্ডারে?
ক. বাংলা ভাষা খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. ইংরেজি সাহিত্য ঘ. গ্রিক সাহিত্য উ: ক

৮৬. 'হে বঙ্গ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন-
ক. বাংলা ভাষা খ. বাংলাদেশ
গ. বাংলা সাহিত্য ঘ. বাংলা কবিতা উ: ক

৮৭. নিচের কোনটি চতুর্দশপদী কবিতা?
ক. কবর খ. আজান
গ. বঙ্গভাষা ঘ. আসমানী উ: গ

৮৮. 'কেলিনু' এর গদ্যরূপ-
ক. সাঁতার কাটিলাম খ. ক্রয় করিলাম
গ. খেলা করলাম ঘ. রাগান্বিত হইলাম উ: গ

৮৯. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির বক্তব্য-
ক. মাতৃভাষার প্রতি কবির দরদ
খ. বাংলা কবিতার প্রতি আকর্ষণ
গ. স্বপ্নে বাংলা ভাষার প্রতি দরদের নির্দেশ
ঘ. মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষার অনুতাপ উ: ঘ

৯০. 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি মাতৃভাষাকে কোনরূপে পেয়েছেন?
ক. ভাণ্ডার খ. শৈবাল
গ. পদ্মফুল ঘ. রত্নখনি উ: ঘ

৯১. 'কপোতাক্ষ নদ' কোন জাতীয় কবিতা?
ক. গদ্য কবিতা খ. গীতিকবিতা
গ. সনেট ঘ. পয়ার উ: গ

৯২. "সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।"– চরণ দুটির কবি কে?
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. মোহিতলাল মজুমদার
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত উ: ঘ

৯৩. 'দুগ্ধস্রোতরূপী তুমি জন্ম-ভূমি স্তনে।' কার উক্তি?
ক. হেমচন্দ্র খ. নবীনচন্দ্র
গ. বিহারীলাল ঘ. মধুসূদন দত্ত উ: ঘ

৯৪. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কোন ধরনের কাব্য?
ক. মহাকাব্য খ. পত্রকাব্য
গ. গীতিকাব্য ঘ. আখ্যানকাব্য উ: খ

৯৫. 'বীরঙ্গনা' পত্রকাব্যে পত্র সংখ্যা কত?
ক. ১১ খ. ২১
গ. ৩১ ঘ. ৪১ উ: ক

৯৬. রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক রচনা কোনটি?
ক. সারদামঙ্গল খ. বঙ্গসুন্দরী
গ. ব্রজাঙ্গনা ঘ. কৃষ্ণকুমারী উ: গ

৯৭. বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়-
ক. মধুসূদন দত্তের 'পদ্মাবতী' নাটকে
খ. মেঘনাদবধ মহাকাব্যে
গ. ব্রজাঙ্গনা কাব্যে
ঘ. বীরঙ্গনা কাব্যে উ: ক

৯৮. কোন বাঙালি নাট্যকার বাংলা নাটকের পথিকৃৎ?
ক. দীনবন্ধু মিত্র খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. গিরিশচন্দ্র ঘোষ উ: খ

৯৯. প্রথম সার্থক বাংলা নাটক-
ক. শর্মিষ্ঠা খ. কৃষ্ণকুমারী
গ. শাজাহান ঘ. বসন্ত উ: ক

১০০. 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির রচয়িতা কে?
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ক

১০১. 'একেই কি বলে সভ্যতা' এটি মধুসূদন দত্তের কী জাতীয় রচনা?
ক. কাব্য খ. প্রহসন
গ. মহাকাব্য ঘ. উপন্যাস উ: খ

১০২. বঙ্কিমচন্দ্র পেশাজীবন শুরু করেন কী হিসেবে?
ক. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
গ. উকিল ঘ. দলিল লেখক উ. ক

১০৩. বঙ্কিমচন্দ্র কত সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন?
ক. ১৮৯১ খ. ১৮৯৪
গ. ১৮৯২ ঘ. ১৮৯৩ উ. ক

১০৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস কোনটি?
ক. বিষবৃক্ষ খ. রাজসিংহ
গ. কপালকুণ্ডলা ঘ. দুর্গেশনন্দিনী উ. ঘ

১০৫. বাংলা আধুনিক উপন্যাস এর প্রবর্তক ছিলেন-
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র উ. খ

১০৬. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
ক. Rajmohan's Wife খ. বিষবৃক্ষ
গ. ইন্দিরা ঘ. দুর্গেশনন্দিনী উ. ক

১০৭. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাস কোনটি?
ক. মৃণালিনী খ. বনফুল
গ. দেবীচৌধুরাণী ঘ. দুর্গেশনন্দিনী উ. ঘ

১০৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ. খ

১০৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম-
ক. নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী খ. মধুসূদন ও কমুদিনী
গ. গোবিন্দলাল ও রোহিণী ঘ. সুরেশ ও অচলা উ. গ

১১০. নিচের কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস?
ক. ঘরে-বাইরে খ. কৃষ্ণকান্তের উইল
গ. কাশবনের কন্যা ঘ. নৌকাডুবি উ. খ

১১১. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ রোহিণী আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল কেন?
ক. উইলচুরি জনিত আত্মগ্লানি
খ. হরলালকে বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়ে
গ. ভ্রমরের সুখী জীবন প্রত্যক্ষ করে
ঘ. স্বীয় ব্যর্থ জীবনের হাহাকারে উ. ঘ

১১২. 'রোহিণী-বিনোদিনী-কিরণময়ী' কোন গ্রন্থগুচ্ছের চরিত্র?
ক. বিষবৃক্ষ-চতুরঙ্গ-চরিত্রহীন
খ. কৃষ্ণকান্তের উইল-যোগাযোগ-পথের দাবী
গ. দুর্গেশনন্দিনী-চোখের বালি-গৃহদাহ
ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল-চোখের বালি-চরিত্রহীন উ. ঘ

১১৩. 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. কাজী ইমদাদুল হক উ. গ

১১৪. নিচের কোনটি বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস?
ক. সাম্য খ. বঙ্গদর্শন
গ. কৃষ্ণচরিত্র ঘ. সীতারাম উ. ঘ

১১৫. নিচের যে উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ জীবনের চিত্র প্রাধান্য লাভ করেনি-
ক. গণদেবতা খ. পদ্মানদীর মাঝি
গ. সীতারাম ঘ. পথের পাঁচালী উ. গ

১১৬. 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি কার লেখা?
ক. ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. অক্ষয়কুমার দত্ত উ. খ

১১৭. 'কমলাকান্তের দপ্তর' কার লেখা?
ক. শরৎচন্দ্র খ. বঙ্কিমচন্দ্র
গ. জগদীশ চন্দ্র ঘ. মনোজ বসু উ. খ

১১৮. 'কমলাকান্তের দপ্তর' কোন শ্রেণির রচনা?
ক. প্রবন্ধ খ. উপন্যাস
গ. রম্য রচনা ঘ. ভ্রমণকাহিনী উ. ক

১১৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটি কয়টি অংশে বিভক্ত?
ক. ৩টি খ. ৪টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি **উ. ক**

১২০. 'পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও' উক্তিটি কার?
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. মীর মশাররফ
গ. রবীন্দ্রনাথ ঘ. কায়কোবাদ **উ. ক**

১২১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বিড়াল' কী ধরনের রচনা?
ক. উপন্যাস খ. প্রবন্ধ
গ. গল্প ঘ. কবিতা **উ. খ**

১২২. 'বিড়াল' রচনায় কোন যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে?
ক. পলাশির যুদ্ধ খ. পানিপথের যুদ্ধ
গ. ওয়াটারলু যুদ্ধ ঘ. মুক্তিযুদ্ধ **উ. গ**

১২৩. 'কমলাকন্তের দপ্তর' রচনাটি গোয়ালিনি চরিত্রটির নাম কী?
ক. মঙ্গলা খ. কপিলা
গ. কমলা ঘ. প্রসন্ন **উ. ঘ**

১২৪. 'কেহ মরে বিল ছেঁচে কেহ খায় কই।' এ প্রবচনটি কোন প্রবন্ধ থেকে উদ্বৃত?
ক. জীবন ও বৃক্ষ খ. মাসি-পিসি
গ. বিড়াল ঘ. জাদুঘরে কেন যাব **উ. গ**

১২৫. 'বিষাদসিন্ধু' একটি-
ক. গবেষণা গ্রন্থ খ. ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ
গ. ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস ঘ. আত্মজীবনী **উ: গ**

১২৬. 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কোন জাতীয় রচনা?
ক. নাটক খ. আত্মজৈবনিক উপন্যাস
গ. কাব্য ঘ. গীতি কবিতার সংকলন **উ: খ**

১২৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নাট্যকার রচিত নাট্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. জগৎ মোহিনী খ. বসন্তকুমারী
গ. আয়না ঘ. মোহনী প্রেমদাস **উ: খ**

১২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা–
ক. ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে
খ. ৭ বৈশাখ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দে
গ. ২৭ বৈশাখ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে
ঘ. ২৪ বৈশাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে **উ: ক**

১২৯. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন–
ক. ১৯৩৮ সালে খ. ১৯৪১ সালে
গ. ১৯৪২ সালে ঘ. ১৯৪০ সালে **উ: খ**

১৩০. 'ঠাকুর' পরিবারের আসল পদবি ছিল–
ক. কুশারী খ. মুখোপাধ্যায়
গ. শাস্ত্রী ঘ. ঘোষ **উ: ক**

১৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদিবসতি কোথায় ছিল?
ক. খুলনার দক্ষিণ ডিহি
খ. ছোটনাগপুর মালভূমি
গ. যশোরের কেশবপুর ঘ. কুষ্টিয়ার শিলাইদহ **উ: ক**

১৩২. কোন বাঙালি কবি 'নাইট' উপাধি পেয়েছিলেন?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সুকুমার রায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত **উ: গ**

১৩৩. রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন কোন সালে?
ক. ১৯১৩ খ. ১৯১৫
গ. ১৯১৭ ঘ. ১৯১৯ **উ: ঘ**

১৩৪. রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন–
ক. ১৯০০ সালে খ. ১৯০১ সালে
গ. ১৯০২ সালে ঘ. ১৯০৩ সালে **উ: খ**

১৩৫. 'বিশ্বভারতী' কে প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: খ**

১৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন কত সালে?
ক. ১৯২২ খ. ১৯২৫
গ. ১৯২৬ ঘ. ১৯২৮ **উ: গ**

১৩৭. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব বিজ্ঞানী এর সাথে দর্শন, মানুষ ও বিজ্ঞান নিয়ে আলাপচারিতা করেছিলেন–
ক. নিউটন খ. আইনস্টাইন
গ. শ্রডিঞ্জার ঘ. ম্যাক্স প্লাংক **উ: খ**

১৩৮. ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছেন?
ক. নজরুল খ. রবীন্দ্রনাথ
গ. আবুল হোসেন ঘ. শামসুর রাহমান **উ: খ**

১৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকর্মের প্রথম প্রদর্শনী কোথায় হয়?
ক. ফ্রান্সে খ. লন্ডনে
গ. মস্কো ঘ. জাপান **উ: ক**

১৪০. কোন বাঙালি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত **উ: খ**

১৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন–
ক. আগস্ট, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে
খ. সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে
গ. অক্টোবর, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে
ঘ. নভেম্বর, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে **উ: ঘ**

১৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বছর বয়সে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?
ক. ৫৫ খ. ৫২
গ. ৫৭ ঘ. ৫১ **উ: খ**

১৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন গ্রন্থটির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন?
ক. Geetanjali খ. Choker Bali
গ. Kapal Kundala ঘ. Rajtarangini **উ: ক**

১৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয় কত সনে?
ক. ১৯১০ খ. ১৯১১
গ. ১৯১২ ঘ. ১৯১৩ **উ: ক**

১৪৫. বাংলায় টি.এস. এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক–
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিষ্ণু দে
গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. বুদ্ধদেব বসু **উ: ক**

১৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস–
ক. চোখের বালি খ. বৌঠাকুরানীর হাট
গ. শেষের কবিতা ঘ. গোরা **উ: খ**

১৪৭. 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথ রচিত–
ক. উপন্যাসের নাম খ. কবিতার নাম
গ. গল্প সংকলনের নাম ঘ. নাটকের নাম **উ: ক**

১৪৮. 'শেষের কবিতা' কি?
ক. কাব্য খ. কাব্যোপন্যাস
গ. গীতিকবিতা ঘ. উপন্যাস **উ: খ**

১৪৯. 'যোগাযোগ' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. বনফুল ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ঘ**

১৫০. 'মধুসূদন' নিচের যে উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র–
ক. গৃহদাহ খ. যোগাযোগ
গ. শর্মিষ্ঠা ঘ. নদীবক্ষে **উ: খ**

১৫১. 'কুমুদিনী' কোন উপন্যাসের নায়িকা?
ক. যোগাযোগ খ. ঘরে-বাইরে
গ. নৌকাডুবি ঘ. শেষের কবিতা **উ: ক**

১৫২. 'শর্মিলা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কোন উপন্যাসের নায়িকা?
ক. দুইবোন খ. মালঞ্চ
গ. শেষের কবিতা ঘ. বৌঠাকুরানীর হাট **উ: ক**

১৫৩. "কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে।
সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বালার আগে
সকাল বেলায় সলতে পাকানো"– বাক্যদ্বয় কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত?
ক. নৌকাডুবি খ. চোখের বালি
গ. যোগাযোগ ঘ. শেষের কবিতা **উ: গ**

১৫৪. 'চোখের বালি' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: খ**

১৫৫. রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রধান দু'টি চরিত্রের নাম–
ক. নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী
খ. মহেন্দ্র ও বিনোদিনী
গ. সুরেশ ও অচলা ঘ. মধুসূদন ও কুমুদিনী **উ: খ**

১৫৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোট গল্পকার হলেন–
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ঘ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ **উ: ক**

১৫৭. গল্পগুচ্ছের লেখক কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ খ. বীরবল
গ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঘ. সৈয়দ মজুতবা আলী **উ: ক**

১৫৮. যৌতুক প্রথা প্রাধান্য পেয়েছে কোন গল্পে?
ক. হৈমন্তী খ. বিলাসী
গ. কোরবানী ঘ. মহেশ **উ: ক**

১৫৯. "বুকের রক্তে দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখতে হইবে সে কথা কে জানিত"–এ বাক্যটি কোন লেখায় আছে?
ক. যৌবনের গান খ. বিলাসী
গ. হৈমন্তী ঘ. পোস্টমাস্টার **উ: গ**

১৬০. 'পোস্টমাস্টার'– ছোট গল্পটির রচয়িতা কে?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. বিহারীলাল ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ঘ**

১৬১. 'রতন' কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের চরিত্র?
ক. গিন্নি খ. পোস্টমাস্টার
গ. সুভা ঘ. ছুটি **উ: খ**

১৬২. 'দেনা-পাওনা' গল্পটির রচয়িতা কে?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী **উ: খ**

১৬৩. "একবার মনে হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি– নদীবক্ষে ভাসমান পথিকের হৃদয়ে এই তথ্যের উদয় হইল? ফিরিয়া ফল কি–এ পৃথিবীতে কে কাহার?" কার লেখা?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বঙ্কিমচন্দ্র
গ. তারাশঙ্কর ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ঘ**

১৬৪. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প নয়?
ক. ল্যাবরেটরি খ. মুসলমানীর গল্প
গ. প্রাগৈতিহাসিক ঘ. অপরিচিতা **উ: গ**

১৬৫. কোনটি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নয়?
ক. একরাত্রি খ. দুরাশা
গ. দুরবস্থা ঘ. মাস্টারমশায় **উ: গ**

১৬৬. 'কাদম্বিনী' চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের?
ক. সমাপ্তি খ. ছুটি
গ. জীবিত ও মৃত ঘ. হৈমন্তী **উ: গ**

১৬৭. রবীন্দ্রনাথের কোনটি গল্পটিতে মুসলমান চরিত্র আছে?
ক. সমাপ্তি খ. হৈমন্তী
গ. একরাত্রি ঘ. কাবুলিওয়ালা **উ: ঘ**

১৬৮. 'মা, আমার ছুটি হয়েছে, আমি বাড়ি যাচ্ছি'– কোন গল্পের উদ্ধৃতি?
ক. শাস্তি খ. মহেষ
গ. ফটিক ঘ. ছুটি
ঙ. কোনোটিই নয় **উ: ঘ**

১৬৯. "মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি?" 'ছুটি' গল্পে ফটিকের এই উক্তি দ্বারা তার মনের কোন ভাবের অভিব্যক্তি ঘটেছে?
ক. ছুটি হলে পড়ার পর বিশ্রাম নেয়া যাবে
খ. ছুটি হলে সে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবে
গ. ছুটি হলে সে লেখাপড়ার চাপ থেকে মুক্তি পাবে
ঘ. ছুটি হলে সে মনের আনন্দে বেড়াতে পারবে **উ: খ**

১৭০. রবীন্দ্রনাথের নিচের রচনাগুলোর মধ্যে কোনটি নাটক নয়?
ক. ডাকঘর খ. মালিনী
গ. মুক্তধারা ঘ. নৌকাডুবি **উ: ঘ**

১৭১. 'রক্তকরবী' ও 'রক্তাক্ত প্রান্তর' লিখেছেন যথাক্রমে–
ক. মুনীর চৌধুরী ও জহির রায়হান
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মুনীর চৌধুরী
গ. জহির রায়হান ও শহীদুল্লাহ
ঘ. মুনীর চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ **উ: খ**

১৭২. রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থটি নাটক?
ক. চোখের বালি খ. বলাকা
গ. ঘরে-বাইরে ঘ. রক্তকরবী **উ: ঘ**

১৭৩. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কালের যাত্রা' নাটকটি নিচের কাকে উৎসর্গ করেন?
ক. সুভাষচন্দ্র বসু খ. লোকেন্দ্রনাথ পালিত
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উ: গ**

১৭৪. 'চিরকুমার সভা' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. নুরুল মোমেন খ. মীর মশাররফ হোসেন
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: ঘ**

১৭৫. 'ডাকঘর' কোন ধরনের রচনা?
ক. নাটক খ. কবিতা
গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ **উ: ক**

১৭৬. রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক হলো–
ক. রাজা ও রানী খ. ডাকঘর
গ. তাসের ঘর ঘ. প্রায়শ্চিত্ত উ: খ

১৭৭. রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটক কোনটি?
ক. কাফেলা খ. রক্তপদ্ম
গ. প্রফুল্ল ঘ. চণ্ডালিকা উ: ঘ

১৭৮. 'তাপসী' নাটকটি কে রচনা করেছেন?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: খ

১৭৯. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটক নয়?
ক. রাজা খ. চিরকুমার সভা
গ. দুইবোন ঘ. তাসের দেশ উ: গ

১৮০. 'খেয়া' রবীন্দ্রনাথের একটি–
ক. নাটক খ. কাব্যগ্রন্থ
গ. গল্পগ্রন্থ ঘ. প্রবন্ধ উ: খ

১৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যকাব্য কোনটি?
ক. পুনশ্চ খ. বলাকা
গ. সোনার তরী ঘ. ক্ষণিকা উ: ক

১৮২. কোন কবিতা হতে রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতিতে কবিতা লেখা শুরু করেন?
ক. বলাকা খ. পুনশ্চ
গ. খাপছাড় ঘ. সেঁজুতি উ: খ

১৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পূরবী' কাব্য কাকে উৎসর্গ করেছিলেন?
ক. মৈত্রেয়ী দেবী খ. হেমন্তবালা দেবী
গ. ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ঘ. কাদম্বরী দেবী উ: গ

১৮৪. "গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।"– এ উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. নবীনচন্দ্র সেন
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. সুফী মোতাহার হোসেন উ: ক

১৮৫. "একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা"– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার চরণ?
ক. সোনার তরী খ. চিত্রা
গ. মানসী ঘ. বলাকা উ: ক

১৮৬. "এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ চাহিনা করিতে বাদ প্রতিবাদ।"– কোন কবির উক্তি?
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. শামসুর রাহমান উ: খ

১৮৭. "খাঁচার পাখি ছিল
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।"
পঙ্ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিহারীরাল চক্রবর্তী
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. কবি সুফিয়া কামাল উ: ক

১৮৮. 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'– রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা?
ক. বলাকা খ. সোনার তরী
গ. চিত্রা ঘ. পুনশ্চ উ: ক

১৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা কোনটি?
ক. আদুরে খ. আমাদের ছোট নদী
গ. জননী ঘ. কবর উ: খ

১৯০. 'হিং টিং ছট' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে?
ক. ভানুসিংহের পদাবলী খ. কবি-কাহিনী
গ. চিত্রঙ্গদা ঘ. সোনার তরী উ: ঘ

১৯১. বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত কবিতা '১৪০০ সাল' এর রচয়িতা কে?
ক. নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. গোলাম মোস্তফা উ: খ

১৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উর্বশী' কবিতাটি কোন কাব্যে অন্তর্গত?
ক. ক্ষণিকা খ. চিত্রা
গ. সোনার তরী ঘ. বলাকা উ: খ

১৯৩. "আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।"– পঙ্ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. মোজাম্মেল হক ঘ. মোতিলাল মজুমদার উ: ক

১৯৪. "পরে মাস-দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ের বাহির হইনু পথে–
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।"
–পঙ্ক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কোন কবিতার অংশ?
ক. পুরাতন ভৃত্য খ. চিত্রা
গ. দুই বিঘা জমি ঘ. দিন শেষে উ: গ

১৯৫. "নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে"– পঙ্ক্তিটি কার লেখা?
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. সিকান্দার আবু জাফর ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

১৯৬. "আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।"– এই উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. কবি গোলাম মোস্তফা উ: খ

১৯৭. "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"– চরণটি কার রচনা?
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. সুফিয়া কামাল
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

১৯৮. "শৈবাল দীঘিরে কহে উচ্চ করি শির, লিখে রেখ, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।"– এ অংশটুকুর মূল প্রতিপাদ্য?
ক. প্রতিদান খ. প্রত্যুপকার
গ. অকৃতজ্ঞতা ঘ. অসহিষ্ণুতা উ: গ

১৯৯. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ?
ক. শেষ লেখা খ. শেষ প্রশ্ন
গ. শেষকথা ঘ. শেষদিন উ: ক

২০০. শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো ..... দিলেম শিশির।
ক. এক বিন্দু খ. এক ফোঁটা
গ. দুই বিন্দু ঘ. এতটুকু উ: খ

২০১. রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. পরিশেষ খ. শেষ লেখা
গ. জন্মদিনে ঘ. পুনশ্চ উ: খ

২০২. "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি"– রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা?
ক. পূরবী খ. শেষ লেখা
গ. আকাশ প্রদীপ ঘ. সেঁজুতি উ: খ

২০৩. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এর রচয়িতা কে?
ক. ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় খ. চণ্ডীদাস
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. ভারতচন্দ্র উ: গ

২০৪. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভাষা–
ক. সৌরসেনী অপভ্রংশ খ. বঙ্গকামরূপী ভাষা
গ. ব্রজবুলি ঘ. বঙ্গভাষা উ: গ

২০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবজীবনের সাথে কোনটির তুলনা করেছেন?
ক. নদী খ. বৃক্ষ
গ. পথ ঘ. পাহাড় উ: ক

২০৬. "মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না"– কার কথা?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. শেক্সপীয়র ঘ. কবি কায়কোবাদ উ: খ

২০৭. "আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে" উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির কোন কবিতার অংশ?
ক. প্রশ্ন-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. রক্তাম্বরধারিণী মা-কাজী নজরুল ইসলাম
গ. সিঁড়ি-সুকান্ত ভট্টাচার্য
ঘ. সোমের প্রতি তারা-মাইকেল মধুসূদন দত্ত উ: ক

২০৮. নিচের কবিতাংশটি কোন কবির রচনা?
"যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ঘ

২০৯. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বাংলা কোন সালে?
ক. ১৩০৬ খ. ১৩০৮
গ. ১৩০৯ ঘ. ১৩১১ উ: ক

২১০. কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকাল কোনটি?
ক. ১৮২৪ – ১৮৭৩ খ্রি. খ. ১৮৫৬ – ১৯৩৭ খ্রি.
গ. ১৮৬১ – ১৯৪১ খ্রি. ঘ. ১৮৯৯ – ১৯৭৬ খ্রি. উ: ঘ

২১১. কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর কোথায় অবস্থিত?
ক. আজিমপুরের কবরস্থানে
খ. মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে
গ. বনানীতে
ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে উ: ঘ

২১২. কোন সালে কাজী নজরুল ইসলাম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি রহিত হয়?
ক. ১৯২৯ খ. ১৯৩০
গ. ১৯৪১ ঘ. ১৯২৮ উ: গ
ব্যাখ্যা: কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৪২ সালে তেতাল্লিশ বছর 'পিকস্ ডিজিজ' নামক মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

২১৩. ত্রিশালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম কি?
ক. কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
খ. কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
গ. কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ. কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় উ: ক

২১৪. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পরলোক গমনের বাংলা সন কোনটি?
ক. ১৩৮১ বঙ্গাব্দ খ. ১৮৩২ বঙ্গাব্দ
গ. ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ঘ. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ উ: গ

২১৫. কাজী নজরুল ইসলামের পিতা ছিলেন–
ক. দরিদ্র কৃষক খ. যাত্রাদলের ম্যানেজার
গ. মাজারের খাদেম ঘ. রুটির দোকানদার উ: গ

২১৬. কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কোন দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়?
ক. যুক্তরাজ্য খ. কানাডা
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. ভারত উ: খ

২১৭. কাজী নজরুল ইসলাম অভিনীত চলচ্চিত্রের নাম নির্দেশ করুন?
ক. পাতালপুরী খ. গোরা
গ. ধ্রুব ঘ. গ্রহের ফের উ: গ

২১৮. কবে, কোথায় প্রথম আন্তর্জাতিক নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
ক. ৮ জুন, ২০০৫, ঢাকা
খ. ১১ জুন, ২০০৫, কলকাতা
গ. ১৫ জুন, ২০০৫, কলকাতা
ঘ. ১২ জুন, ২০০৫, ঢাকা উ: ঘ

২১৯. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ–
ক. বিষের বাঁশি খ. বিদ্রোহী
গ. অগ্নিবীণা ঘ. রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ উ: গ

২২০. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক. অগ্নিবীণা খ. অগ্নীবিণা
গ. অগ্নীবীণা ঘ. অগ্নিবিণা উ: ক

২২১. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতার নাম কী?
ক. আনোয়ার পাশা খ. শাত-ইল-আরব
গ. কোরবানী ঘ. মোহররম উ: ঘ

২২২. কোন কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যের নয়?
ক. প্রলয়োল্লাস খ. ধূমকেতু
গ. রণভেরী ঘ. যৌবনের গান উ: ঘ

২২৩. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কার রচনা?
ক. মোহিতলাল মজুমদার খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: ঘ

২২৪. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯২৬ খ. ১৯২৫
গ. ১৯২২ ঘ. ১৯২১ উ: ঘ

২২৫. নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?
ক. সাপ্তাহিক বিজলীতে খ. মাসিক মোসলেম ভারতে
গ. দৈনিক ছোলতানে ঘ. দৈনিক নবযুগে উ: ক

২২৬. কোন পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়?
ক. লাঙ্গল খ. নবযুগ
গ. ধূমকেতু ঘ. বিজলী উ: ঘ

২২৭. কার উক্তি 'বল বীর চির উন্নত মম শির'?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. কায়কোবাদ উ: ক

২২৮. "আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।"
– পঙ্‌ক্তিটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতার অংশ?
ক. বিদ্রোহী খ. আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
গ. কাণ্ডারী হুশিয়া ঘ. সাম্যবাদী উ: ক

২২৯. 'আমি ভরা তরী করি -----।' শূন্যস্থানে কোনটি বসবে?
ক. উদ্ধার খ. নিমজ্জিত
গ. রক্ষা ঘ. ভরাডুবি উ: ঘ

২৩০. 'খেয়াপারের তরণী' কবিতার কবি কে?
ক. গোলাম মোস্তফা খ. কায়কোবাদ
গ. সানাউল হক ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: ঘ

২৩১. ঢাকার নবাব পরিবারে এক মহিলার অঙ্কিত ছবি দেখে কাজী নজরুল ইসলাম কোন কবিতাটি রচনা করেছিলেন?
ক. খেয়াপারের তরণী খ. আনন্দময়ীর আগমনে
গ. মোহররম ঘ. বিজয়িনী উ: ক

২৩২. "যাত্রীরা রাত্তিরে হতে এল খেয়া পার,
বাজ্রেরি তুর্যে এ গর্জেছে কে আবার?– চরণ দু'টি কার লেখা?
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. ফররুখ আহমদ
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: গ

২৩৩. "নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরুণীর পাপী যত নিঃস্বে।" পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুর রাহমান ঘ. ফররুখ আহমদ উ: খ

২৩৪. কাজী নজরুলের 'মোহররম' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক. অগ্নিবীণা খ. ছায়ানট
গ. মালঞ্চ ঘ. বুলবুল উ: ক

২৩৫. সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়া নজরুলের একটি কাব্যগ্রন্থ–
ক. সর্বহারা খ. জিঞ্জির
গ. প্রলয় শিখা ঘ. সাম্যবাদী উ: গ

২৩৬. নিচের কবিতাংশ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতার অংশ তা নির্দেশ করুন– 'নীলসিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া দুনিয়া
কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে
সে-কাঁদনে আসু আনে সীমারের ছোরাতে।'
ক. ওমর ফারুক খ. মোহররম
গ. কোরবানী ঘ. কামাল পাশা উ: খ

২৩৭. নজরুলের কোন রচনাটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে?
ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশি
গ. ব্যথার দান ঘ. ছায়ানট উ: খ

২৩৮. কোন গ্রন্থটি কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত?
ক. সাম্য খ. অণল প্রবাহ
গ. শিকওয়া ঘ. সাম্যবাদী উ: ঘ

২৩৯. 'নারী' কবিতাটি নজরুলের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক. বিষের বাঁশি খ. সর্বহারা
গ. সাম্যবাদী ঘ. সিন্দু-হিন্দোল উ: গ

২৪০. 'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু, আমার ক্ষুধার অন্ন তা' বলে বন্ধ করোনি প্রভু,–চরণটি জাতীয় কবির কোন কবিতার অংশ?
ক. বিদ্রোহ খ. প্রার্থনা
গ. মানুষ ঘ. আবেদন উ: গ

২৪১. কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় 'কালাপাহাড়' কে স্মরণ করেছেন কেন?
ক. ব্রাহ্মণ্যযুগে নব মুসলিম ছিলেন বলে
খ. ইসলামের গুণকীর্তন করেছিলেন বলে
গ. প্রাচীন বাংলা বিদ্রোহ ছিলেন বলে
ঘ. প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কার-বিদ্বেষী ছিলেন বলে উ: ঘ

২৪২. "গাহি তাহাদের গান–
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।"
– পঙ্‌ক্তিটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কোন কবিতার অংশ?
ক. নারী খ. সাম্যবাদী
গ. জীবন-বন্দনা ঘ. মানুষ উ: গ

২৪৩. "তবু থামে না যৌবন বেগ, জীবনের উল্লাসে"– এই চরণটির রচয়িতা নিচের কোন কবি?
ক. সুফিয়া কামাল খ. কাজী নজরুল
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: খ

২৪৪. "কাঁটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা
গিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা।"
– এ উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. শেখ ফজলল করিম ঘ. মোহিতলাল মজুমদার উ: ক

২৪৫. "বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপমণ্ডুক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়েছে যারে, –এর পরের লাইন কোনটি?
ক. ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
খ. তারাই গাহিল নব প্রেম-গান ধরণীর-মেরীর যীশূ-
গ. তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে,
ঘ. আমি মরু কবি-গাহি সেই বেদে-বেদুঈনদের গান
ঙ. যাহারা করিল ধ্বংস সাধন পুন চঞ্চল মতি। উ: গ

২৪৬. 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. গোলাম মোস্তফা খ. কামিনী রায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম উ: ঘ

২৪৭. কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক. অগ্নিবীণা খ. মণি-মনসা
গ. সর্বহারা ঘ. ছায়ানট উ: গ

২৪৮. 'সঞ্চিতা' কোন কবির কাব্য সংকলন?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. জসীমউদ্‌দীন উ: খ

২৪৯. কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' কাব্যটি কাকে উৎসর্গ করেছিলেন?
ক. বারীন্দ্রকুমার ঘোষ খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বীরজাসুন্দরী দেবী ঘ. মুজফফ্‌র আহমদ **উ: খ**

২৫০. কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য কোনটি?
ক. বেলা শেষের গান খ. নিশান্তিকা
গ. হেমন্ত গোধূলি ঘ. পুবের হাওয়া **উ: ঘ**

২৫১. কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমের কাব্য–
ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশি
গ. ভাঙার গান ঘ. সিন্ধু-হিন্দোল **উ: ঘ**

২৫২. কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ?
ক. বিষের বাঁশি খ. বন্দীর বন্দনা
গ. সন্দ্বীপের চর ঘ. রূপসী বাংলা **উ: ক**

২৫৩. 'বিষের বাঁশি' কাজী নজরুল রচিত একটি–
ক. গল্প খ. উপন্যাস
গ. কাব্য ঘ. প্রবন্ধ **উ: গ**

২৫৪. বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম–
ক. নারী খ. মুক্তি
গ. বিদ্রোহী
ঘ. বাতায়নের পাশে গুবাক তরুর সারি **উ: খ**

২৫৫. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা কোনটি?
ক. মুক্তি খ. বাউ-লের আত্মকাহিনী
গ. হেনা ঘ. বিদ্রোহী **উ: খ**

২৫৬. 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কাজী নজরুল ইসলামের এ কবিতায় 'গুবাক' শব্দের অর্থ–
ক. কেজুর খ. নারিকেল
গ. ঝাউ ঘ. সুপারি **উ: ঘ**

২৫৭. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয়?
ক. ছায়ানট খ. চক্রবাক
গ. রুদ্রমঙ্গল ঘ. বালুচর **উ: ঘ**

২৫৮. "রমজানের ঐ রোযার শেষে এল খুশির ঈদ"– গানটির রচয়িতা কে?
ক. গোলাম মোস্তফা খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. কায়কোবাদ **উ: খ**

২৫৯. আমি ..... আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর। আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর।
ক. ঝঞ্ঝা খ. হাম্বীর
গ. চিরদুর্দম ঘ. ধূর্জটি
ঙ. কোনোটিই নয় **উ: ঘ**

২৬০. "দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি,
তাহা যাহা আসে কই মুখে"– এই কবিতাংশটি কোন কবিতার অন্তর্গত?
ক. বিদ্রোহী খ. কামাল পাশা
গ. অগ্রপথিক ঘ. আমার কৈফিয়ৎ **উ: ঘ**

২৬১. কোনটি নজরুলের রচনা?
ক. শিশু ভোলানাথ খ. লীলাবতী
গ. চোখের চাতক ঘ. বালুচর **উ: গ**

২৬২. "আজি রক্ত-নিশি ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে।" চরণগুলোর রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য **উ: খ**

২৬৩. "তোমার ছেলে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে"– কোন কবিতার চরণ?
ক. বোরে পাখি খ. সকাল সকাল
গ. খোকার সাধ ঘ. শীতের সকাল **উ: গ**

২৬৪. নজরুলের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. বাঁধন-হারা
গ. ব্যথার দান ঘ. কোনোটিই নয় **উ: খ**

২৬৫. কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের পটভূমিতে অঙ্কিত হয়েছে–
ক. নদীয়ার চাঁদ সড়কের জনজীবন
খ. ময়মনসিংহের ত্রিশাল গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন
গ. কুমিল্লার দৌলতপুরের কৃষিজীবন
ঘ. হুগলীর তাজপুরের গ্রামীণ জীবন **উ: ক**

২৬৬. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?
ক. রাজবন্দীর রোচনামচা খ. দুর্দিনের যাত্রী
গ. দুর্দিনের দিনলিপি ঘ. জাপান যাত্রী **উ: খ**

২৬৭. 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধটি লিখেছেন–
ক. কাজী নজরুল ইসলাম
খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. কাজী আবদুল ওদুদ
ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন **উ: ক**

২৬৮. কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ সংকলন কোনটি?
ক. শিউলিমালা খ. অগ্নিবীণা
গ. রুদ্রমঙ্গল ঘ. ব্যথার দান **উ: গ**

২৬৯. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' একটি–
ক. নাটক খ. প্রবন্ধগ্রন্থ
গ. গল্প ঘ. উপন্যাস **উ: খ**

২৭০. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখকের উপাধি কোনটি?
ক. বিশ্বকবি খ. নাগরিক কবি
গ. আধুনিক কবি ঘ. বিদ্রোহী কবি **উ: ঘ**

২৭১. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয়?
ক. যুগবাণী খ. রুদ্রমঙ্গল
গ. সিন্দাবাদ ঘ. মধুমালা **উ: গ**

২৭২. কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'ঝিলিমিলি' গ্রন্থখানি–
ক. কাব্য খ. নাটক
গ. উপন্যাস ঘ. সংগীত **উ: খ**

২৭৩. কাজী নজরুল ইসলামের 'আলেয়া' কোন ধরনের রচনা?
ক. কবিতা খ. উপন্যাস
গ. গল্প ঘ. গীতিনাট্য **উ: ঘ**

২৭৪. 'তেল-নুন-লাকড়ি' কার রচতি গ্রন্থ?
ক. প্রবোধচন্দ্র সেন খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. প্রমথনাথ বিশী ঘ. প্রদ্যুম্ন মিত্র **উ: খ**

২৭৫. বাংলা সাহিত্যে কে 'পল্লীকবি' নামে খ্যাত?
ক. জীবননানন্দ দাশ খ. সুফিয়া কামাল
গ. জাহানারা আরজু ঘ. জসীমউদ্‌দীন **উ: ঘ**

২৭৬. জসীমউদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. রাখালী খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. নকশী কাঁথার মাঠ ঘ. বালুচর **উ: ক**

২৭৭. কোন কাব্যটি পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন রচিত?
ক. চৈতালী খ. রাখালী
গ. ফণি-মনসা ঘ. আলো পৃথিবী **উ: খ**

২৭৮. 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা?
ক. কাব্য খ. উপন্যাস
গ. নাটক ঘ. প্রবন্ধ **উ: ক**

২৭৯. Field of the Embroidery Quilt কাব্যটি কবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ?
ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট খ. রঙিলা নায়ের মাঝি
গ. নকশী কাঁথার মাঠ ঘ. রাখালী **উ: গ**

২৮০. জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?
ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট খ. রঙিলা নায়ের মাঝি
গ. নকশী কাঁথার মাঠ ঘ. রাখালী **উ: গ**

২৮১. জসীমউদ্‌দীন রচিত 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক. বালুচর খ. রাখালী
গ. ধানক্ষেত ঘ. মাটির কান্না **উ: গ**

২৮২. জসীমউদ্‌দীনের 'আসমানী' চরিত্রটির বাড়ি কোথায়?
ক. গোপালগহ্জ খ. ফরিদপুর
গ. রাজবাড়ি ঘ. মাদারীপুর **উ: খ**

২৮৩. 'চলে মুসাফির' ভ্রমণ কাহিনীমূলক গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
ক. সৈয়দ মুজতবা আলী খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. ইব্রাহীম খাঁ **উ: খ**

২৮৪. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের ভ্রমণকাহিনী?
ক. নকশী কাঁথার মাঠ খ. যে দেশে মানুষ বড়
গ. পদ্মরাগ ঘ. ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় **উ: খ**

২৮৫. "আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও" পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির লেখা?
ক. মোজাম্মেল হক খ. কামিনী রায়
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত **উ: গ**

২৮৬. আসমানীদের দেখতে কোথায় যেতে হবে?
ক. জামালপুর খ. মধুপুর
গ. রসুলপুর ঘ. শেরপুর **উ: গ**

২৮৭. 'কবর' কবিতায় কয়টি পঙক্তি রয়েছে?
ক. ১৩টি খ. ৯৬টি
গ. ১০২টি ঘ. ১১৮টি **উ: ঘ**

২৮৮. কোন কবির নামানুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়েছে?
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. গোলাম মোস্তফা **উ: ক,গ**

২৮৯. জসীমউদ্‌দীনের রচনা কোনটি?
ক. যাদের দেখেছি খ. পথে-প্রবাসে
গ. কাল নিরবধি ঘ. ভবিষ্যতের বাঙালী **উ: ক**

২৯০. কবি জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতার বিষয়বস্তু হলো-
ক. স্ত্রী বিয়োগের বেদনা বিলাপ
খ. প্রিয়জন হারানোর মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ
গ. সন্তান হারানোর শোঁকগাথা
ঘ. বন্ধু বিচ্ছেদের করুণ কাহিনী **উ: খ**

২৯১. 'রূপাই' জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যগ্রন্থের চরিত্র?
ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট খ. নকশী কাঁথার মাঠ
গ. রাখালী ঘ. বালুচর **উ: খ**

২৯২. 'সূচয়নী' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক. গল্পগুচ্ছ খ. কবিতা সংকলন
গ. রচনাসমগ্র ঘ. আত্মজীবনীমূলক **উ: খ**

২৯৩. 'ঐ দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে অমনি করিয়া লুটাইয়া পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে' বিখ্যাত এই পঙক্তিদ্বয়ের রচয়িতা কে?
ক. বন্দে আলী মিয়া খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. কে জি মোস্তফা **উ: খ**

২৯৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কোনটি?
ক. মাটির পাহাড় খ. কুল নাই কিনারা নাই
গ. জাগো হুয়া সাভেরা ঘ. আছিয়া **উ: গ**

২৯৫. 'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: গ**

২৯৬. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে-
ক. কুসংস্কার খ. নির্বুদ্ধিতা
গ. বিজ্ঞান বুদ্ধি ঘ. ভয় **উ: গ**

২৯৭. 'সমুদ্রের স্বাদ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি-
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. গল্পগ্রন্থ
গ. প্রবন্ধগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস গ্রন্থ **উ: খ**

২৯৮. 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কাব্যগ্রন্থটি কোন কবির রচনা?
ক. ড. আশরাফ সিদ্দিকী খ. সৈয়দ আলী আহসান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সানাউল হক **উ: গ**

২৯৯. কোনটি শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ নয়?
ক. রৌদ্র করোটিতে খ. নিজ বাসভূমে
গ. বন্দী শিবির থেকে ঘ. বন্দীর বন্দনা **উ: ঘ**

৩০০. 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' এর রচয়িতা কে?
ক. আল মাহমদু খ. আবুল হাসান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. শহীদ কাদরী **উ: গ**

৩০১. ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. জীবনক্ষুধা
গ. আরেক ফাল্গুন ঘ. লালসালু **উ: গ**

৩০২. 'হাজার বছর ধরে' কোন ধরনের রচনা?
ক. উপন্যাস খ. ছোটগল্প
গ. আত্মজীবনী ঘ. রোজনামচা **উ: ক**

৩০৩. 'একুশে ফেব্রুয়ারি' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
ক. জহির রায়হান খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. শওকত ওসমান ঘ. হাসান আজিজুল হক **উ: ক**

৩০৪. 'স্টপ জেনোসাইড' প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের মূল বিষয়বস্তু-
ক. ভাষা আন্দোলন খ. মুক্তিযুদ্ধ
গ. গণঅভ্যুত্থান ঘ. আগরতলা মামলা **উ: খ**

৩০৫. হুমায়ূন আহমেদ এর কোন উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা?
ক. শঙ্খনীল কারাগার খ জোছনা ও জননীর গল্প
গ. তেঁতুল বনে জ্যোৎস্না ঘ. নন্দিত নরকে **উ: খ**

৩০৬. 'এইসব দিনরাত্রি' নাটকটির লেখক-
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. আবদুল্লাহ আল মামুন
গ. কল্যাণ মিত্র ঘ. ইমদাদুল হক মিলন **উ: ক**

৩০৭. 'নীল অপরাজিত' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুর রাহমান ঘ. হুমায়ূন আহমেদ **উ: ঘ**

৩০৮. 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. শওকত ওসমনা
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. সৈয়দ শামসুল হক **উ: গ**

৩০৯. 'দুধেভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. শওকত ওসমান ঘ. বুদ্ধদেব বসু **উ: খ**

Class Exam

1. ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন প্রতিষ্ঠান 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করে?
a) প্রেসিডেন্সি কলেজ b) সংস্কৃত কলেজ
গ. বিদ্যাসাগর কলেজ d) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

2. 'বীরাঙ্গনা কাব্য' গ্রন্থে মোট কয়টি পত্র সংকলিত আছে?
a) ৯টি b) ১১টি
c) ১৩টি d) ১০৪টি

3. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়?
a) ১৯৬২ সালে b) ১৮৭২ সালে
c) ১৯৮২ সালে d. কোনটিই নয়

4. নিচের যে উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ জীবনের চিত্র প্রাধান্য লাভ করেনি-
a) গণদেবতা b) পদ্মানদীর মাঝি
c) সীতারাম d) পথের পাঁচালী

5. মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয় যে ধরনের সাহিত্যকর্ম-
a) প্রহসন b) উপন্যাস
c) ট্রাজেডি d) প্রবন্ধ

6. বাংলাদেশের কোন স্মৃতি বিজড়িত এলাকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির জন্য ঘুরে বেড়ান?
a) কালিগ্রাম b) সখিপুর
c) টুনিরহাট d) ব্যারিস্টার বাজার

7. 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ধরনের গ্রন্থ?
a) নাটক b) উপন্যাস
c) প্রবন্ধ d) কাব্য

8. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
a) আজাদ b) সবুজপত্র
c) বিজলী d) দৈনিক পূর্বকোণ

9. কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম কবে ঢাকায় আসেন?
a) ১৯৭৬ সালে b) ১৯৭৪ সালে
c) ১৯২৬ সালে d) ১৯৬২ সালে

10. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কোন জাতীয় কাব্য?
a) কাহিনীকাব্য b) গাথাঁকাব্য
c) উপাখ্যান d) চম্পুকাব্য

11. 'সমুদ্রের স্বাদ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি–
a) কাব্যগ্রন্থ b) গল্পগ্রন্থ
c) প্রবন্ধগ্রন্থ d) উপন্যাসগ্রন্থ

12. শামসুর রাহমান রচিত 'ইলেক্ট্রার গান' কবিতায় মিথের আড়ালে দ্যোতিত হয়েছে–
a) পিতৃহারা বঙ্গবন্ধুকন্যার আবেগ
b) সন্তানহারা জননীর বেদনা
c) অপরিসীম অপত্যস্নেহ
d) শিশুপুত্র রাসেল – হত্যার করুণ কাহিনি

13. 'সোনালী কাবিন' কোন শ্রেণির রচনা?
a) কাব্যগ্রন্থ b) প্রবন্ধ গ্রন্থ
c) গল্পগ্রন্থ d) উপন্যাস

14. সেলিম আল দীনের যে সৃষ্টিকর্মটি ব্যতিক্রমধর্মী–
a) নিমজ্জন b) উষা উৎসব ও স্বপ্নরমণীগণ
c) প্রাচ্য d) হরগজ

15. সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাটক 'নিলক্ষার নীল' প্রবন্ধ প্রকাশ করছে–
a) অনন্ত নক্ষত্রবীথি b) দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী আকাশ
c) বিষাক্ত পৃথিবী d) নীল জ্যোৎস্না

Answer Sheet

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	B	B	C	C	A	B	C	C	A	B	A	A	B	B